Jean-Paul Sartre, *Les Mains Sales* , Gallimard, 1948

জাঁ-পল সার্ত্র্, নোংরা হাত, শিবনারায়ণ রায় কৃত
বাংলা অনুবাদ, প্রথম মুদ্রণ, জানুয়ারী ১৯৫৫

অক্ষর-বিন্যাস
অজন্তা কমপিউটেক
১৮/১, টেমার লেন,
কলকাতা- ৭০০ ০০৯

মুদ্রক
ইমপ্রিন্ট
৩৬/এফ, কেশব সেন স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০০৯

ইন্দ্রনাথ মজুমদার কর্তৃক সুবর্ণরেখা
৭৩, মহাত্মা গান্ধি রোড কলকাতা - ৯
হইতে প্রকাশিত

জিত্‌ - কে

## পাত্রপাত্রী

| | |
|---|---|
| ওদ্যরের | রাজকুমার |
| উগো | কারস্কি |
| ওল্‌গা | ফ্রানৎজ্‌ |
| যেসিকা | শার্ল্‌ |
| লুই | ইভান |
| স্লিক | লেঅঁ |

জর্জ

## প্রথম অঙ্ক

(ওলগার ফ্ল্যাট। শহরের প্রধান সড়কের ওপরে ছোট বাড়ীর একতলা। ডানদিকে হলঘরে যাবার দরজা, খড়খড়ি ভেজানো একটা জানালা। বাঁদিকে পেছন দিকে আর একটা দরজা, ম্যাণ্টল্‌পিসওয়ালা একটা ফায়ারপ্লেস্, তার ওপরে একটা আরশি। একদম পেছনে দেরাজের ওপরে টেলিফোন। দেখলে মনে হয়, এখানে যে থাকে পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে সে একেবারেই উদাসীন।

মাঝে মাঝে পথ দিয়ে গাড়ি চলে যাচ্ছে, রাস্তা থেকে ভেসে আসছে চলাচলের আওয়াজ আর মোটরের ভেঁপু।

ওলগা একা রেডিও-র সামনে বসে চাবি নিয়ে টানাটানি করছে। খানিকটা কাটাকাটা আওয়াজের পর স্পষ্ট কণ্ঠস্বর শোনা যায়।)

রেডিও। জার্মান সৈন্যরা সমস্ত যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পিছু হটছে। ইলিতিয়া সীমান্ত থেকে চল্লিশ মাইল দূরে কিশনার এখন রেড আর্মির দখলে। যেখানে যেখানে সম্ভব ইলিতিয়ার সৈন্যরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে অস্বীকার করছে। কয়েকটি বাহিনী ইতিমধ্যেই মিত্রপক্ষে যোগ দিয়েছে। ইলিতিয়ার নাগরিকেরা, আমরা জানি, সোভিয়েটের বিরুদ্ধে তোমাদের অস্ত্র ধরতে বাধ্য করা হয়েছিল, আমরা জানি, ইলিতিয়াবাসীদের গভীর গণতান্ত্রিক মনোভাবের কথা, আমরা .......

(ওলগা চাবিটা ঘুরিয়ে দিতে রেডিও থেমে গেল। শূন্যের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে সে নিস্তব্ধ বসে থাকে। চুপচাপ। দরজায় কড়ানাড়ার শব্দ হয়, ও

চমকে ওঠে। আরো শব্দ। আস্তে আস্তে দরজার কাছে যায়। আরো শব্দ।)

ওলগা । কে বাইরে?

উগো। (বাইরে) উগো।

ওলগা। কে?

উগো। (বাইরে) উগো বারিন।

(স্পষ্টতই বিস্মিত হলেও ওলগা দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকে।)

উগো। (বাইরে) আমার গলা কি তুমি চেনো না? দরজাটা খোলো।

(ওলগা চট্ করে দেরাজের কাছে গিয়ে তা থেকে একটা জিনিস বার করে বাঁ-হাতে নেয়, তারপর মুখমোছার ছোট তোয়ালেতে হাতটা ঢাকা দিয়ে দরজা খুলতে যায়। আগন্তুক হঠাৎ যাতে কিছু না করতে পাবে তার জন্যে দরজা ধাক্কা দিয়ে খুলেই চট্ করে পিছিয়ে আসে। বছর তেইশের ঢ্যাঙা চেহারার একটি ছেলে দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে।)

আমি। (দু'জনে মুহূর্তকাল পরস্পরের দিকে নিঃশব্দে চেয়ে থাকে।) তোমার কি আশ্চর্য লাগছে?

ওলগা। তোমাকে এত অন্যরকম দেখাচ্ছে।

উগো। হ্যাঁ, আমি বদলেছি। (চুপচাপ) কি, ভালো করে দেখা হয়েছে? (তোয়ালের আড়ালে রিভলবারের দিকে দেখিয়ে) ওটাকে সরিয়ে রাখতে পারো।

ওলগা। (রিভলবার না নামিয়ে) আমি জানতাম তোমার পাঁচ বছর হয়েছে।

উগো। ঠিকই, পাঁচ বছর।

ওলগা। দরজা বন্ধ করে ভেতরে এসো। কি করে বেরোলে?

(এক-পা পিছিয়ে যায়। পিস্তলটা ঠিক উগোকে লক্ষ্য করে না হলেও

তারই দিকে মুখ করে ধরা। উগো একবার সেদিকে কৌতুকের দৃষ্টিতে চায়, তারপর ওলগার দিকে পেছন ফিরে দরজা বন্ধ করে।)

পালিয়ে এসেছো?

উগো। পালাবো? আমি তো পাগল নই। ওরাই আমাকে ঘাড় ধরে বার করে দিয়েছে। (থেমে) জেলে ভালোভাবে থাকার দরুন ছেড়ে দিয়েছে।

ওলগা। ক্ষিদে পেয়েছে?

উগো। পেলে তোমার পছন্দসই হয়, তাই না?

ওলগা। কেন?

উগো। খেতে বসলে মানুষকে ভারি নিরীহ দেখায়। (থেমে) না, ধন্যবাদ, ক্ষিদেতেষ্টা কোনোটাই আমার পায়নি।

ওলগা। হ্যাঁ কি না বললেই হোতো।

উগো। মনে নেই আমি একটু বেশি বকি।

ওলগা। মনে আছে।

উগো। (চারিদিক চেয়ে দেখে) সমস্ত কি রকম খালি-খালি দেখাচ্ছে। অথচ সবকিছু যেমন ছিল তেমনই রয়েছে। আমার টাইপরাইটারটা?

ওলগা। বিক্রি হয়ে গেছে।

উগো। বটে? (চুপচাপ। ঘরের চারিদিকে চেয়ে দেখে) একদম খালি।

ওলগা। কি খালি?

উগো। (একসঙ্গে সব কিছুকেই দেখানোর ভাবে) এখানকার সব কিছুই। আসবাবপত্র যেন শূন্যে ভাসছে। ওখানে হাত দুটো বাড়ালেই আমার খুপরির দু-পাশের দেয়াল ছোঁয়া যেত। কাছে এসো। (ওলগা নড়ে না) ভুলে

গিয়েছিলাম, জেলের বাইরে মানুষেরা ভদ্ররকম ফারাক রেখে চলে। মিছিমিছি কত না জায়গা নষ্ট হয়! ছাড়া পাওয়া কিন্তু ভারি মজার। মনে হয় যেন মাথা ঘুরছে। মাঝখানে একঘরের ফারাক বজায় রেখে কথা বলায় আমাকেও অভ্যস্ত হতে হবে।

ওলগা। তোমাকে ওরা কবে ছেড়েছে?

উগো। এইমাত্র।

ওলগা। এখানে সিধে চলে এসেছ?

উগো। আর কোথায় বা যেতে পারতাম?

ওলগা। কারো সঙ্গে কথা বলোনি?

উগো। (তার দিকে চায়, হাসতে শুরু করে) না, বলিনি। সব ঠিক আছে। (ওলগা একটু শিথিল হয়, উগোর দিকে চায়) আমাকে দেখে তুমি কি খুশি হয়েছো?

ওলগা। জানি না। (একটা গাড়ি হর্ন বাজিয়ে চলে যায়। উগো কেঁপে ওঠে। গাড়িটা পেরিয়ে গেল, ওলগা হিমচোখে তাকে লক্ষ্য করে।) তোমাকে যদি সত্যিই ছেড়ে দিয়ে থাকে তাহলে তোমার তো ভয় পাবার কোনো কারণ নেই।

উগো। (ব্যঙ্গের স্বরে) তাই নাকি? (কিছু যায় আসে না ভাবে কাঁধ ঝাঁকি দেয়। চুপচাপ) লুই কেমন আছে?

ওলগা। ভালো।

উগো। আর লর্‍্যা?

ওলগা। সে--তার বরাত খারাপ।

উগো। আমিও তাই ভেবেছিলাম। কেন জানিনা, সব সময়ই ও মারা গেছে বলে আমার মনে হোতো। এখানে

নিশ্চয় অনেক অদলবদল হয়েছে?

ওলগা। এখন সবকিছুই আরো অনেক কঠিন। জার্মানরা এসে গেছে কিনা।

উগো। (নির্লিপ্তভাবে) তা বটে। জার্মানরা এসে গেছে।

ওলগা। তিন মাস হোলো। পাঁচ ডিভিশন সৈন্য। এপথ দিয়ে তাদের হাঙ্গেরি যাওয়ার কথা, কিন্তু তারা রয়ে গেছে।

উগো। বটে। তোমাদের নিশ্চয়ই এখন বেশ কিছু নতুন সদস্য হয়েছে।

ওলগা। হ্যাঁ। তবে এখন আর আগের মতো ভাবে দলে ভর্তি করা হয় না। অনেক ফাঁক ভরাট করতে হচ্ছে। আমরা... আমরা এখন কম কড়াক্কড়ি করি।

উগো। হ্যাঁ, বটেই তো। নতুন অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নেবে বই-কি। (সামান্য উদ্বেগের সঙ্গে) কিন্তু আসলে সব কিছুতো একই আছে?

ওলগা। (বিব্রতভাবে) তা... মোটামুটি একই আছে বই-কি।

উগো। যাহোক তুমি তো এখনো বেঁচে আছ। জেলের মধ্যে বোঝাই শক্ত যে অন্যেরা আগের মতো বেঁচে চলেছে। আচ্ছা, তোমরা কখনো আমার কথা বলো?

ওলগা। (অপটুভাবে মিথ্যে বলার চেষ্টা করে) কখনো কখনো।

উগো। আগের মতোই রাতে ছেলেরা বাইকে করে আসে। তারা সব টেবিলের চারধারে বসে, লুই পাইপ ধরায়। তখন একজন বলে : এমনি এক রাতে ছেলেটা নিজে থেকে বিশেষ কাজের ভার যেচে নিজের কাঁধে নিয়েছিল।

ওলগা। ওই গোছেরই কিছু।

উগো। তখন তুমি বলো : কাজটা সে ভালোভাবেই হাসিল

করেছিল। কাউকে না জড়িয়ে, বেশ পরিষ্কারভাবে।

ওলগা। হ্যাঁ, হ্যাঁ।

উগো। কখনো কখনো বৃষ্টিতে ঘুম ভেঙে যেত। নিজেকে বলতাম, হয়তো আজ রাতে ওরা আমার কথা বলবে। যারা মারা গেছে তাদের তুলনায় এইটেই ছিল আমার বড় সুবিধা। আমি ভাবতে পারতাম যে, তোমরা আমার কথা ভাবছো। (ওলগা না ভেবেই উগোর একটা বাহু নিজের হাতে আড়ষ্টভাবে টেনে নেয়। তারা পরস্পরের দিকে তাকায়। ওলগা হাতটা ছেড়ে দেয়। উগো একটু শক্ত হয়ে যায়।) তারপর একদিন তোমরা পরস্পরকে বললে : ওর এখনো ছাড়া পেতে তিন বছর বাকি। যখন ও বেরিয়ে আসবে... (গলার স্বর বদলে যায়। ওলগার চোখ থেকে চোখ না ফিরিয়ে)... যখন ও বেরিয়ে আসবে, তখন ওর পুরস্কার হিসেবে, আমরা ওকে কুকুরের মতো গুলি করে মারবো।

ওলগা। (চমকে পিছিয়ে যায়) তুমি কি পাগল হয়েছো?

উগো। (থেমে) ওরা কি তোমাকে দিয়ে আমার কাছে চকোলেট পাঠিয়েছিল?

ওলগা। কি চকোলেট?

উগো। গোলাপী বাক্সে লিকিয়্যর চকোলেট। ড্রেশ্ বলে কার কাছ থেকে ছ'মাস ধরে নিয়মিত পার্সেল পেতাম। ও নামে কাউকে জানি না, তাই ভাবতাম যে পার্সেলগুলো তোমার কাছ থেকে আসে, আর খুব ভালো লাগতো। তারপর পার্সেল আসা বন্ধ হোলো। আমি ভাবলাম : ওরা আমাকে ভুলে গেছে। তিন মাস আগে একটা পার্সেল এলো, একই লোকের কাছ থেকে, তাতে

চকোলেট আর সিগারেট ছিল। আমি সিগারেটগুলো নিলাম, আমার পাশের কুঠুরির কয়েদি চকোলেটগুলো খেলো। বেচারি খুব অসুস্থ হয়ে পড়লো --- ভারি অসুস্থ। তখন আমি বুঝতে পারলাম, তোমরা তাহলে আমাকে ভোলোনি।

ওলগা। তারপর?

উগো। তারপর আর কি।

ওলগা। ওদ্যরের-এর বন্ধুদের তো তোমাকে খুব পছন্দ হবার কথা নয়।

উগো। সে খবর দেবার জন্যে তারা নিশ্চয়ই দু'বছর অপেক্ষা করতো না। না ওলগা, আমি ব্যাপারটা ভালো করে ভেবে দেখার জন্যে অনেক সময় পেয়েছি। এর শুধু একটাই ব্যাখ্যা হতে পারে। প্রথমে পার্টি ভেবেছিল আমি হয়তো এখনো কাজে লাগতে পারি; পরে তারা মত বদলেছে।

ওলগা। (কোনো কঠিনতা না দেখিয়ে) তুমি বড্ড বেশি বকো উগো। বড্ড বেশি। কথা না বললে তোমার মনেই হয় না যে তুমি বেঁচে আছ।

উগো। আমি বড্ড বেশি বকি। আমি বড্ড বেশি জানি। আর তোমরা আমাকে কোন দিনই বিশ্বাস করোনি। মোটমাট কথাটা তাই। (থেমে) তার জন্যে অবশ্য তোমাকে কোনো দোষ দিই না। গোড়া থেকেই আমাদের সম্পর্কে গলদ ছিল।

ওলগা। উগো, আমার দিকে চাও। তুমি যা বলছো তুমি কি সত্যি তা বিশ্বাস করো? (তার দিকে চায়) হ্যাঁ, তুমি করো। (উত্তেজিতভাবে) তাহলে এখানে আমার কাছে

এলে কেন? কেন? কেন?

উগো। তুমি কখনো আমাকে গুলি করতে পারবে না, তাই। (ওলগার হাতের রিভলবারটার দিকে চেয়ে মৃদু হেসে) অন্তত তাই আমি ভেবেছিলাম। (ওলগা ক্রুদ্ধভাবে রিভলবার আর তোয়ালেটা টেবিলের ওপরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।) দেখলে তো?

ওলগা। শোনো উগো, আমি তোমার গালগল্পের একটা কথাও বিশ্বাস করিনে। আমি কোনো নির্দেশ পাইনি। কিন্তু যদি কোনো নির্দেশ পাই তাহলে বরং জেনে রাখো, আমি নির্দেশ মতোই কাজ করবো। আর পার্টির কেউ যদি প্রশ্ন করে, আমি তাদের বলবো যে, তুমি এখানে আছ। আমার চোখের সামনেই তারা তোমাকে গুলি করে মারবে তা জানলেও বলবো। তোমার হাতে টাকাকড়ি আছে?

উগো। না।

ওলগা। আমি তোমাকে কিছু টাকাকড়ি দিচ্ছি। তারপর তোমাকে চলে যেতে হবে।

উগো। কোথায়? অলিগলির অন্ধকার কিংবা ডকের আড়ালে ঘুপটি মেরে বেঁচে থাকতে? জল বড় হিম, ওলগা। যা ঘটে ঘটুক এখানে আলো আছে, উত্তাপ আছে। এখানে খতম হওয়া অনেক আরামের।

ওলগা। উগো, আমাকে পার্টির নির্দেশ মতো কাজ করতেই হবে। শপথ করে বলছি, আমি পার্টির হুকুম তামিল করবো।

উগো। দেখলে তো, আমি সত্যি কথাই বলেছি।

ওলগা। বেরিয়ে যাও এখান থেকে।

উগো। না। (ওলগার অনুকরণ করে) "আমি পার্টির হুকুম

তামিল করবো।" তোমার এখনো অনেক শেখা বাকি আছে ওলগা। সংসারের সমস্ত সদিচ্ছা নিয়েও তুমি যাই করো তা কখনো পার্টির হুকুম মাফিক হয় না। "যাও, ওদ্যরের-এর পেটে তিনটে গুলি দেগে দিয়ে এসো।" এতো খুব স্পষ্ট, তাই না? আমি ওদ্যরের-এর কাছে গেলাম, তার পেটে তিনবার গুলিও করলাম। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা ঘটলো একেবারে অন্যভাবে। হুকুম --- কোনো হুকুম ছিল না। খানিকটা পর্যন্ত খুব সহজ, তারপরে আর কোনো হুকুম নেই। হুকুম-টুকুম সব পেছনে পড়ে রইল। আমাকে একাই এগিয়ে যেতে হোলো, একেবারে একাই খুন করতে হোলো... অথচ কেন, তারপর তা পর্যন্ত আমি জানি না। আমার ইচ্ছে করছে পার্টি যেন তোমাকে হুকুম দেয় আমাকে গুলি করে মারতে। কি হয় শুধু তাই দেখতে, স্রেফ্ তাই দেখতে।

ওলগা। বেশ, দেখবে। (চুপচাপ) এখন তুমি কি করবে?

উগো। জানি না, ভেবে দেখিনি। যখন জেলের দরজা খুলে দিলো ভাবলাম এখানে আসবো, তাই এলাম।

ওলাগা। যেসিকা কোথায়?

উগো। তার বাবার কাছে। গোড়ার দিকে কখনো-কখনো চিঠি লিখত। এখন বোধ হয় আমার পদবি আর ব্যবহার করে না।

ওলগা। তোমাকে আমি এখন কোথায় রাখবো? কমরেডরা কেউ না-কেউ রোজই এখানে আসে। তাদের ইচ্ছে মতো আসে, চলে যায়।

উগো। তারা কি তোমার শোবার ঘরেও যায় নাকি?

ওলগা। না।

উগো। তাহলে আমি ও-ঘরে যাচ্ছি। দেয়ালঘেঁষা তক্তপোষে একটা লাল চাদরের ঢাকনা ছিল, দেয়ালমোড়ার কাগজে হলদে আর সবুজ রুইতনের ছক-কাটা। দেয়ালে দুটো ফটো ছিল, একটা আমার।

ওলগা। সম্পত্তির হিসেব মেলাচ্ছো?

উগো। না, স্মরণ করছি। এ-সবের কথা অনেক ভেবেছি কিনা। দ্বিতীয় ফটোটা আমাকে অনেক দুর্ভাবনার খোরাক জুগিয়েছে, কিছুতে মনে করতে পারতাম না ছবিটা কার।

*(পথ দিয়ে একটা গাড়ি যায়। উগো চমকে ওঠে। দু'জনেই নীরব। গাড়িটা থামে। একটা দরজা দড়াম করে বন্ধ হয়। দরজায় কড়ানাড়ার শব্দ।)*

ওলগা। কে?

শার্ল্। (বাইরে) শার্ল্।

উগো। (ফিষফিষ করে) শার্ল্ কে?

ওলগা। (ফিষফিষ করে) আমাদের একজন।

উগো। (তার দিকে চেয়ে) তাহলে?

(সামান্যক্ষণ চুপচাপ। শার্ল্ আবার কড়া নাড়ে।)

ওলগা। তাহলে দাঁড়িয়ে আছ কিসের জন্যে? যাও, ভেতরের ঘরে তোমার সব স্মৃতিচিহ্ন মিলিয়ে দেখগে।

(উগো চলে যায়। ওলগা দরজা খোলে। শার্ল্ আর ফ্রান্ৎজ্ দাঁড়িয়ে।)

শার্ল্। ও কোথায়?

ওলগা। কে?

শার্ল্। শ্রীঘর ছাড়ার পর থেকেই আমরা ওর পিছু নিয়েছি। (সামান্য চুপচাপ) ওকি এখানে নেই?

ওলগা। হ্যাঁ, ও এখানেই আছে।

শার্ল্। কোথায়?

ওলগা। ওখানে। (নিজের ঘর দেখিয়ে দেয়)

শার্ল্। ভালো।

(ফ্রানৎজ-কে অনুসরণ করার সংকেত করে পকেটে হাত দেয়, এক-পা এগোয়। ওলগা পথ আটকে দাঁড়ায়।)

ওলগা। না।

শার্ল্। বেশিক্ষণ লাগবে না ওলগা। ইচ্ছে হয় যদি একটু বাইরে ঘুরে এসো। ফিরে এসে এখানে কাউকে কিংবা কোনো চিহ্নও দেখতে পাবে না। (ফ্রান্ৎজকে দেখিয়ে) সেইজন্যেই ওকে আনা।

ওলগা। না।

শার্ল্। আমাকে কাজটা চুকোতে দাও ওলগা।

ওলগা। তোমাকে কি লুই পাঠিয়েছে?

শার্ল্। হ্যাঁ।

ওলগা। সে কোথায়?

শার্ল্। গাড়িতে।

ওলগা। যাও, তাকে নিয়ে এসো। (শার্ল্ ইতস্তত করে।) আমি ওকে নিয়ে আসতে বলছি।

(শার্ল্ সংকেত করতে ফ্রান্ৎজ বেরিয়ে যায়। শার্ল্ আর ওলগা নির্বাক পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। ওলগা শার্ল্-এর চোখ থেকে চোখ না সরিয়ে তোয়ালে-মোড়া রিভলবারটা তুলে নেয়। ফ্রান্ৎজ-এর সঙ্গে লুই ঢোকে।)

লুই। কি ব্যাপার? তুমি বাগড়া দিচ্ছ কেন?

ওলগা। বড্ড বেশি তাড়াতাড়ি করছো।

লুই। বড্ড বেশি তাড়াতাড়ি?

ওলগা। এদের বাইরে যেতে বলো।

লুই। বাইরে অপেক্ষা করো। আমি ডাকলেই আসিস। (তারা চলে যায়) বেশ, এখন বলো কি বলবে আমাকে।

ওলগা। (কোমল গলায়) লুই, ও আমাদের জন্যে কাজ করেছে।

লুই। খুকি হোয়ো না ওলগা। ও সাংঘাতিক ধরনের লোক। ওর মুখ বন্ধ করতেই হবে।

ওলগা। ও কিছু বলবে না।

লুই। হারামজাদা যা বাচাল...

ওলগা। ও কিছু বলবে না।

লুই। ও যা তুমি ওকে সত্যিই সেভাবে দেখ কি না আমার সন্দেহ আছে। তোমার চিরদিনই ওর ওপরে একটু টান আছে।

ওলগা। তোমারও চিরদিনই ওর ওপরে একটা আক্রোশ আছে। (থেমে) লুই, আমি এখানে আমার আবেগ অনুভূতি আলোচনার জন্যে তোমাকে ডাকিনি। আমি পার্টির স্বার্থের কথা ভেবে বলছি। জার্মানরা আসার পর থেকে আমাদের অনেক কর্মী মারা গেছে। এ ছোকরাকে আবার কাজে লাগানো যায় কিনা একবার না দেখেই আমরা একে হারাতে পারি না।

লুই। আবার কাজে লাগানো যায় কিনা? একটা ক্ষুদে লাগামছুট অ্যানার্কিস্ট, ঢংসর্বস্ব ইন্টেলেক্‌চুয়্যাল,

দায়িত্বহীন, খামখেয়ালী বুর্জোয়া, নিজের খুশিমতো কাজ করে আবার নিজের খুশিমতো ছেড়ে দেয়। তাকে আবার ফিরে কাজে লাগানো যায় কিনা!

ওলগা। তবুও কুড়ি বছর বয়সে সেই মানুষই ওদ্যরেরকে তার নিজস্ব পাহারাদারদের মাঝখানে খুন করেছিল ---- একটা রাজনৈতিক হত্যাকে আসনাইয়ের খুন বলে চালিয়ে দিয়েছিল।

লুই। সেটা সত্যিই কি রাজনৈতিক হত্যা? ব্যাপারটা কোনো দিনই ভালো করে পরিষ্কার হয়নি।

ওলগা। ঠিক কথা। আমাদের এখন সেটা পরিষ্কার করা দরকার।

লুই। সমস্ত ঘটনাটাই দুর্গন্ধে ভরা। আমি লগির মাথা দিয়েও তা ছুঁতে চাইনে। তাছাড়া ওকে দিয়ে পরীক্ষা পাশ করানোর মতো সময় আমার হাতে নেই।

ওলগা। আমার আছে। (লুই চঞ্চল হয়ে ওঠে।) লুই, আমার মনে হচ্ছে তুমি হয়তো এ ব্যাপারটায় বড্ড বেশি ব্যক্তিগত ভাব এনে ফেলেছো।

লুই। আমার মনে হয়, তুমিও সেই একই ভুল করছো।

ওলগা। ব্যক্তিগত অনুভূতির কাছে আমাকে হার মানতে দেখেছো কখনো? আমি তো বিনাশর্তে ওকে বাঁচতে দিতে বলছি না। ওর জীবনের আমি কানাকড়িও দাম দিইনে। আমি শুধু বলছি যে, ওকে একেবারে মুছে ফেলার আগে আমাদের দেখা দরকার ওকে আবার পার্টিতে ফিরিয়ে আনা যায় কিনা।

লুই। পার্টি কখনো ওকে আর গ্রহণ করবে না। অন্তত এখন নয়। সেকথা আমার মতো তুমিও জানো।

ওলগা। ও ছদ্মনামে পার্টির কাজ করতো। লর্‌য়্যা ছাড়া এখনকার কেউ ওকে চিনতো না, আর লর্‌য়্যা তো বেঁচে নেই। তোমার কি ভয় ও বড্ড বেশি বলে ফেলতে পারে? ওর ওপরে ভালো করে চোখ রাখলে ও কিছুই বলবে না। তুমি বলছ, ও ইন্টেলেক্‌চুয়্যাল্‌, ও অ্যানার্কিস্ট, তা হতে পারে, কিন্তু ও মরীয়া ধরনের মানুষও বটে। ওকে ঠিকমতো লাগাতে পারলে, ও অনেক কাজে প্রধান দায়িত্ব নিতে পারে। ও তার একবার প্রমাণও দিয়েছে।

লুই। বেশ, তা তুমি কি বলো?

ওলগা। এখন কটা বাজে?

লুই। ন'টা।

ওলগা। রাত বারোটায় ফিরে এসো। আমি এর মধ্যে জেনে নেবো ওদ্যরেরকে ও কেন খুন করেছিল, আর এখন ওর মনের চেহারাটাই বা কেমন। যদি বুঝতে পারি ও আবার আমাদের সঙ্গে কাজ করতে পারবে, আমি দরজার ফাঁক দিয়ে তোমাকে জানাবো। আজ রাতের মতো নিজের মনে থাকুক, কাল এসে ওকে কাজের নির্দেশ দিয়ে যেও।

লুই। যদি ওকে আর কাজে লাগানোর মতো না মনে হয়?

ওলগা। আমি দরজা খুলে দেবো।

লুই। মিছিমিছি একরাশ ঝুঁকি নেওয়া।

ওলগা। ঝুঁকিটা কোথায়? বাড়ীর চারপাশে তোমার লোক আছে না?

লুই। চারজন।

ওলগা। তাদের রেখে যাও। (লুই নড়ে না) লুই, ও এককালে আমাদের জন্যে কাজ করেছে। ওকে একটা সুযোগ

দিতে হবে।

লুই। আচ্ছা, আমি রাত বারোটায় আসবো।

(লুই চলে যায়। ওলগা শোবার ঘরের দরজাটা খুলে দেয়। উগো বেরিয়ে আসে।)

উগো। ওটা তোমার বোনের।

ওলগা। কোন্‌টা?

উগো। অন্য ছবিটা। ওটা তোমার বোনের। (চুপচাপ) আমারটা নামিয়ে রেখেছো। (ওলগা কথা বলে না। উগো তার দিকে চায়) তোমাকে যেন কি রকম দেখাচ্ছে। ওরা কী চাইছিল?

ওলগা। ওরা তোমার খোঁজে এসেছিল।

উগো। ও। তুমি ওদের বলেছো আমি এখানে আছি?

ওলগা। হ্যাঁ।

উগো। বুঝেছি। (বেরিয়ে যাবার উদ্যোগ করে)।

ওলগা। এটা জ্যোৎস্না রাত আর বাড়ির চারধারে লোকেরা অপেক্ষা করছে।

উগো। তাই বুঝি? (টেবিলের ধারে বসে) আমাকে কিছু খেতে দাও।

(ওলগা রুটি, মাংস আর একটা প্লেট নিয়ে আসে। টেবিলে প্লেট খাবার গুছিয়ে দেয়। উগো বলতে থাকে।)

তোমার ঘর সম্বন্ধে আমি ঠিকই কল্পনা করেছিলাম। প্রত্যেকটা জিনিস আমার মনে ছিল। আমার মনে যে ছবি ছিল, প্রত্যেকটা জিনিস ঠিক তেমনি রয়েছে। (থেমে) যখন জেলে ছিলাম ভাবতাম সবই বুঝি শুধু

একটু স্মৃতি। এখন দেখছি সত্যিই ঘরটা রয়েছে, ওখানে, দেয়ালের ওপাশে। আমি তো এইমাত্র ওর ভেতরে গিয়েছিলাম, আমার স্মৃতিতে যে রকম দেখাতো, তার চাইতে কিছু বেশি বাস্তব মনে হোলো না। জেলের কুঠুরিটা, তাও সব যেন একটা স্বপ্ন। আর ওদ্যরের-এর চোখ দুটো --- যেদিন আমি তাকে খুন করলাম। তোমার কি মনে হয় আমি কোনোদিন আর জেগে উঠবো? হয়তো যখন তোমার বন্ধুরা গুলি করতে আসবে...

ওলগা। তুমি যতক্ষণ এখানে আছ, তারা তোমাকে ছোঁবে না।

উগো। তুমি বুঝি তাদের এটুকু রাজী করিয়েছ? (গ্লাসে মদ ঢেলে নেয়)। এক সময় না এক সময় আমাকে বেরোতে তো হবে।

ওলগা। রোসো। রাতটা হাতে আছে। এক রাতের মধ্যে অনেক কিছু ঘটতে পারে।

উগো। কি ঘটার আশা করছো?

ওলগা। কত কি বদলাতে পারে।

উগো। যথা?

ওলগা। তুমি আমি।

উগো। তুমি?

ওলগা। সেটা তোমার ওপরে নির্ভর করছে।

উগো। (হেসে ওঠে, তার দিকে চায়, কাঁধ ঝাঁকি দেয়) প্রশ্ন হোলো, কী করলে তুমি-আমি দু'জনেই বদলে যেতে পারি।

ওলগা। আমাদের মধ্যে আবার কেন ফিরে এসো না?

উগো। (হেসে ওঠে) সেকথা শুধোবার খাসা একখানা সময় বটে।

ওলগা। কিন্তু ধরো, যদি তা সম্ভব হয়? ধরো, সব কিছুই যদি ভুল বোঝার জন্যে হয়ে থাকে? জেল থেকে বেরিয়ে কি করবে, কখনো কি তা ভাবোনি?

উগো। না, ভাবিনি।

ওলগা। কি কথা ভাবতে তাহলে?

উগো। যা করেছি তারই কথা। বুঝতে চেষ্টা করতাম কেন এ কাজ করলাম।

ওলগা। বুঝতে পেরেছিলে? (উগো কাঁধ ঝাঁকি দেয়।) আচ্ছা, কি করে ব্যাপারটা ঘটলো --- মানে তোমার আর ওদ্যরের-এর? সত্যিই কি ও যেসিকার চারধারে ঘুর ঘুর শুরু করেছিল?

উগো। হ্যাঁ।

ওলগা। তোমার তাহলে হিংসে হয়েছিল বলো?

উগো। জানি না। আমি ... আমার তা মনে হয় না।

ওলগা। আমাকে বলো।

উগো। কি বলবো?

ওলগা। সবকিছু। একেবারে গোড়া থেকে।

উগো। সেটা এমন কিছু শক্ত নয়। এ কাহিনী আমার মুখস্থ। জেলে সমস্ত ব্যাপারটা গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত রোজ উল্টে-পাল্টে দেখতাম। কিন্তু এর মানে যে কি, সে হোলো অন্য কথা। সব ঘটনার মতোই এও একটা নির্বোধ ঘটনা। যদি দূর থেকে দেখ, মনে হবে ব্যাপারটার মধ্যে কাজচলা গোছের একটা ঐক্য আছে।

কিন্তু বিশ্লেষণ করতে যাও, মুখের সামনে সব ছত্রাকার হয়ে যাবে। ... আমি যে কয়েকবার গুলি ছুঁড়েছিলাম এটা অবশ্য শেষ পর্যন্ত সত্যি...

ওলগা। একদম গোড়া থেকে শুরু করো।

উগো। গোড়া থেকে। সে তো তুমি আমার মতোই ভালো করে জানো। তাছাড়া সত্যিই কি কখনো কোনো গোড়া ছিল? কাহিনী শুরু করতে পারো '৪৩-এর মার্চে লুই যখন আমাকে ডেকে পাঠায় তখন থেকে। কিংবা আরো এক বছর আগে যখন আমি পার্টিতে যোগ দিই তখন থেকে। কিংবা তারও আগে আমার জন্ম থেকে। যাকগে, ধরা যাক ব্যাপারটার শুরু ১৯৪৩-এর মার্চ মাস থেকে ... (কথা বলতে-বলতে আলো ধীরে-ধীরে কমে আসে।)

## যবনিকা

## দ্বিতীয় অঙ্ক

(দু'বছর আগে, ওলগার ফ্ল্যাট। সময় রাত। পেছনের দরজা থেকে অনেকগুলো কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, কখনো জোরে কখনো আস্তে। বোঝা যায় ভেতরে অনেক লোক উত্তেজিত হয়ে কথা বলছে।

উগো টাইপ করছে। তাকে গত দৃশ্যের চাইতে অনেক বেশি তরুণ দেখায়। ইভান ঘরের এধার থেকে ওধার পায়চারি করছে।)

ইভান। শুনছো?

উগো। অ্যাঁ?

ইভান। টাইপ করা একটু থামাতে পারো না?

উগো। কেন?১

ইভান। ওতে আমার নার্ভাস লাগে।

উগো। তোমাকে তো মোটেই নার্ভাস ধরনের লোক মনে হচ্ছে না।

ইভান। তা ঠিক। তবে এখন ও আওয়াজ শুনলে আমার নার্ভাস লাগছে। আমার সঙ্গে একটু কথা বলতে পারো না?

উগো। (খুশি হয়ে) নিশ্চয়। তোমার নাম কি?

ইভান। আমার ছদ্মনাম ইভান, তোমার?

উগো। রাস্‌কোলনিকফ।

ইভান। (হেসে ওঠে) এতো প্রায় দেড়খানা নাম।

উগো। এটা আমার পার্টি নাম।

ইভান। নামটা কোত্থেকে খুঁড়ে বার করলে?

উগো। একটা উপন্যাসের চরিত্র।

ইভান। কি করেছিল সে?

উগো। একজনকে খুন করেছিল।

ইভান। বটে! তুমি কাউকে খুন করেছো নাকি?

উগো। না। (থেমে) তোমাকে এখানে কে পাঠিয়েছে?

ইভান। লুই।

উগো। সে তোমাকে কি বলেছে?

ইভান। দশটা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে।

উগো। তারপরে?

(ইভান উগোকে প্রশ্ন না করার ইঙ্গিত করে। পাশের ঘর থেকে নানা গলার আওয়াজ ভেসে আসে। তর্কের মতো শোনায়।)

ইভান। ভেতরে ওরা ছাতার করছেটা কি?

(ইভানের অনুকরণে উগোও প্রশ্ন না করতে ইঙ্গিত করে।)

উগো। মুশকিল কি, এ আলাপ বেশিক্ষণ চলতে পারে না। (চুপচাপ)

ইভান। পার্টিতে কি অনেকদিন?

উগো। '৪২ থেকে। প্রায় এক বছর। রিজেন্ট সোভিয়েটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার পরই যোগ দিই ... তুমি কতদিন?

ইভান। মনে করতে পারি না। বোধ হয় চিরদিনই পার্টিতে

ছিলাম। (থেমে) আমাদের খবরের কাগজ যে ছাপে, তুমি কি সেই লোক নাকি?

উগো। হ্যাঁ। আমি, তাছাড়া আরো অনেকে মিলে।

ইভান। তোমাদের কাগজ আমার হাতে অনেক সময় আসে। কিন্তু আমি পড়ি না। অবশ্যি দোষ কিছু তোমাদের নয়। তবে মস্কো রেডিও কি বি-বি-সি'র তুলনায় তোমাদের থাকে আটদিনের বাসি খবর।

উগো। তা কি আশা করো? টাটকা খবর? আমরাও অন্য পাঁচজনের মতো রেডিও শুনেই খবর পাই।

ইভান। আমি তো নালিশ করছি না। তুমি তোমার কাজ করছো, ব্যস্। (চুপচাপ) কটা বাজে?

উগো। দশটা বাজতে পাঁচ। (ইভান হাই তোলে) কি হোলো?

ইভান। কিছু না।

উগো। তোমার কি শরীর খারাপ লাগছে?

ইভান। না, ভালোই আছি। ঠিক আগটাতে চিরকালই আমার এরকম হয়।

উগো। কার আগে?

ইভান। কিছুর আগে না। (চুপচাপ) বাইকে চাপলেই সব ঠিক হয়ে যায়। (চুপচাপ) মনে হয় আমি মানুষটা এত নিরীহ একটা মাছিকে পর্যন্ত ব্যথা দিতে পারি না। (হাই তোলে)

**(ওলগা সামনের দরজা দিয়ে ঢোকে। দরজার কাছে একটা স্যুটকেস নামিয়ে রাখে।)**

**ওলগা। (ইভানকে) এটা তোমার জিনিস। ক্যারিয়ারে ঠিক বসবে তো?**

ইভান। দেখি। হ্যাঁ, ঠিক আছে।

ওলগা। দশটা বাজে। বেরিয়ে পড়ো। পাড়া আর বাড়ীটার হিসেব বুঝে নিয়েছো তো?

ইভান। হ্যাঁ।

ওলগা। ভালোয় ভালোয় যেন হয়ে যায়।

ইভান। (চুপচাপ) একটা চুমু খাবে না?

ওলগা। নিশ্চয়। (তার দু'গালে চুমু খায়।)

ইভান। (স্যুটকেসটা তুলে নিয়ে দরজার কাছে এসে ঘুরে দাঁড়ায়, কৌতুকের স্বরে উগোকে) চললাম তাহলে রাসকোলনিকফ্।

উগো। (হেসে) গোল্লায় যাও।

(ইভান বেরিয়ে যায়।)

ওলগা। যাবার সময় ওরকম বলা তোমার উচিত হয়নি।

উগো। কেন?

ওলগা। ও রকম বলা উচিত নয়।

উগো। (বিস্মিতভাবে) তুমি, ওলগা, তোমার এসব কুসংস্কার আছে নাকি?

ওলগা। (বিরক্তভাবে) মোটেই না।

উগো। (ভালো করে তার দিকে চেয়ে) ও কি করতে যাচ্ছে?

ওলগা। তোমার তা জানবার কোনো দরকার নেই।

উগো। কোর্স্কের সেতুটা উড়িয়ে দিতে গেছে।

ওলগা। সেকথা আমার মুখ থেকে তোমার শোনার কি দরকার? দুর্ঘটনা ঘটলে যত কম জানো ততই ভালো।

উগো। কিন্তু ও কি করতে যাচ্ছে তুমি তো জানো।

ওলগা। (কাঁধ ঝাঁকি দিয়ে) আমার কথা ...

উগো। তা বটে। তুমি মুখ বন্ধ রাখতে জানো। তুমি লুইয়ের মতো, মেরে ফেললেও তোমাকে কিছু বলাতে পারবে না। (কিছুক্ষণ নীরব) কিন্তু আমিই যে বলে ফেলবো তার কি কোনো প্রমাণ পেয়েছো? আমাকে পরীক্ষা না করলে আমি বিশ্বাসের যোগ্য কিনা কি করে জানবে?

ওলাগা। পার্টি কিছু আর সন্ধ্যেবেলার পাঠশালা নয়। আমরা পরীক্ষা করে যাচাই করিনে, আমরা যাচাই করি প্রত্যেককে তার পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী কাজে লাগিয়ে।

উগো। (টাইপরাইটারটা দেখিয়ে) আর এটাই আমার সবচেয়ে সদ্ব্যবহার বুঝি?

ওলগা। রেললাইন কেমন করে ওপড়াতে হয় জানো?

উগো। না।

ওলগা। তাহলে? (চুপচাপ। উগো আয়নাতে নিজের চেহারা দেখে) নিজের রূপ দেখছো?

উগো। দেখছি আমি আমার বাবার মতো দেখতে কিনা। (থেমে) আমার যদি গোঁফ থাকতো তুমি আমাদের মধ্যে ফারাক করতে পারতে না।

ওলগা। (কাঁধ ঝাঁকি দিয়ে) কি হোলো তাতে?

উগো। আমি আমার বাবাকে পছন্দ করি না।

ওলগা। তা আমরা জানি!

উগো। বাবা আমাকে বলেছিল, "যৌবনকাল আমিও এক বিপ্লবীদলে কাজ করতাম। তাদের কাগজের জন্যে

লিখতাম। আমার মতো তোরও ঘাড় থেকে ও-ভূত নামবে।"

ওলগা। আমাকে এসব কথা বলছো কেন?

উগো। কিছুর জন্যে নয়। আরশিতে চাইলেই এ-কথাগুলো আমার মনে পড়ে, তাই।

ওলগা। (আলোচনা ঘরের দরজার দিকে তাকিয়ে) ওখানে লুই আছে?

উগো। হ্যাঁ।

ওলগা। আর ওদ্যরের?

উগো। তাকে চিনি না, বোধ হয় আছে। মানুষটা কে?

ওলগা। আইন পরিষদ ভেঙে দেবার আগে তার সদস্য ছিল। এখন পার্টির সম্পাদক। ওদ্যরের ওর নিজের আসল নাম নয়।

উগো। তাহলে ওর আসল নাম কি?

ওলগা। আগেই বলেছি তোমার বড় বেশি কৌতূহল।

উগো। ভেতরে ওরা খুব গণ্ডগোল করছে। মনে হয় ঝগড়া হচ্ছে।

ওলগা। ওদ্যরের একটা প্রস্তাবের ওপরে ভোট নেবার জন্যে কমিটির মিটিং ডেকেছে।

উগো। কি প্রস্তাব?

ওলগা। আমি জানি না। আমি শুধু জানি লুই এ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে।

উগো। (হেসে) লুই যদি বিরুদ্ধে হয় তো আমিও বিরুদ্ধে। কিসের প্রস্তাব জানার দরকার নেই। (থেমে) ওলগা, আমাকে সাহায্য করতে হবে।

ওলগা। কি সাহায্য?

উগো। লুইকে বোঝাতে হবে যাতে কোনো প্রত্যক্ষ কাজে আমাকে একটা দায়িত্ব দেয়। সবাই যখন প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছে, তখন আমার কাজ শুধু লেখা।

ওলগা। তোমার কাজেও তো ঝুঁকি রয়েছে।

উগো। কিন্তু সে ঠিক এক ঝুঁকি নয়। (চুপচাপ) ওলগা, আমি বেঁচে থাকতে চাই না।

ওলগা। সত্যি? কেন?

উগো। বড্ড কঠিন।

ওলগা। তোমার তো বিয়ে হয়েছে?

উগো। তাতে কি?

ওলগা। তোমার বউকে তুমি ভালোবাসো না?

উগো। নিশ্চয়, ভালোবাসি বই-কি। (চুপচাপ) যে বেঁচে থাকতে চায় না তাকে কাজে লাগানো উচিত। অবশ্য কিভাবে লাগানো যায়, তা যদি জানা থাকে। (চুপচাপ। আলোচনা-ঘর থেকে চেঁচামেচি, চাপা আওয়াজ ভেসে আসে।) ওখানে অবস্থা খারাপ মনে হচ্ছে।

ওলগা। (উদ্বিগ্নভাবে) খুবই খারাপ।

(দরজা খুলে লুই বেরিয়ে আসে। সঙ্গে দু'জন লোক, তারা দ্রুত সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়।)

লুই। হয়ে গেল।

ওলগা। ওদ্যারের কোথায়?

লুই। বোরিস আর লুকাসের সঙ্গে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

ওলগা। তাহলে?

লুই। (জবাব না দিয়ে কাঁধ ঝাঁকি দেয়। চুপচাপ।) খানকির বাচ্চারা।

ওলগা। ভোট নিয়েছিলে?

লুই। হ্যাঁ। (থেমে) ওকে আলোচনা শুরু করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। পরের সভায় নির্দিষ্ট শর্ত নিয়ে এলে ওর ইচ্ছে মতোই সিদ্ধান্ত হবে।

ওলগা। পরের সভা কবে?

লুই। দশ দিনের মধ্যে। আমাদের হাতে এক সপ্তাহ সময় আছে। (ওলগা উগোর দিকে তাকায়।) কি? ও, হ্যাঁ ... তুমি বুঝি এখনো এখানে? (উগোর দিকে চেয়ে আপন মনে আবার বলে।) এখনো এখানে .... (উগো চলে যাবার উদ্যোগ করে) দাঁড়াও। তোমাকে হয়তো একটা কাজের ভার দিতে পারি। (ওলগাকে) আমার চাইতে তুমি ওকে ভালো জানো। কতখানি দৌড়?

ওলগা। চলে যাবে।

লুই। ভেঙে যাবে না?

ওলগা। ভেঙে যাবে না নিশ্চয় জানি। বরং....

লুই। বরং কি?

ওলগা। কিছু না। ও ঠিক পারবে।

লুই। বহুত আচ্ছা। (থেমে) ইভান চলে গেছে?

ওলগা। পোয়া ঘণ্টা হবে।

লুই। আমাদের আস্তানাটা ঘরের পাশেই পড়ে—বিস্ফোরণের আওয়াজ এখান থেকে শোনা যাবে। (চুপচাপ। উগোর কাছে এসে) শুনলাম তুমি কাজ চাও?

উগো। হ্যাঁ।

লুই। কেন?

উগো। আমি ঐ রকম।

লুই। খাসা। মুশকিল কি, তুমি তোমার দশটা-আঙুল দিয়ে কোনো কিছুই করতে জানো না।

উগো। গত শতকের শেষের দিকে রুশিয়াতে এমন অনেক ছোকরা ছিল যারা থলিতে বোমা নিয়ে কোনো গ্র্যাণ্ডডিউকের আসার অপেক্ষায় সময় গুনতো। বোমা ফাটত, গ্র্যাণ্ডডিউক পৌঁছতো যমের দক্ষিণ দুয়োরে, ছোকরা বেচারিও অবশ্য যেত সঙ্গে। সেটুকু তো আমি পারি।

লুই। তারা ছিল অ্যানার্কিস্ট। তুমি নিজেও তাদের মতো বুদ্ধিবাদী অ্যানার্কিস্ট, তাই তুমি তাদের স্বপ্ন দেখ। ইতিহাসের হিসেবে তুমি পঞ্চাশ বছর পিছিয়ে আছ। টেররিস্টদের দিন আর নেই।

উগো। আমি তাহলে একজন অকর্মা।

লুই। ও হিসেবে তাই।

উগো। তবে আর কথা বলে কী হবে?

লুই। দাঁড়াও। (থেমে) হয়তো, তোমাকে একটা কাজ জুটিয়ে দিতে পারি।

উগো। সত্যিকারের কাজ? তুমি সত্যি বিশ্বাস করবে আমাকে?

লুই। সেটা তোমার ওপরে নির্ভর করছে। বোসো। (থেমে) ব্যাপারটা এই : একদিকে রয়েছে অক্ষশক্তির অনুচর, রিজেন্টের ফাসিস্ত্ সরকার; অন্যদিকে শ্রেণীহীন সমাজ গণতন্ত্র আর মুক্তির জন্যে লড়াই করছে আমাদের

পার্টি। দুয়ের মাঝখানে আছে পেন্টাগন, জাতীয়তাবাদী আর বুর্জোয়াদের তারা গোপন প্রতিনিধি। তিনটে দল, তাদের স্বার্থ আমূল পরস্পরবিরোধী। তাদের সদস্যরা পরস্পরকে আপ্রাণ ঘৃণা করে। (থেমে) ওদ্যরের চায় যে, আমাদের সর্বহারার পার্টি ফাসিস্ত রিজেন্ট এবং পেন্টাগনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কোয়ালিশন সরকার করে যুদ্ধের শেষে ক্ষমতা দখল করে। সেই উদ্দেশ্যেই সে আজ রাতে এই সভা ডেকেছিল। এতে তুমি কি বলো?

উগো। (হেসে) তুমি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ।

লুই। কেন?

উগো। এ কখনো হতে পারে নাকি?

লুই। গত তিনঘণ্টা ধরে আমরা এ নিয়েই আলোচনা করছিলাম। যদি বেশির ভাগ সদস্য এই হাত-মেলানোর নীতিতে সায় দেয় তাহলে তুমি কি করবে?

উগো। তুমি আমাকে সত্যি-সত্যি এ প্রশ্ন করছো?

লুই। হ্যাঁ।

উগো। যেদিন প্রথম অত্যাচার কথাটার মানে বুঝেছিলাম সেদিনই আমার পরিবার, শ্রেণী, বন্ধু সব ছেড়ে বেরিয়ে এসেছি। তাদের সঙ্গে কোনো অবস্থাতেই হাত মেলাতে পারবো না।

লুই। কমিটি তিন ভোটের বিরুদ্ধে চারভোটে ওদ্যরের-এর প্রস্তাব সমর্থন করেছে। আসছে সপ্তাহে ওদ্যরের রিজেণ্টের দূতদের সঙ্গে দেখা করবে।

উগো। ওকে কি ঘুষ দিয়েছে?

লুই। জানিনা—তা নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই। বাস্তব

বিচারে ও বেইমান --- আমার পক্ষে তাই যথেষ্ট।

উগো। কিন্তু লুই ... মানে, আমি অবশ্য বুঝিনা, কিন্তু ... কিন্তু এ যে নিছক পাগলামি। রিজেন্ট আমাদের ঘেন্না করে, আমাদের ধরার জন্য ফাঁদ পাতে, সোভিয়েটের বিরুদ্ধে জার্মানির পক্ষে হয়ে সে লড়াই করছে, আমাদের লোকদের সে গুলি করে মেরেছে। সে কি করে ....?

লুই। রিজেন্ট অক্ষশক্তির জয়ের সম্ভাবনায় ভরসা হারিয়েছে। সে এখন নিজেকে বাঁচাতে ব্যস্ত। যদি মিত্রশক্তি জিতে যায় তাহলে সে দুমুখো নীতি নিয়েছিল বলে সাফাই গাইবার ফন্দি আঁটছে।

উগো। কিন্তু আমাদের ছেলেরা ...

লুই। আমি "পি এ সি"-র প্রতিনিধি; "পি এ সি"-র সকলে ওদ্যরের -এর বিরুদ্ধে। কিন্তু তুমি তো জানো অবস্থাটা কি : "পি এ সি"-র সঙ্গে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা মিলে "সর্বহারাদল" তৈরি হয়েছে। সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা ওদ্যরের-এর পক্ষে ভোট দিয়েছে। তারা দলে ভারি।

উগো। তারা কেন....?

লুই। ওদ্যরেরকে তারা ভয় করে বলে।

উগো। আমরা কি ওদের দল থেকে বার করে দিতে পারি না?

লুই। পার্টির মধ্যে ভাঙন? অসম্ভব। (থেমে) উগো, তুমি সত্যি আমাদের পক্ষে?

উগো। আমি যা কিছু জানি তোমার আর ওলগার কাছেই শেখা --- আমার সবকিছুই তোমাদের কাছ হতে পাওয়া। আমার কাছে তোমরাই পার্টি।

লুই। (ওলগা-কে) ও যা বলছে ওকি তা বিশ্বাস করে?

ওলগা। হ্যাঁ।

লুই। চমৎকার। (উগোকে) তুমি অবস্থাটা বুঝতে পারছো। আমরা বেরিয়ে আসতে পারবো না, অথচ কমিটির ভেতর দিয়ে আমাদের নীতি স্বীকার করাতেও পারবো না। আসলে কিন্তু এটা শুধু ওদ্যরের-এর একটা চাল। ওদ্যরের না থাকলে বাকি সবাই আমাদের হাতের মুঠোয়। (থেমে) গত মঙ্গলবার ওদ্যরের পার্টির কাছে একজন ব্যক্তিগত সেক্রেটারি চেয়েছিল। একজন বিবাহিত ছাত্র।

উগো। বিবাহিত কেন?

লুই। তা জানিনা। তুমি বিয়ে করেছো?

উগো। হ্যাঁ।

লুই। তাহলে? কাজটা তুমি নিচ্ছ? (তারা পরস্পরের দিকে মুহূর্তকাল তাকায়।)

উগো। (প্রত্যয়ের সঙ্গে) হ্যাঁ।

লুই। খুব ভালো। তুমি তোমার বউকে নিয়ে কালই রওনা হবে। ও এখন থাকে এখান থেকে মাইল-কুড়ি দূরে ওর এক বন্ধুর বাগানবাড়ীতে। দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে সেখানে তিনবেটা গুণ্ডা বাড়ী পাহারা দেয়। তুমি শুধু ওর ওপরে নজর রাখবে। তুমি পৌছলেই আমরা তোমার সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা করবো। রিজেন্টের দূতদের সঙ্গে কোনোক্রমেই ওর যেন দেখা না হয়। অন্তত দ্বিতীয়বার যেন আর সাক্ষাৎ না ঘটে। বুঝতে পারলে?

উগো। হ্যাঁ।

লুই। আমরা যে রাতে তোমাকে সংকেত জানাব তুমি দরজা

খুলে দেবে। তিনজন কমরেড গিয়ে কাজ হাসিল করে আসবে। তাদের সঙ্গে মোটরগাড়ি থাকবে। তারা কাজ সারার ফাঁকে তুমি তোমার স্ত্রীকে নিয়ে কেটে পড়তে পারো।

উগো। ও, এই ব্যাপার। এই তাহলে সব। আমার যোগ্যতা শুধু ঐটুকু কাজের বলে তোমরা ভাবো?

লুই। তুমি রাজী নও?

উগো। না, মোটেই না। আমি তোমাদের হাতের পুতুল হতে রাজী নই। জানোইতো, আমাদের এই বুদ্ধিজীবী অ্যানার্কিস্টদের কিছু দেমাক আছে। যে কোনো কাজ দিলেই কিছু আমরা নিই না।

ওলগা। উগো।

উগো। এখন আমার কথাটা শোনো। আমার প্রস্তাব হোলো এই। কোনো যোগাযোগ নয়, কোনো গুপ্তচর নয়।। সমস্ত কাজ আমি একলা হাসিল করব।

লুই। তুমি?

উগো। হ্যাঁ।

লুই। আনাড়ির পক্ষে কাজটা একটু বেশি রকমের কঠিন।

উগো। তোমার খুনে তিনজন হয়তো ওদ্যরের-এর দেহরক্ষীদের সামনে পড়ে যাবে---তারা সহজেই মারা পড়তে পারে। আমি যদি তার সেক্রেটারি হই আর যদি তার বিশ্বাস পাই, দিনের মধ্যে অনেক সময়ই তার সঙ্গে একা থাকার সুযোগ পাবো।

লুই। (ইতস্তত করে) আমি কিন্তু....

ওলগা। লুই।

লুই। বলো?

ওলগা। (নরম সুরে) ওকে বিশ্বাস কর। বেচারি একটা কিছু করার জন্যে ছট্‌ফট করছে। ও তোমাকে কিছুতেই বসিয়ে দেবে না।

লুই। তুমি ওর জামিন হচ্ছ?

ওলগা। নিশ্চয়।

লুই। তাহলে বেশ। এখন শোন...

(দূরে বিস্ফোরণের ভোঁতা আওয়াজ শোনা যায়।)...

ওলগা। কাজ হাসিল করেছে।

লুই। আলোগুলো নিভিয়ে দাও। উগো, জানালা খুলে দাও।

(তারা আলো নিভিয়ে জানালা খুলে দেয়। অনেক দূরে আগুনের আভা দেখা যায়।)

ওলগা। চমৎকার জ্বলছে। চমৎকার। খাসা, যেন উৎসবের আগুন। ও তাহলে কাজটা ঠিকমতোই হাসিল করেছে।

(তারা সবাই জানালায় এসে দাঁড়ায়।)

উগো। হ্যাঁ, ঠিকমতোই কাজটা হাসিল করেছে। সপ্তাহ শেষ হবার আগে তোমরা দু'জনে এখানে এসে এমনিতর দাঁড়াবে এমনিতর এক রাতে সংবাদের অপেক্ষা করবে। তোমরা উদ্বিগ্ন হয়ে আমার কথা বলবে, আমি তোমাদের কাছে দরকারি লোক হয়ে উঠবো। তোমরা ভাববে, কাজটা ও কতখানি গোছাতে পারলো? তারপর টেলিফোন বেজে উঠবে, কিংবা হয়তো' কেউ দরজায় কড়া নাড়বে, আর এখন যেমন হাসছো তেমনি হেসে তোমরা বললে: "ও কাজটা ঠিক মতোই হাসিল করেছে ..."

**যবনিকা**

## তৃতীয় অঙ্ক

(ওদ্যরের-এর বাগানবাড়ীর মধ্যে একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ ছোট্ট বাড়ী। একটা বিছানা, কয়েকটা কাবার্ড, আর হাতলওয়ালা কেদারা। আসবাবপত্রের ওপরে মেয়েদের নানা পোশাক-পরিচ্ছদ ইতস্তত ছড়ানো। বিছানাটা একরাশ স্যুটকেসের নিচে চাপা পড়েছে।

যেসিকা বাক্স-প্যাঁটরা খুলছে। জানলা দিয়ে একবার বাইরে দেখে, তারপর এককোণে দাঁড় করানো "এইচ. বি" আদ্যক্ষর লেখা একটা বন্ধ স্যুটকেসের কাছে যায়, সেটা টেনে নামায়, জানালা দিয়ে বাইরে আর একবার দেখে নেয়, তারপর কাবার্ডে ঝোলানো ছেলেদের একটা স্যুটের কাছে যায়। পকেট হাতড়ে দেখে, তাথেকে চাবি নেয়। তারপর দ্রুত স্যুটকেসটা হাতড়ে তা থেকে কিছু একটা বার করে দর্শকদের দিকে পেছন ফিরে সেটা দেখে। আবার জানালার দিকে চায়। তারপর তাড়াতাড়ি স্যুটকেসটা বন্ধ করে চাবিটা জ্যাকেটের পকেটে রেখে দেয়। হাতে যে জিনিসগুলো ছিল তাড়াতাড়ি তোষকের নিচে লুকিয়ে ফেলে। উগো ঢোকে।)

উগো। ভেবেছিলাম, শেষ বুঝি আর হবে না। আমি যে এতক্ষণ ছিলাম না, খুব একঘেয়ে লাগছিল?

যেসিকা। ভয়ানক।

উগো। কি করছিলে?

যেসিকা। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

উগো। ঘুমিয়ে পড়লে আবার একঘেয়ে লাগবে কি করে?

যেসিকা। স্বপ্ন দেখলাম যে সময় আর কিছুতেই কাটছে না, তাই

উঠে পড়লাম। তাইত বাক্স খুলতে লেগে গেছি। (বিছানা আসবাবপত্রের ওপরে এলোমেলো ছড়ানো কাপড়-জামার স্তূপের দিকে দেখায়।)

উগো। তাইতো দেখছি।

যেসিকা। কি রকম লোকটা?

উগো। কে?

যেসিকা। ওদ্যরের।

উগো। ওদ্যরের? আর পাঁচ জনেরই মতো।

যেসিকা। বয়েস কত?

উগো। দু'বয়সের মাঝামাঝি।

যেসিকা। কোন দুই?

উগো। বিশ আর ষাট।

যেসিকা। লম্বা না বেঁটে?

উগো। মাঝামাঝি।

যেসিকা। কোনো বিশেষ চিহ্ন আছে?

উগো। একটা গভীর কাটার দাগ, একটা কাঁচের চোখ, আর একটা পরচুলো।

যেসিকা। কি ভয়ানক।

উগো। সত্যি বলছি। লোকটার কোনো বিশেষ চিহ্ন নেই।

যেসিকা। চালাকি করছো, না? আমাকে খ্যাপানো হচ্ছে। ভালো করেই জানো তাকে বর্ণনা করার সাধ্যি তোমার নেই।

উগো। খুব আছে।

যেসিকা। না, নেই। কি রং-এর চোখ·বলো তো।

উগো। পাঁশুটে।

যেসিকা। বেচারী মৌমাছি, তোমার ধারণা সব মানুষেরই চোখের রং পাঁশুটে। মানুষের নীল চোখ হয়, বাদামী চোখ হয়, সবুজ চোখ হয়, কালো চোখ হয়। অনেকের আবার ফিকে বেগুনি রঙের চোখ পর্যন্ত থাকে।। বলোতো, আমার চোখ কি রঙের? (চট্ করে হাত দিয়ে নিজের চোখ দুটো ঢেকে) দেখোনা কিন্তু।

উগো। দুটি রেশমী নরম নীড়, দুটি বিকল্প ফুলবন, দুটি চন্দ্রলোকের সফরী।

যেসিকা। আমি বলছি রঙের কথা।

উগো। নীল।

যেসিকা। তুমি দেখে নিয়েছো।

উগো। মোটেই না। তুমিই তো আমাকে সকালে বলেছো।

যেসিকা। বোকা কোথাকার। (কাছ ঘেঁষে) উগো, ভালো করে ভেবে মনে করতো, ওর কি গোঁফ আছে?

উগো। না। (থেমে, একটু পরে জোরের সঙ্গে) আমি নিঃসন্দেহ, ওর গোঁফ নেই।

যেসিকা। (বিষণ্ণভাবে) যদি তোমার কথা বিশ্বাস করতে পারতাম।

উগো। (খুব ভেবে নিয়ে, জোরে) ও একটা ফুট্‌কি ফুট্‌কি মারা টাই পরেছিল।

যেসিকা। ফুট্‌কি মারা?

উগো। ফুট্‌কি দেওয়া।

যেসিকা। যাঃ

উগো। ঐ যে...এই রকমের (বো-টাই বাঁধার ভঙ্গি করে) ...বুঝলে না?

যেসিকা। ধরা পড়ে গেছ, এবার ধরা পড়ে গেছ। ও যতক্ষণ তোমার সঙ্গে কথা বলছিল তুমি শুধু ওর টাইয়ের দিকে চেয়েছিলে। উগো --- ও নিশ্চয়ই তোমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিল।

উগো। মোটেই না।

যেসিকা। নিশ্চয়ই ভয় পাইয়ে দিয়েছিল।

উগো। ও ভয় পাওয়াবার মতো লোকই না।

যেসিকা। তাহলে ওর টাই-এর দিকে চেয়েছিলে কেন?

উগো। ও যাতে ভয় না পায় তারই জন্যে।

যেসিকা। বুঝেছি। আচ্ছা, মৌমাছি, তাহলে তাই। আমি একবার ওকে একনজরে দেখে নিই। তারপর ও কেমন দেখতে যদি জানতে ইচ্ছে করে, তাহলে শুধু একবার আমাকে জিজ্ঞেস কোরো। ও কি বললে?

উগো। আমি ওকে বললাম, আমার বাবা টোস্ক্ কয়লাখনির ভাইস-প্রেসিডেণ্ট। আমি পার্টিতে যোগ দেবার পরে ঝগড়া করে চলে এসেছি।

যেসিকা। ও কি বললো?

উগো। খুব ভালো।

যেসিকা। তারপরে?

উগো। আমি ওকে খোলাখুলিই বললাম যে, আমি ডক্টরেট পরীক্ষায় পাশ করেছি। তবে এটাও বুঝিয়ে দিলাম যে, আমি মোটেই বুদ্ধিসর্বস্ব নই---সেক্রেটারি হিসাবে নকলনবিশি করতে আমার একটুও সংকোচ নেই। বোঝালাম যে, হুকুম মানা আর নিয়মের কড়াকড়ি মতো চলাকে আমি আত্মসম্মানের ব্যাপার বলেই মনে করি।

যেসিকা। তাতে সে কি বললো?

উগো। খুব ভালো।

যেসিকা। এতেই দুঘণ্টা লেগে গেল?

উগো। মাঝে মাঝে থামতে হয়েছে তো।

যেসিকা। তুমি নিজে অন্যদের কি বলেছো সে কথাই খালি আমাকে বলো, অন্যরা তোমাকে কি বলে তা-তো কখনো বলো না।

উগো। আমার ধারণা অন্যলোকের চাইতে আমার কথায় তোমার আগ্রহ বেশি।

যেসিকা। তা-তো বটেই, সোনা। কিন্তু তোমাকে যে আমি জানি। অন্যদের যে আমি জানি না।

উগো। তুমি কি ওদ্যরেরকে জানতে চাও?

যেসিকা। আমি সকলকেই জানতে চাই।

উগো। হুঁ! ও নিতান্ত বাজে ধরনের লোক।

যেসিকা। তুমি কি করে জানলে? তুমি তো ওর দিকে চাওইনি।

উগো। ফুট্‌কিমারা টাই শুধু বাজে লোকেরাই পরতে পারে।

যেসিকা। গ্রীকসাম্রাজ্ঞীরা তাদের বর্বর সেনাপতিদের সঙ্গে ঘুমোত।

উগো। গ্রীসে কোনো সাম্রাজ্ঞী ছিল না।

যেসিকা। বাইজান্‌টিয়ামে তো ছিল।

উগো। বাইজান্‌টিয়ামে গ্রীক সাম্রাজ্ঞী আর বর্বর সেনাপতি ছিল বটে, কিন্তু তারা একসঙ্গে কি করতো তার কোনো বিবরণ লেখা নেই।

যেসিকা। তাছাড়া আবার কি করতো? (একটু থেমে) ও তোমায় জিজ্ঞেস করলো না আমি কেমন দেখতে?

উগো। না।

যেসিকা। জিজ্ঞেস করলেও তুমি তো কিছু বলতে পারতে না। তুমি জানোই না।

উগো। না। তাছাড়া ওর জন্যে মাথাঘামানোর সময় এখন ফুরিয়ে এসেছে।

যেসিকা। কেন?

উগো। মুখ বন্ধ রাখতে পারবে?

যেসিকা। দু'হাত দিয়ে রাখবো।

উগো। ও মরতে চলেছে।

যেসিকা। কেন, অসুখ করেছে?

উগো। না, ওকে আততায়ীর হাতে মরতে হবে। সব রাজনৈতিক নেতাদের যেমন হয়।

যেসিকা। ও। (থেমে) তাহলে তোমার কি হবে মৌমাছি? তুমিও কি রাজনৈতিক লোক?

উগো। নিশ্চয়।

যেসিকা। তাহলে রাজনৈতিক লোকের বিধবা কি করবে?

উগো। স্বামীর দলে যোগ দিয়ে তার অসমাপ্ত কাজ চালিয়ে যাবে।

যেসিকা। ও বাবাঃ। আমি বরং তার কবরের ওপরে আত্মহত্যা করবো।

উগো। সে আজকাল আর কোথাও হয় না, এক মালাবারে ছাড়া।

যেসিকা। বেশ, তাহলে শোনো আমি কি করবো। আমি তখন একজন-একজন করে তোমার প্রত্যেক আততায়ীর কাছে যাবো। তাদের আমি পাগলের মতো আমার প্রেমে

পড়াবো। তারপর যখন তারা ভাববে আমার দুঃখী আর দেমাকী মনে এবার তারা বুঝি সান্ত্বনা দিতে পারে, তখন তাদের বুকে আমি একটা ছোরা আমূল বসিয়ে দেবো।

উগো। কোনটাতে তোমার বেশি মজা লাগবে? তাদের খুন করতে, না তাদের ফুসলাতে?

যেসিকা। তুমি একটা নিরেট অসভ্য।

উগো। আমি তো ভেবেছিলাম বাজে লোকই তোমার পছন্দ। (যেসিকা জবাব দেয় না) আমরা খেলছি কি খেলছি না?

যেসিকা। আমরা মোটেই এখন খেলছি না। বাক্স-প্যাঁটরা খুলতে দাও।

উগো। ও এখন থাকগে।

যেসিকা। অন্যগুলো খোলা হয়ে গেছে। তোমারটা শুধু বাকি। চাবির গোছাটা দাও।

উগো। তোমায় দিলাম যে।

যেসিকা। (দৃশ্যের গোড়ায় যে স্যুটকেসটা খুলেছিল সেটা দেখিয়ে) ঐটের দাওনি।

উগো। ওটা আমি নিজে খুলবো।

যেসিকা। মানিক, এটা তোমার কাজ নয়।

উগো। এ আবার তোমার কাজ কবে থেকে হোলো? তুমি কি এখন গেরস্থালি খেলা খেলছ নাকি?

যেসিকা। তুমি যে বিপ্লবী-বিপ্লবী খেলছ।

উগো। বিপ্লবীদের গেরস্থ বউয়ে কোনো দরকার নেই।

যেসিকা। বিপ্লবীদের যে কালো চুলওয়ালি মাদী নেকড়ে বেশি

পছন্দ। তোমার ওলগা সখীর মতো।

উগো। হিংসে?

যেসিকা। ইচ্ছে করছে। ও খেলা কখনো খেলিনি। খেলবে?

উগো। তোমার যদি ভালো লাগে।

যেসিকা। বেশ। চাবিটা দাও।

উগো। কখনো না।

যেসিকা। ও স্যুটকেসে কি আছে?

উগো। ভয়ানক লজ্জার সে গুপ্তকথা।

যেসিকা। কি গুপ্তকথা?

উগো। আমি আমার বাবার ছেলে নই।

যেসিকা। মৌমাছি, তাহলে তো তোমার খুব মজাই হয়। কিন্তু সে অসম্ভব। তোমার বাবার সঙ্গে তোমার চেহারার মিল বড্ড বেশি।

উগো। মিথ্যে কথা! আচ্ছা যেসিকা, তোমার সত্যিই মনে হয় আমি বাবার মতো?

যেসিকা। আমরা খেলছি কি খেলছি না?

উগো। খেলছি।

যেসিকা। স্যুটকেসটা খোলো।

উগো। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি কিছুতেই খুলবো না।

যেসিকা। ওটা নিশ্চয়ই তোমার প্রণয়িনীর চিঠিতে ঠাসা—নয়তো ফোটোতে। খোলো বলছি।

উগো। কখনো না।

যেসিকা। খোলো, খোলো কিন্তু।

উগো। না, না, না।

যেসিকা। তুমি কি খেলছো?

উগো। হ্যাঁ।

যেসিকা। বেশ। তাহলে এবার আব্বা। আমি এখন আর খেলছি না। এবারে খোলো।

উগো। আব্বা নেই। আমি খুলবো না।

যেসিকা। না খুললে। আমি জানি ওতে কি আছে।

উগো। কি?

যেসিকা। এই...এটা...(তোষকের নিচে থেকে কিছু বার করে। তারপর নিজের হাত-দুটো উগোর পিছনে নিয়ে একতাড়া ফোটো নেড়ে দেখায়) এগুলো!

উগো। যেসিকা।

যেসিকা। (বিজয়িনীর মতো) তোমার নীল স্যুটে চাবি ছিল।। আমি জানি তোমার প্রণয়িনী, রাজকন্যা, সাম্রাজ্ঞীটি কে? আমিও না, তোমার নেকড়ে মেয়েও না---তোমার প্রেমিক তুমি নিজে, সোনা, তুমি নিজে। বাক্সে তোমার নিজের বারোখানা ফোটো ছিল!

উগো। ফিরিয়ে দাও।

যেসিকা। তোমার ঘুমঘুম ছেলেবেলার বারোখানা ছবি। তিন বছরের, ছ'বছরের, আট, দশ, বারো আর ষোল বছরের। তোমার বাবা তোমাকে বাড়ী হতে তাড়িয়ে দেবার সময়ে এগুলো নিয়ে এসেছিলে। এরা তোমার সঙ্গে-সঙ্গে সব জায়গায় ঘুরছে। নিজেকে কি ভালোটাই না বালো!

উগো। যেসিকা, আমি কিন্তু এখন খেলছি না।

যেসিকা। ছ'বছর বয়েসে খুব শক্ত কলার পরতে। তোমার রোগা ছোট্ট গলায় নিশ্চয় খুব লাগতো। বো-টাই, মখমলের স্যুট -পরনে। ছোট্ট টুকটুকে বিচক্ষণ বাচ্চা।

উগো। (এতক্ষণ চুপচাপ ছেড়ে দেওয়ার ভান করছিল, হঠাৎ যেসিকার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে) পাজি শয়তান মেয়ে! দিয়ে দাও, দিয়ে দাও বলছি।

যেসিকা। এই, ছেড়ে দাও! (দু'জনে জড়াজড়ি করে বিছানায় পড়ে) এই, এই, দু'জনেই মারা যাবো যে।

উগো। ওগুলো দিয়ে দাও আগে।

যেসিকা। বলছি হঠাৎ ছুটে যেতে পারে! (উগো উঠে পড়ে। যেসিকা তার পেছনে লুকিয়ে রাখা রিভলবারটা দেখিয়ে) আমি বাক্সে এটাও পেয়েছি।

উগো। দিয়ে দাও আমাকে।

(রিভলবারটা তার হাত হতে নিয়ে নেয়। ঝোলানো স্যুটের কাছে গিয়ে চাবিটা বার করে, স্যুটকেস খুলে রিভলবারের সঙ্গে ফোটোগুলো তুলে রেখে দেয়। কিছুক্ষণ চুপচাপ)।

যেসিকা। ও রিভলবার কিসের জন্যে?

উগো। আমি সব সময়ে একটা সঙ্গে রাখি।

যেসিকা। মিথ্যে কথা। এখানে আসার আগে তোমার কাছে কোনোদিন রিভলবার ছিল না। কেন এটা সঙ্গে রেখেছো?

উগো। জানতে চাও?

যেসিকা। হ্যাঁ, কিন্তু সত্যি করে বলো। তোমার জীবন থেকে আমাকে সরিয়ে রাখার কোনো অধিকার তোমার নেই।

উগো। কাউকে বলবে না?

যেসিকা। কাউকে না।

উগো। আমি এখানে ওদ্যরেরকে খুন করতে এসেছি।

যেসিকা। তুমি সত্যি অসহ্য, উগো। বললাম না যে, মোটেই এখন খেলা করছি না।

উগো। হাঃ! হাঃ! আমি খেলা করছি? না, সত্যি-সত্যি বলছি? রহস্য.... যেসিকা, তুমি খুনীর বউ হবে!

যেসিকা। তুমি তাকে কেন খুন করতে চাও? তুমি তাকে চেনো না পর্যন্ত।

উগো। যাতে আমার বউ আমাকে খানিকটা গুরুত্ব দেয়।

যেসিকা। আমি তোমাকে পূজো করবো, লুকিয়ে রাখবো, খাবার এনে খাওয়াবো; তোমার গুপ্ত জায়গায় তোমাকে দেখাশোনা করব। আর যখন শেষটায় প্রতিবেশীরা আমাদের ধরিয়ে দেবে তখন বন্দুকওয়ালা পুলিশদের ভেতর দিয়ে ছুটে গিয়ে তোমাকে বুকে জড়িয়ে পাগলের মতো চেঁচিয়ে বলবো— "আমি তোমাকে ভালোবাসি..."

উগো। এখন বলো।

যেসিকা। কি?

উগো। তুমি আমাকে ভালোবাসো।

যেসিকা। আমি তোমাকে ভালোবাসি।

উগো। ঠিক করে বলো।

যেসিকা। আমি তোমাকে ভালোবাসি।

উগো। ও ঠিক করে হোলো না।

যেসিকা। হোলো কি তোমার? খেলছ কি?

উগো। না, খেলছি না।

যেসিকা। তবে আমাকে অমন করে বলছো কেন? অমন তো তুমি করো না।

উগো। কি জানি। ভাবতে ভালো লাগে তুমি আমাকে ভালোবাসো। এ আমার অধিকার, তাই না? তাহলে বলো সেকথা। ভালো করে, সত্যি করে।

যেসিকা। তোমাকে ভালোবাসি। তোমাকে ভালোবাসি। না। তোমাকে ভালোবাসি। ধুৎ, চুলোয় যাও। তুমি কেমন করে বলতে শুনি?

উগো। আমি তোমাকে ভালোবাসি।

যেসিকা। দেখলে তো। তুমিও কিছু আমার চাইতে ভালো করে বলতে পারো না।

উগো। যেসিকা, তোমাকে এইমাত্র যা বললাম বিশ্বাস হোলো না?

যেসিকা। তুমি আমাকে ভালোবাসো?

উগো। আমি ওদ্যরের-কে খুন করতে এসেছি।

যেসিকা। নিশ্চয়, আমি খুব বিশ্বাস করি।

উগো। যেসিকা, বোঝার চেষ্টা করো। একটু গুরুত্ব দাও।

যেসিকা। কেন গুরুত্ব দেবো?

উগো। সব সময়েই কি খেলা যায়?

যেসিকা। আমার গুরুগম্ভীর হতে ভালো লাগে না। তবু চেষ্টা করছি। না হয় গম্ভীর হবার খেলাই খেলছি।

উগো। আমার চোখে চোখ রাখো। না, হেসো না। শোনো। ওদ্যরের সম্বন্ধে যা বললাম তা সত্যি। পার্টি আমাকে পাঠিয়েছে।

যেসিকা। আমি তা জানতাম। আগে কেন বলোনি?

উগো। তাহলে তুমি হয়তো আমার সঙ্গে আসতে চাইতে না।

যেসিকা। কেন? এ তোমার ব্যাপার। এতে আমার কি?

উগো। কাজটা তো তেমন সুবিধের নয়।....লোকটাকে বেশ কঠিন মাল বলে মনে হচ্ছে।

যেসিকা। আমরা ওকে ক্লোরোফর্ম করে কামানের মুখে বেঁধে দেবো।

উগো। যেসিকা! আমি কথাটায় গুরুত্ব দিচ্ছি।

যেসিকা। আমিও তো দিচ্ছি।

উগো। না, তুমি গুরুত্ব দেওয়ার ভান করছো। নিজেই তো বললে।

যেসিকা। না, তুমি তাই বলেছো।

উগো। আমাকে বিশ্বাস করো। লক্ষ্মীটি, আমাকে বিশ্বাস করো।

যেসিকা। আমি সত্যিই গুরুত্ব দিচ্ছি একথা যদি তুমি বিশ্বাস করো তবেই আমি তোমাকে বিশ্বাস করবো।

উগো। বেশ। আমি তোমাকে বিশ্বাস করছি।

যেসিকা। না, তুমি বিশ্বাস করবার ভান করছো।

উগো। যেসিকা.... (দরজায় ঠক্ ঠক্ শব্দ) ভেতরে এসো।

(যেসিকা দর্শকদের দিকে পেছন করে স্যুটকেসের সামনে দাঁড়ায়। উগো দরজা খোলে। স্লিক এবং জর্জ মৃদু হাসতে-হাসতে ঢোকে। তাদের কোমরে পিস্তল-বন্দুক। চুপচাপ।)

জর্জ। এই যে।

উগো। কি?

জর্জ। তোমাদের সাহায্য করতে এলাম।

উগো। কি ব্যাপারে?

স্লিক। বাক্স বিছানা খুলতে।

যেসিকা। তোমরা তো বড্ড ভালো-লোক। কিন্তু এ আমি নিজেই করে নিতে পারবো।

স্লিক। (চেয়ারের ওপর থেকে একটা সায়া তুলে নিয়ে সামনে ধরে) এগুলো মাঝখানে ভাঁজ করতে হয়, তাই না?

তারপর মাথা গলিয়ে নিচের দিকে নামিয়ে দাও?

জর্জ। স্লিক, রেখে দে এক্ষুনি। মগজে বদ্ মতলব ঢুকিয়ে দিতে পারে। (যেসিকাকে) দেখুন, ওকে মাপ করবেন। আমরা ছ'মাস হোলো একটা মেয়েমানুষের মুখ পর্যন্ত দেখিনি।

স্লিক। কেমন যে দেখতে তা পর্যন্ত মনে করতে পারি না। (দু'জনে যেসিকার দিকে চায়।)

যেসিকা। তা, এখন মনে পড়ছে?

জর্জ। আজ্ঞে। একটু একটু করে।

যেসিকা। গ্রামে কি মেয়ে-টেয়ে নেই নাকি?

স্লিক। থাকতে পারে। আমরা এখান থেকে বেরোই না।

জর্জ। আগের সেক্রেটারি রোজ রাতে দেয়াল টপকাতো। একদিন সকালে দেখি একটা পুকুরে মাথা গুঁজে পড়ে আছে। বুড়োকর্তা তাই ঠিক করলো এবারকার সেক্রেটারি বউ সঙ্গে করে আনবে। মানে, যাতে ঘরে বসেই আরাম করতে পারে।

যেসিকা। ভারি বিবেচনা তো।

স্লিক। আমাদেরও যে একটু আরাম দরকার সে বিবেচনা তো দেখি না।

যেসিকা। কি আশ্চর্য! কিন্তু কেন?

জর্জ। কর্তা বলে যে আমাদের বুনো রাখা দরকার।

উগো। এরা ওদ্যরের-এর দেহরক্ষী।

যেসিকা। কি জানো, আমিও এটুকু আন্দাজ করেছিলাম।

স্লিক। (বন্দুক দেখিয়ে) এটার জন্যে?

যেসিকা। ওটার জন্যেও বটে।

জর্জ। তাবলে মনে কোরো না যে, আমরা একাজে পেশাদার। আমি নিজে আসলে নল বসাবার মিস্ত্রী। এটা পার্টির জন্যে বিশেষ কাজ বলে করছি।

স্লিক। আমাদের দেখে ভয় পাওনি তো, কি বলো?

যেসিকা। মোটেই না। তবে কি জানো, আমার মনে হয় তোমাদের ও সাঁজোয়া হাতিয়ারগুলো খুলে রাখলেই ভালো হয়। ওই কোণে রেখে দাও না।

জর্জ। অসম্ভব।

স্লিক। তা হয় না।

যেসিকা। ঘুমোবার সময়ও কি ওগুলো খুলে রাখো না?

জর্জ। আজ্ঞে না।

উগো। আমি যখন ওদ্যরের-এর সঙ্গে দেখা করতে যাই ওরা আগাগোড়া পথ আমার পিঠে ওদের বন্দুকের মাথা দিয়ে ঠেলতে-ঠেলতে নিয়ে গিয়েছিল।

জর্জ। (হেসে ওঠে) আমরা ঐ রকম।

স্লিক। (হেসে ওঠে) ওর একটু পা ফস্‌কালেই তুমি এতক্ষণে বিধবা! (সবাই হেসে ওঠে।)

যেসিকা। তোমাদের কর্তা নিশ্চয়ই খুব ভয় পেয়েছে।

স্লিক। ভয় পাবে কেন, তবে বেমক্কা খতম হওয়া তাঁর ইচ্ছা নয়।

যেসিকা। তাকে খুন করবে কেন?

স্লিক। তা আমি জানবো কি করে? আমি শুধু জানি, কেউ তাকে মারার মতলব করছে। দিন পনের হবে তার দোস্তরা এসে তাকে সাবধান করে গেছে।

যেসিকা। ভারি রোমাঞ্চকর ব্যাপার তো!

স্লিক। আমরা পাহারায় আছি, ব্যস্। কিছু না, ক'দিনেই তোমাদের অভ্যেস হোয়ে যাবে। এমন কিছু চোখে পড়ার মতো নয়। (ঘরের মধ্যে ঔদাসীন্যের ভান করে তারা ঘুরে-ঘুরে দেখতে থাকে। কাবার্ডের কাছে গিয়ে সেটা খুলে উগোর স্যুটটা টেনে বার করে) বাঃ, খুব জোর একখানা পোশাক! পোকা ধরেনি তো?

(ঝাড়বার ভান করে পকেটগুলো টিপে দেখে, তারপর কাবার্ডে আবার রেখে দেয়। যেসিকা আর উগো পরস্পরের দিকে তাকায়।)

যেসিকা। আমরা সবাই বসছি না কেন?

স্লিক। না, না, ধন্যবাদ।

যেসিকা। আমি বসলে আপত্তি আছে? (সে আর উগো বসে পড়ে)

স্লিক। (জানালার কাছে গিয়ে) বাইরেটা চমৎকার দেখতে।

জর্জ। আরামের জায়গা।

স্লিক। খাসা, কোনো গোলমাল নেই।

জর্জ। বিছানাটা দেখেছো? কত-বড়! তিনজনের শোয়ার মতো।

স্লিক। চারজনের। নতুন বিয়ের জোড়-শুতে বেশি জায়গা নেয় না।

জর্জ। কত জায়গা নষ্ট দেখ তো---আর অন্যদের কিনা শুতে হয় মেঝের ওপর।

স্লিক। এই, চোপরও---শেষে রাতে এরই স্বপ্ন দেখি আর কি!

যেসিকা। তোমাদের শোয়ার বিছানা আছে?

জর্জ। (স্লিককে দেখিয়ে) ও অফিসের সতরঞ্চির ওপরে শুয়ে ঘুমোয়---আর আমি বুড়ো কর্তার ঘরের বাইরে বারান্দায় ঘুমোই।

যেসিকা। খুব অসুবিধা হয় না?

জর্জ। তোমার কর্তার হোলে অসুবিধে হোতো---ও নরম ধাতের মানুষ। আমাদের পক্ষে ওই ঠিক। মুশকিল কি, আমাদের নিজেদের বলে কোনো জায়গা নেই। বাগানটা ব্যামোর আড়ৎ, তাই হলঘরেই আমাদের সময় কাটাতে হয়।

(জর্জ নিচু হয়ে খাটের নিচে দেখে।)

উগো। কি খুঁজছো ওখানে?

জর্জ। ইঁদুর। (উঠে পড়ে)

উগো। একটাও দেখতে পেলে?

জর্জ। না।

উগো। ভালোই হয়েছে। (চুপচাপ)

যেসিকা। তোমরা তাহলে তোমাদের কর্তাকে একা রেখে এসেছো? অনেকক্ষণ তাকে ছেড়ে থাকলে যদি তার কোনো বিপদ ঘটে?

স্লিক। তার সঙ্গে লেঅঁ আছে। (টেলিফোন দেখিয়ে) কিছু ঘটলে সব সময়ই ফোন করতে পারে।

(চুপচাপ। উগো উঠে পড়ে, তার মুখ উত্তেজনায় ফ্যাকাশে, যেসিকাও উঠে পড়ে। উগো দরজার কাছে গিয়ে দরজাটা খোলে।)

উগো। যখন খুশি হয় এসো মাঝে-মাঝে। এখানে সব সময়ই তোমরা স্বাগত।

স্লিক। (দরজার কাছে ধীর পায় গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে) আমরা যাচ্ছি। এই এক মিনিট। ছোট্ট একটা লোকদেখানো কাজ চুকে গেলেই যাবো।

উগো। কি লোকদেখানো কাজ?

স্লিক। ঘরটা তল্লাশি করতে হবে।

উগো। না।

জর্জ। না?

উগো। মোটেই তা করতে পাবে না।

স্লিক। আহা, মেজাজ গরম করো কেন? এটা হুকুম।

উগো। কার হুকুম?

স্লিক। ওদ্যরের-এর।

উগো। ওদ্যরের আমার ঘর তল্লাশি করার জন্যে হুকুম দিয়েছে?

জর্জ। আচ্ছা, তুমি তো একটা মাথাওলা মানুষ, তবে এমন বোকার মতো করছ কেন? আমরা খবর পেয়েছি দু'দশ দিনের মধ্যেই এখানে কেউ বন্দুক দাগার চেষ্টা করতে পারে। তুমিই বলো এরপর কি আমরা কাউকে ভালো করে তল্লাশি না করে এখানে আসতে দিতে পারি? কে বলতে পারে যে তুমিই-বা তোমার কোনো খোপে খাপে দু'চারটে হাতবোমা কি আগুনবাজী সাফাই করে আনোনি। অবশ্যি তোমাকে দেখলে সে ধরনের আদমি মালুম হয় না।

উগো। আমার কথার সিধে জবাব দাও। ওদ্যরের কি স্পষ্ট করে আমার জিনিসপত্র তল্লাশি করার হুকুম দিয়েছে?

স্লিক। (জর্জকে) স্পষ্ট করে?

জর্জ। স্পষ্ট করে।

স্লিক। এখানে আমাদের হাতের মধ্যে দিয়ে চোলাই না হয়ে কেউ আসতে পারে না। এই হুকুম।

উগো। আমি খানাতল্লাশি হতে রাজী নই। আমাকে বাদ দিয়ে তোমাদের হুকুম চলবে। এই শেষ কথা।

জর্জ। তুমি কি পার্টির লোক নও?

উগো। নিশ্চয়।

জর্জ। তাহলে তারা কি শিখিয়েছে তোমাকে? হুকুম যে কি জিনিস তা কি জানো না?

উগো। তোমরা যেটুকু জানো আমিও সেটুকু জানি।

স্লিক। আর হুকুম একবার দেওয়া হলে সে হুকুম যে তোমাকে মানতেই হবে, তা জানো না?

উগো। জানি বই-কি।

স্লিক। তবে?

উগো। আমি হুকুম মানি, কিন্তু আমার আত্মসম্মান আছে। আমাকে নিয়ে রগড় করার জন্যে কোনো বেয়াক্কেল হুকুম দেওয়া হলে, তা আমি মানতে রাজী নই।

স্লিক। শুনলি জর্জ, হ্যাঁরে তোর আত্মসম্মান আছে নাকি?

জর্জ। মনে তো হয় না? তোর?

স্লিক। ওসব আত্মসম্মান-টম্মান হতে হলে আগে কমপক্ষে সেক্রেটারি হতে হয়।

উগো। কি হাঁদারাম তোমরা! কেন বুঝতে পারছো না? আমি যে পার্টিতে এসেছিলাম সে তো সব মানুষ একদিন নিজেকে সম্মান করার অধিকার পাবে এই বিশ্বাসে। সে সেক্রেটারি কিনা তাতে কি আসে যায়।

জর্জ। স্লিক, ওকে শিগ্‌গির চুপ করা, নইলে আমি কিন্তু কেঁদে ফেলবো। মাথাওলা মশাই, আমরা অন্য ধাতের মানুষ। আমরা পার্টিতে এসেছিলাম না-খেয়ে না-খেয়ে পেটে চড়া পড়ে গিয়েছিল বলে।

স্লিক। যাতে একদিন আমাদের মতো দুনিয়ার সব শালা বেজন্মা পেট ভরে খেতে পায়।

জর্জ। স্লিক, বাজে কথা রাখো। ঐটে দিয়ে শুরু করা যাক্।

উগো। আমার কোনো জিনিস তোমরা ছোঁবে না।

স্লিক। তাই নাকি মাথাওলা মশাই? তা আটকাবে কেমন করে?

উগো। আমার কোনো জিনিস যদি ছোঁও আমরা আজ রাতেই তাহলে এখান থেকে চলে যাবো। ওদ্যরের কে নতুন সেক্রেটারি খুঁজে নিতে পারে।

জর্জ। ভয় দেখাচ্ছ? তোমার মতো সেক্রেটারি হামেশাই আনাতে পারি।

উগো। বেশ, ভয় না হয় খানাতল্লাশি করে দেখ।

(জর্জ মাথা চুলকোয়। যেসিকা সমস্তক্ষণ ধীরভাবে বসেছিল। এখন ওদের কাছে যায়।)

যেসিকা। তা, ওদ্যরেরকে একবার ফোন করে দেখ না।

স্লিক। ওদ্যরের কে?

যেসিকা। তোমাদের কি করা উচিত তার কাছে জানতে পারবে।

(জর্জ আর স্লিক চোখে-চোখে পরামর্শ করে নেয়।)

জর্জ। তা, অবিশ্যি করা যায়। (টেলিফোনের রিসিভার তুলে) হ্যালো, লেঅঁ? বুড়ো কর্তাকে বলো যে আধখ্যাপাটা আমাদের কাজ করতে দিচ্ছে না। গরম গরম বুক্‌নি ঝাড়ছে। (স্লিককে) কর্তার কাছে জানতে গেছে।

স্লিক। বেশ, তবে আমিও তোকে বলে রাখছি জর্জ, বুড়ো কর্তাকে আমি খুবই ভালোবাসি, কিন্তু তাবলে এই বেজম্মা বড়লোকের বাচ্চাটার জন্যে কর্তা যদি নিয়ম ভাঙ্গতে বলে—ভাবোতো, এখানে কাউকে চোলাই না করে ঢুকতে দিইনে, ডাক-পিওনকে পর্যন্ত ঝেড়ে দেখি—না, তাহলে এই রইল আমার কাজ।

জর্জ। আমারও সেই কথা। হয় আমরা এ-ঘর খানাতল্লাশি

করবো, নয়ত আমরা একাজে ইস্তফা দিলাম।

স্লিক। হতে পারে আমার আত্মসম্মান নেই, তবু অন্যদের মতো আমারও একটা অভিমান আছে।

উগো। হয়তো কমরেড দাদা তোমার কথাই ঠিক, তবু স্বয়ং ওদ্যরের যদি নিজে এসেও তল্লাশির হুকুম দেয় আমি তার পাঁচ মিনিট পরেই এ বাড়ী ছেড়ে চলে যাবো।

(ওদ্যরের ঘরে ঢোকে।)

ওদ্যরের। কি ব্যাপার? (স্লিক এক-পা পিছিয়ে যায়।)

স্লিক। ও আমাদের তল্লাশি করতে দিচ্ছে না।

ওদ্যরের। দিচ্ছে না?

উগো। ওদের যদি তল্লাশি করতে দাও, আমি চলে যাবো। ব্যস্।

ওদ্যরের। তাই বুঝি।

জর্জ। আমাদের যদি ওকে তল্লাশি করতে না দাও আমরা চললুম।

ওদ্যরের। বোসো তোমরা। (তারা গজ-গজ করতে করতে বসে) হ্যাঁ, দেখো উগো, কোনো লোকদেখানো নিয়ম নেই এখানে। আমরা এখানে সবাই বন্ধু। সবাই সবাইকে তুমি বলি। তুমিও আমাকে তুমি বোলো।

(চেয়ারের ওপর থেকে একটা কাঁচুলি ও একজোড়া মোজা তুলে নিয়ে বিছানায় রাখতে যায়।)

যেসিকা। ধন্যবাদ। (তার হাত হতে সেগুলো নিয়ে পুঁটুলি পাকিয়ে নিজের জায়গা থেকে না নড়ে বিছানার ওপরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।)

ওদ্যরের। তোমার নাম কি?

যেসিকা। মেয়েদেরও আপনি তুমি বলেন?

ওদ্যরের। হ্যাঁ।

যেসিকা। আমার নাম যেসিকা।

ওদ্যরের। (তার দিকে তাকিয়ে) আমি ভেবেছিলাম তুমি দেখতে কুশ্রী হবে।

যেসিকা। আমি দুঃখিত।

ওদ্যরের। (তাকিয়ে দেখে) হ্যাঁ, দুঃখেরই কথা।

যেসিকা। তুমি কি চাও আমার মাথাটা কামিয়ে ফেলি।

ওদ্যরের। না। (চোখ না নামিয়ে) ওরা কি তোমাকে নিয়ে ঝগড়া করছিল?

যেসিকা। না, এখনো করেনি।

ওদ্যরের। তা যেন করতেও দিও না। (একটা হাতলওয়ালা কেদারায় বসে।) দেখ, এই যে খানাতল্লাশি, এতে কিছুই আসে যায় না।

স্লিক। আমরা.....

ওদ্যরের। একেবারেই কিছু আসে যায় না। ওসব কথা পরে হবে। (স্লিককে) ও কী করেছে? কী ওর অপরাধ? ওর পোশাক-আশাক বড্ড বেশি ভালো? কেতাবি কায়দায় কথা বলে।

স্লিক। ওর আমাদের চামড়াই আলাদা।

ওদ্যরের। পোশাক-আশাকের মতোই চামড়ার ফারাক আমরা বাইরে রেখে এসেছি। (তাদের দিকে চেয়ে) তোমরা শুরু করেছো বেয়াড়াভাবে—আর (উগোকে) তুমি ওদের চেয়ে কমজোর বলেই এমন মেজাজ গরম করেছো। (স্লিক এবং জর্জকে) তোমাদের সকালে

মেজাজ ভালো ছিল না, তাই ওর ওপরে তার শোধ তুলছিলে। এরপর ওর সঙ্গে নানারকম চালাকি মস্করা শুরু করবে, আর হপ্তা না কাটতেই ওকে যখন চিঠি লেখার জন্যে আমার দরকার তোমরা এসে খবর দেবে যে, পুকুরের মধ্যে ওর লাশ পাওয়া গেছে।

উগো। আমি পারলে তা আর হতে দিচ্ছি না....

ওদ্যরের। এ তোমার পারা না-পারার ব্যাপার নয়। আমি বলে রাখছি, অবস্থা যেন এমনতর না গড়ায়। এক সঙ্গে চারজন মানুষ থাকতে হলে, হয় তাদের পরস্পর মানিয়ে নিতে হয়, আর না হয় এ-ওর গলা কাটবে। তোমাদের এ-ওর সঙ্গে মানিয়ে চলতে হবে, বুঝলে।

জর্জ। (ভারিক্কি গলায়) মানুষের ভালো লাগা না-লাগার ওপরে তো আর কোনো হাত নেই।

ওদ্যরের। (জোর দিয়ে) নিশ্চয় আছে। বিশেষত যখন তার ওপরে কাজের ভার রয়েছে—তাও আবার সেকাজ একই পার্টির কর্মীদের সঙ্গে।

জর্জ। আমরা এক পার্টির লোক নই।

ওদ্যরের। (উগোকে) তুমি কি আমাদের একজন নও?

উগো। নিশ্চয়।

ওদ্যরের। তবে?

স্লিক। আমরা এক পার্টির হতে পারি, কিন্তু এক কারণে আমরা পার্টিতে আসিনি।

ওদ্যরের। সকলে একই কারণে পার্টিতে আসে।

স্লিক। মাফ করতে হোলো। ও পার্টিতে এসেছে গরিব লোকদের আত্মসম্মান শেখাতে।

ওদ্যরের। বাজে কথা।

জর্জ। ও নিজেই সেকথা বলেছে।

উগো। আর তুমি এসেছ পেট পুরে খেতে পাবার জন্যে। তুমি তো তাই বললে।

ওদ্যরের। তবে? তোমাদের দু'জনেই তাহলে একমত।

স্লিক। কি রকম?

ওদ্যরের। স্লিক! তুমি কি ওকে বলোনি যে, না খেয়ে থাকার কি লজ্জা? (স্লিকের দিকে ঝুঁকে জবাবের অপেক্ষা করে। স্লিক কিছু বলে না।) বলোনি যে, অনাহারে-অনাহারে আর কোনো কথা ভাবতে পর্যন্ত পারতে না বলে পাগল হয়ে উঠেছিলে? যে, কুড়ি বছরের একটা ছেলে শুধু দিনরাত পেটের কথা ছাড়া আরো অনেক কিছু ভাবতে চায়?

স্লিক। ওর সামনে সেসব কথা বলার কোনো দরকার ছিল না।

ওদ্যরের। তুমি কি ওকে এসব কথা বলনি?

স্লিক। তা থেকে কি প্রমাণ হোলো?

ওদ্যরের। তা থেকে প্রমাণ হয় যে, তুমি দু'মুঠো অন্ন চেয়েছিলে বটে, কিন্তু তার সঙ্গে আরো কিছু চেয়েছিলে। ওর কাছে তারই নাম আত্মসম্মান। ও কী শব্দ ব্যবহার করেছে তা নিয়ে রাগ করো না। প্রত্যেকেরই নিজের খুশিমতো কথা কইবার অধিকার আছে।

স্লিক। আমি যা চেয়েছিলাম তার নাম মোটেই সম্মান নয়।ওর মুখে আত্মসম্মানের কথা শুনে আমার সারা গা রি-রি করে উঠল। ওর মাথার মধ্যে যেকথা আসে তাই ও ব্যবহার করে—ও সবকিছু ওর মাথা দিয়ে ভাবে।

উগো। তা অন্য কি দিয়ে ভাবব, বলে দাও।

স্লিক। ওটা যখন খসে পড়বে, মাথাওলা মশাই, তখন আর মাথা দিয়ে ভাবতে হবে না। সত্যি বটে, আমি চেয়েছিলাম, এই দিনরাত পেটের ভাবনা থামুক, ভগবান, হ্যাঁ একটু ক্ষণের জন্যে, শুধু একটু ক্ষণের জন্যেও যাতে অন্য কিছুর কথা ভাবতে পারি। নিজের কথা ছাড়া আর যে-কোনো কিছু ভাবনা। কিন্তু তার নাম আত্মসম্মান নয়। সত্যিকারের ক্ষিধে কাকে বলে তা পর্যন্ত কোনোদিন জানলে না, অথচ এসেছ আমাদের কাছে নীতিকথা আওড়াতে। এ যেন সেই মস্ত-মস্ত পরিবারের গিন্নিদের মত। আমার মা যখন মদ খেয়ে বেহুঁস হ'য়ে পড়ে থাকতো, তখন তারা সব মাকে দেখতে আসত আর বলাবলি করত, মাগীটার একটু আত্মসম্মান নেই।

উগো। মিথ্যে কথা।

জর্জ। জীবনে কোনোদিন সত্যিকার ক্ষিধে কাকে বলে তা টের পেয়েছ? সেই যারা খাবার আগে হেঁটে নিয়ে ক্ষিদে তৈরী করে তুমি তো তাদের জাতের লোক।

উগো। এই একবার, তাগড়াই কমরেড, এই একবার তুমি খাঁটি কথা বলেছো। ক্ষিদে-পাওয়া কি জিনিস তা আমি সত্যিই জানিনে। যদি দেখতে বাচ্চা বয়সে কত সালসা সঞ্জীবনীই না খেয়েছি! প্রত্যেকবার খাওয়ার শেষে অর্ধেক খাবার থালায় ফেলে রাখতুম—কি অপচয়! ওরা তাই আমার মুখটা জোর করে খুলে ধরে এইটে বাবার জন্যে, এইটে মার জন্যে, আর এটা আনা পিসির জন্যে বলে চামচে শুদ্ধ খাবার আমার গলার মধ্যে

ঢুকিয়ে দিত। তাতে কি হোলো জানো? আমি বাড়তে লাগলাম, কিন্তু গায়ে একটুও চর্বি লাগল না। তখন ওরা কশাইখানা থেকে তাজা রক্ত এনে আমাকে খাওয়াতে শুরু করল। আমার গায়ের রং একেবারে ফ্যাকাসে ছিল কিনা। সেই থেকে আজ পর্যন্ত আমি আর মাংস খাইনি। প্রত্যেক রাতে আমার বাবা বলত "ছেলেটার মোটে ক্ষিদেই হয় না...।" প্রত্যেক রাত —ভাবতে পারো? "খা, উগো, খা, না খেলে যে অসুখ করবে।" আমাকে নিয়মিত কডলিভার তেল খাওয়াতো —বিলাসের একেবারে চরম। যখন রাস্তার কত লোক এক টুকরো মাংসের জন্যে নিজেদের বিক্রি করতে পর্যন্ত রাজী তখন আমাকে ক্ষিদে পাওয়ানোর জন্যে ওষুধ খাওয়ানো হোতো। আমার জানালা থেকে পথের সেই লোকদের দেখতাম — "আমাদের রুটি দাও" এই নিশান ঘাড়ে নিয়ে তারা পথ দিয়ে চলেছে। আর তখন আমাকে এসে খাবার টেবিলে বসতে হোতো। খা, উগো, খা। এক গেরাস রাতের চৌকিদারের জন্যে (সে তখন ধর্মঘট করছে); এক গেরাস সেই বুড়ির জন্যে, ছাই গাদা থেকে যে খুঁটে খায়; আর এক গেরাস ঠ্যাংভাঙ্গা ছুতোর বুড়োর নামে। বাড়ী ছাড়লুম। যোগ দিলুম পার্টিতে। কিন্তু সেখানেও শুধু সেই কথাই বারবার শুনি : "সত্যিকারের ক্ষিদে কি তাই তুমি জানো না উগো, তুমি কেন মাথা গলাও? তুমি কি করে বুঝবে? তুমি তো ক্ষিদে কি তা জানো না।" না! আমি কখনো সত্যিকারের ক্ষিদের স্বাদ পাইনি। না! কোনোদিন না! কোনোদিন না! বলতে পারো কি করলে তোমাদের এই অভিযোগ বন্ধ হবে? (চুপচাপ)

ওদ্যরের। শুনলে তো ওর কথা! বেশ, এখন বলো ওকে। বলো স্লিক, ওকে কি করতে হবে? কি তুমি চাও? একটা হাত কেটে ফেলবে? একটা চোখ উপড়ে দেবে? ওর বউকে তোমায় দিয়ে দেবে? তোমাদের ক্ষমা পেতে হলে কি দাম দিতে হবে ওকে?

স্লিক। এতে ক্ষমা করার কি আছে।

ওদ্যরের। আছে বই-কি। ও যে পার্টিতে অভাবের চাপে পড়ে আসতে পারেনি তার জন্যে।

জর্জ। আমরা তো তার জন্যে রাগ করছি না। কিন্তু আমাদের মধ্যে প্রকাণ্ড ফারাক রয়েছে। ও হোলো শখের কর্মী। ও এসেছে—আসাটা একটা মস্ত আদর্শের ব্যাপার ভেবে; আমরা এসেছি আমাদের কোনো উপায় ছিল না বলে।

ওদ্যরের। তোমার কি ধারণা ওরই কোনো উপায় ছিল? অন্যের ক্ষিদের যন্ত্রণা সহ্য করা কি খুব সহজ?

জর্জ। কত লোকই তো খাসা সহ্য করছে।

ওদ্যরের। সে তাদের কোনো অনুভূতি, কল্পনা নেই বলে। এ বেচারির বিপদ হোলো ওর সেটা বড্ড বেশি করেই আছে।

স্লিক। বেশ কথা। আমরা তো ওকে কষ্ট দিতে চাই না। সোজা কথা, আমরা ওকে পছন্দ করি না। এটুকু অধিকার নিশ্চয় আমাদের...

ওদ্যরের। অধিকার? কিসের অধিকার! তোমাদের আবার অধিকারটা কি? কিছু অধিকার নেই। "আমরা ওকে পছন্দ করিনে।" ওরে হারামজাদারা, একবার আয়নাতে নিজেদের চেহারাগুলো দেখে আয়, তারপর বুকের পাটা থাকে তো এসে ওই সব ন্যাকা-ন্যাকা পছন্দ-অপছন্দের

কথা বুঝিয়ে দিস্। মানুষের আসল যাচাই তার কাজ দিয়ে। সাবধান, আমি তোদের কাজ দিয়ে তোদের না যাচাই শুরু করি---কিছুদিন ধরে কাজকর্মে বেশ ঢিলে পড়েছে।

উগো। (চেঁচিয়ে উঠে) আমাকে বাঁচাবার চেষ্টা করতে হবে না। কে তোমাকে আমার হয়ে সাফাই গাইতে বলেছে? দেখতে পাচ্ছো না এতে কোনো লাভ নেই---এ আমার অভ্যাস হয়ে গেছে। কমরেড পাহারাদারদের চেহারা দেখেই চিনতে পেরেছিলাম। খুব কিছু মনকাড়া চেহারা তো নয়। আমার বাপ-ঠাকুর্দা, আমার আত্মীয়স্বজন, যারা চিরদিন খুশিমতো পেট ভরে খেয়ে এসেছে, ওরা তাদের পাপের জন্যে আমাকে দিয়ে প্রায়শ্চিত করাতে চায়। আমি তোমাকে বলছি আমি ওদের চিনি; ওরা কোনোদিনই আমাকে ওদের আপনার জন বলে মেনে নিতে পারবে না। ওদের মতো আরো অনেকে আমার দিকে চেয়ে ঠিক ওইভাবেই হেসেছে। আমি চেষ্টার ত্রুটি করিনি। নিজেকে নানাভাবে খাটো করেছি, ওরা যাতে আমার অতীতকে ভুলতে পারে তার জন্যে যা-কিছু করা দরকার সব করেছি। ওদের বার বার বলেছি, আমি ওদের ভালোবাসি, হিংসে করি, শ্রদ্ধা করি। কিন্তু সবই বেফায়দা! বেফায়দা! আমার বাপ যে বড়লোক, আমি যে বুদ্ধিজীবী, গতর খাটিয়ে কাজ করতে পারিনে এমনি হারামজাদা। বেশ, ওদের যা ভালো লাগে ওরা তাই ভাবুক! আর ওরা তো ঠিকই ভেবেছে। এটা চামড়ার ফারাকেরই ব্যাপার।

(স্লিক আর জর্জ পরস্পরের দিকে নিঃশব্দে তাকায়।)

ওদ্যরের। (তাদের দিকে চেয়ে) তাহলে? (স্লিক ও জর্জ দু'জনেই

অস্বস্তির সঙ্গে কাঁধ ঝাঁকি দেয়।) আমি তোমাদের সম্বন্ধে যতটা সাবধান থাকি, ওর সম্বন্ধে তার চাইতে বেশি সাবধান হব না। আমি কাউকে ছাড়ি না। ও গতর দিয়ে কাজ করতে না পারুক---আমার কাজ করতে হলে বুঝতে পারবে কি কঠিন পাল্লায় পড়েছে। (বিরক্ত হয়ে) চুলোয় যাক কথা কাটাকাটি। ঢের হয়েছে।

স্লিক। (মনস্থির করে) বেশ। (উগোকে) তবে তোমাকে যে ভালো লেগেছে একথা বলতে পারছি না। তুমি যাই বলো না কেন, আমাদের মধ্যে এমন একটা ফারাক আছে যে খাপে-খাপে কখনো মিলবে না। দোষটা তোমার তা বলছি না। আমরা তোমাকে যাচাই করে দেখিনি। তবে আমরা তোমার কাজে কোনো মুশকিল ঘটাব না। বেশ?

উগো। (মিনমিনে গলায়) বেশ। (চুপচাপ)

ওদ্যরের। (প্রশান্তভাবে) এই যে তল্লাশির ব্যাপার...

স্লিক। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তল্লাশি... মানে...

ওদ্যরের। (কড়া গলায়) তোমাকে কে জিজ্ঞেস করেছে? (গলার স্বর সহজ করে, উগোকে) দেখ ভাই, তোমাকে আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু ব্যাপারটা তুমি নিজেই একবার ভেবে দেখো। আজ যদি আমি তোমার জন্যে নিয়ম ভাঙি, কাল এরা আরেকজনের জন্যে নিয়ম ভাঙতে বলবে---আর শেষে একদিন কোনো এক হারামজাদার পকেট হাতড়াইনি বলে তার হাতবোমায় সবাই শুদ্ধু খতম হয়ে যাবে। এখনতো সবাই আমরা বন্ধু, ধরো এখন যদি ওরা ভদ্রভাবে অনুরোধ করে, তুমি কি ওদের তল্লাশি করতে দেবে?

উগো। আমি... না, দুঃখিত।

ওদ্যরের। ও। (তার দিকে চায়) আর আমি যদি অনুরোধ করি? (থেমে) বুঝেছি, তোমার আবার নীতিগত ব্যাপার আছে। আমিও এটা নীতিগত ব্যাপার করে তুলতে পারি। কিন্তু নীতি আর আমি...(থেমে) আমার দিকে চাও। তোমার কাছে কোনো অস্ত্র আছে?

উগো। না।

ওদ্যরের। তোমার স্ত্রীর কাছে?

উগো। না।

ওদ্যরের। বেশ, আমি তোমাকে বিশ্বাস করলাম। তোমরা দু'জনে যেতে পারো।

যেসিকা। দাঁড়াও। (তারা ফিরে দাঁড়ায়) উগো, বিশ্বাসের পাল্টা বিশ্বাস না করতে পারলে অন্যায় হবে।

উগো। কি?

যেসিকা। তোমরা সবকিছু তল্লাশি করতে পারো।

উগো। কিন্তু যেসিকা...

যেসিকা। না কেন? শেষে ওরা ভাববে তোমার কাছে সত্যিই বুঝি রিভলবার আছে।

উগো। নির্বোধ!

যেসিকা। তাহলে ওদের দেখতে দিচ্ছ না কেন? তোমার আত্মসম্মান তো বজায় রইল। আমরা ওদের দেখতে বলছি। (জর্জ আর স্লিক তবু দরজার গোড়ায় ইতস্তত করে।)

ওদ্যরের। কি? দাঁড়িয়ে আছ কেন? শুনলে তো ওর কথা।

স্লিক। ভাবলাম...

ওদ্যরের। ভাবতে হবে না। যা করতে বলা হয়েছে করো।

স্লিক। আচ্ছা, আচ্ছা।

জর্জ। এত সময় নষ্ট করে কি ফায়দা হোলো?

(তারা আধা অনিচ্ছার সঙ্গে তল্লাশি আরম্ভ করে। উগো যেসিকার দিকে বিমূঢ় দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।)

ওদ্যরের। (স্লিক ও জর্জকে) এ থেকে শেখো কেন অন্যদের বিশ্বাস করতে হয়। আমি সব লোককে বিশ্বাস করি। প্রত্যেককে বিশ্বাস করি। (ওরা খুঁজছে) করছোটা কি? ওরা ভালো করে তল্লাশি করতে বলেনি? তবে? ভালো করে তল্লাশি করো। স্লিক, কাবার্ডের নিচটা দেখ। এই তো। ওই স্যুটটা বার করে টিপে-টিপে দেখ।

স্লিক। দেখেছি।

ওদ্যরের। আবার দেখ। তোষকের নিচটা দেখ। এই তো, স্লিক, ভালো করে দেখে নাও। জর্জ এদিকে এসো। ওকে একবার চোলাই করে নাও। বেশি না, ওর পকেটগুলো ভালো করে টিপে-টুপে দেখ। বেশ এবারে প্যান্টের পকেট কটা। এই তো। আর রিভলবার রাখার পকেটটা। চমৎকার।

যেসিকা। আমাকে দেখবে না?

ওদ্যরের। যদি তোমার ইচ্ছে হয়। জর্জ! (জর্জ নড়ে না) কি হোলো? ওকে দেখে ঘাবড়ে গেলে নাকি?

জর্জ। না তো। ঠিক আছে।

(মুখ লাল করে যেসিকার কাছে যায়, আঙুলের ডগা দিয়ে তাকে আলতো করে ছুঁয়ে দেখে। যেসিকা হেসে ওঠে।)

যেসিকা। এ যে দেখছি একেবারে রাণীর সখির মতো ছোঁয়া।

(স্লিক ইতিমধ্যে যে স্যুটকেসে রিভলবার তাতে হাত দিয়েছে।)

স্লিক। বাক্সগুলো কি সব খালি?

উগো। (গলায় জোর এনে) হ্যাঁ।

ওদ্যরের। (তার দিকে ভালো করে তাকিয়ে) ওটাও খালি?

স্লিক। (স্যুটকেসটা তুলে) না।

উগো। ও...না, ওটা খালি নয়। তোমরা যখন ঢুকলে তখন আমি ওটা খুলতে যাচ্ছিলাম।

ওদ্যরের। ওটা খোলো। (স্লিক স্যুটকেস খুলে তন্ন-তন্ন করে দেখে।)

স্লিক। কিছু নেই।

ওদ্যরের। যাক্। তাহলে চুকে গেল। এবার যেতে পারো।

স্লিক। (উগোকে) মনে রাগ রেখো না।

উগো। না, তুমিও রেখো না।

যেসিকা। (ওরা বেরিয়ে যাচ্ছে, পেছন থেকে) আমি হলঘরে তোমাদের সঙ্গে দেখা করবোখন। (তারা চলে গেল।)

ওদ্যরের। আমি কিন্তু তুমি হলে, ওদের কাছে বেশি ঘন-ঘন যেতাম না।

যেসিকা। কেন? আমার তো মনে হয় ওরা ভারি লক্ষ্মী ছেলে। বিশেষ করে জর্জ। একেবারে ছেলেমানুষ।

ওদ্যরের। হুঁ! (তার কাছে গিয়ে) তুমি দেখতে খুবসুরৎ—এটা সত্যি। তার জন্যে তোমার লজ্জা পেতে হবে না। কিন্তু অবস্থা যা, তাতে দুটো মাত্র পথ খোলা আছে। এক হোলো, তোমার মন যদি তেমন বড় হয়, তবে তুমি আমাদের সকলের সঙ্গেই ভালো ব্যবহার করবে।

যেসিকা। আমার মন ভারি ছোট।

ওদ্যরের। আমিও তাই ভেবেছিলাম। তাছাড়া ওরা এমনিতেই

খাওয়াখায়ি করবে। এখন একমাত্র উপায় হোলো তোমার স্বামী যখন ঘরে থাকবে না, তখন দরজায় খিল দিয়ে রেখো, কারুকে খুলে দিও না। আমাকে পর্যন্ত না।

যেসিকা। বুঝেছি। তবু যদি কিছু মনে না করেন, আমি তেসরা পথ বেছে নেবো।

ওদ্যরের। যা তোমার ইচ্ছে। (তার দিকে ঝুঁকে জোরে নিঃশ্বাস নিয়ে) চমৎকার গন্ধ তো। দেখ, ছোঁড়াদের ওখানে যাবার সময় কোনো গন্ধটন্ধ মেখো না।

যেসিকা। আমি কোনো সময়েই গন্ধ মাখিনে।

ওদ্যরের। গন্ধ না মেখেই! তাহলে তো আরো বিপদ!

(ফিরে আস্তে-আস্তে ঘরের মাঝখান পর্যন্ত হেঁটে যায়, তারপর থামে। দৃশ্যের আগাগোড়া তার চোখ তীক্ষ্ণভাবে ইতস্তত দেখে নিচ্ছে, যেন কিছু একটা খুঁজছে। মাঝে মাঝে কিছুক্ষণ উগোর ওপর চোখটা রাখছে, তাকে যাচাই করে নিচ্ছে।)

বেশ, তাহলে তাই। (থেমে) তাহলে তাই। (থেমে) উগো, কাল সকালে দশটায় কাজে হাজিরা দেবে।

উগো। হ্যাঁ, জানি।

ওদ্যরের। (বিচলিতভাবে, চোখ তন্ন-তন্ন করে সব জায়গায় খুঁজছে) ভালো, ভালো, ভালো। ঠিক। সব চমৎকার। সব ভালো যার শেষ ভালো। ওখানে দাঁড়িয়ে তোমাদের দু'জনকে অদ্ভুত দেখাচ্ছে। সব ঠিক আছে। আমরা আবার সবাই বন্ধু হলাম, কেমন? সবাই সুখী... (হঠাৎ) তোমাকে, ভাই, খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে।

উগো। ও কিছু না। (ওদ্যরের খুব ভালো করে তাকে দেখে। উগো বিব্রত ভাবে খুব চেষ্টা করে বলে) এইমাত্র যে

.... যে ব্যাপারটা হোলো তার জন্যে আমি... আমি ক্ষমা চাইছি।

ওদ্যরের। (উগোর ওপর থেকে চোখ না সরিয়ে) ও, আমি এর মধ্যে ভুলে গেছি।

উগো। ভবিষ্যতে আমি আর আমার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগের কারণ ঘটতে দেবো না। আমি প্রত্যেক হুকুম অক্ষরে অক্ষরে মানবো।

ওদ্যরের। একথা তো আগেই বলেছ। সত্যি তোমার শরীর খারাপ লাগছে না? (উগো জবাব দেয় না) যদি শরীর খারাপ ঠেকে বলো, এখনো সময় আছে, আমি কমিটির কাছে তোমার জায়গায় অন্য লোক চেয়ে পাঠাতে পারি।

উগো। আমার শরীর ঠিক আছে।

ওদ্যরের। বেশ, ভালো কথা। তাহলে আমি এখন আসি। তাছাড়া তুমি বোধহয় এখন একলা থাকতে চাও। (টেবিলের কাছে গিয়ে বইগুলো দেখে) হেগেল, মার্কস্, খুব ভালো। লোরকা, এলিয়ট! নামও কখনো শুনিনি। (বইগুলোর পাতা উল্টে যায়।)

উগো। ওরা সব কবি।

ওদ্যরের। (আর একটা বই তুলে নিয়ে) কবিতা....কবিতা... আরও কবিতা। তুমি কবিতা লেখো?

উগো। ন্‌——না।

ওদ্যরের। মানে লিখতে। (টেবিলের কাছ থেকে সরে আসে। বিছানার সামনে থামে) ড্রেসিং গাউন দেখছি। নিজের তো তাহলে বেশ যত্নআত্তি করো। (তাকে একটা সিগারেট দেয়।)

উগো। (ফিরিয়ে দেয়) ধন্যবাদ।

ওদ্যরের। সিগারেট খাও না। (উগো মাথা নাড়ে) ভালো। কমিটির

কাছে শুনলাম তুমি কোনো প্রত্যক্ষ কাজে কখনো অংশ নাওনি। সত্যি?

উগো। আমার ওপরে কাগজ বার করার ভার ছিল।

ওদ্যেরের। তা শুনেছি। গত দু'মাস একটা সংখ্যাও পাইনি। তার আগেও তুমি সম্পাদক ছিলে?

উগো। হ্যাঁ।

ওদ্যেরের। বেশ ভালোভাবেই তো কাজ করছিলে। ওরা তাহলে এমন সুযোগ্য একজন সম্পাদককে শুধু আমার দরকারে ছেড়ে দিলো?

উগো। ওদের ধারণা তোমার কাজ আমি ঠিকমতো করতে পারবো।

ওদ্যেরের। ওদের খুব দয়া। কিন্তু তোমার কি ধারণা? তুমি কি তোমার আগের কাজ ছেড়ে এসে খুশি হয়েছো?

উগো। আমি....

ওদ্যেরের। কাগজটা---ওটা একরকম তোমার হাতে গড়া। তাতে অনেক ঝুঁকি ছিল, অনেক দায়িত্ব, এক হিসেবে একে তুমি প্রত্যক্ষ কাজও বলতে পারো। (উগোর দিকে চায়) আর এখন তুমি আমার সেক্রেটারি? (থেমে) কেন তুমি এসব কিছু ছেড়ে দিয়ে এলে? কেন?

উগো। আমি হুকুম তামিল করি।

ওদ্যেরের। সব সময়ে খালি হুকুমের কথা বোলো না। যারা ও ছাড়া আর কিছু বলে না, আমি তাদের সম্বন্ধে খুব সতর্ক থাকি।

উগো। নিয়ম মানতে শেখা আমার দরকার। আমার মাথায় এলোমেলো নানা প্রশ্ন যার কোনো উত্তর নেই। ঠিক

করেছি হুকুম মানাই আমার পক্ষে ভালো। খাওয়া, ঘুমোনো, হুকুম মানা।

ওদ্যরের। বুঝেছি। বোধ হয় আমরা মানিয়ে চলতে পারবো। (উগোর কাঁধের পরে হাত রেখে) শোনো... (উগো হাত ছাড়িয়ে লাফিয়ে পেছনে সরে যায়। ওদ্যরের নতুন কৌতূহল নিয়ে তাকে লক্ষ্য করে। তার গলার স্বর তীক্ষ্ন, কঠিন) অ্যাঁ? (থেমে) হা! হা!

উগো। আমি... কেউ ছুঁলে আমার বিশ্রী লাগে।

ওদ্যরের। (কঠিন দ্রুত গলায়) ওরা তোমার স্যুটকেস খোঁজার সময় তুমি ভয় পেয়েছিলে কেন?

উগো। আমি ভয় পাইনি।

ওদ্যরের। আমি বলছি তুমি ভয় পেয়েছিলে। কি আছে বাক্সে?

উগো। তোমার লোকেরা তো খুঁজে দেখেছে। কিছু পায়নি।

ওদ্যরের। কিছু নেই? দেখা যাক। (স্যুটকেসের কাছে গিয়ে সেটা খুলে) ওরা বন্দুক খুঁজছিল। স্যুটকেসে বন্দুক লুকোনো না থাকতে পারে। কিন্তু কাগজপত্রও তো থাকতে পারে।

উগো। কিংবা একেবারে ব্যক্তিগত জিনিসপত্র।

ওদ্যরের। দেখ, একটা কথা ভালো করে সমঝে নাও। যে মুহূর্ত থেকে তুমি আমার তাঁবে এসেছো তখন থেকে তোমার আর ব্যক্তিগত বলে কিছু নেই। (তার জিনিসপত্র হাতড়ে দেখে) এক রাশ শার্ট, প্যান্ট, সব আনকোরা নতুন। হাতে বেশ কিছু রেস্ত আছে বুঝি?

উগো। আমার স্ত্রীর কিছু টাকা আছে।

ওদ্যরের। আরে, এ ফটোগুলো কি? (তুলে নিয়ে দেখতে থাকে। একটু পরে) তবে এই ব্যাপার, এই ব্যাপার! (আরেকটা

ফটো দেখে) ভেলভেটের স্যুট। (আরেকটা দেখে) জাহাজী কলার, মাথায় বেরেটুপি। খাসা একখানা খুদে ভদ্দর লোক বটে।

উগো। ফটোগুলো আমাকে দিয়ে দাও।

ওদ্যরের। শ্! (ওকে সরিয়ে দিয়ে) এই তাহলে তোমার সেই একান্ত ব্যক্তিগত জিনিষপত্র। তোমার ভয় হয়েছিল ছোকরারা বুঝি ওগুলো বার করে ফেলে।

উগো। ওরা যদি ওই ছবিগুলোর ওপরে ওদের নোংরা থাবা রাখতো, ওদিকে চেয়ে হ্যা হ্যা করে হাসতো...আমি...

ওদ্যরের। যাক্, রহস্যের হদিশ মিললো। দেখলে তো, মুখে পাপের ছাপ পড়লে কি অবস্থা হয়। আমি তো নিশ্চয় ভেবেছিলাম, অন্তত একটা হাত-বোমাও তোমার কাছে লুকোন আছে। (ফটোগুলোর দিকে তাকিয়ে) তুমি বদলাওনি। ছোট্ট রোগা লিকলিকে পা দুটো... বেশ দেখতে পাচ্ছি তোমার কখনো ক্ষিদে পেত না। তুমি এত খুদে ছিলে ওরা তোমাকে চেয়ারের ওপরে দাঁড় করিয়ে দিত, আর তুমি বুকের ওপরে হাত দুটো ভাঁজ করে নেপোলিয়নের মতো জগৎ পরিদর্শন করতে। বিশেষ সুখী ছিলে দেখাচ্ছে না। না...বড়লোকের ছেলে হওয়া সব সময়েই কিছু মজার নয়। জীবনের ওটা অশুভ আরম্ভ। আচ্ছা, যদি তোমার অতীতকে চাপা দিতেই চাও তবে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে বেড়াচ্ছো কেন? (উগো অনির্দেশ্য ভঙ্গি করে) তুমি নিজেকে নিয়েই বড় বেশি ব্যস্ত।

উগো। আমি নিজেকে ভোলার জন্যে পার্টিতে এসেছিলাম।

ওদ্যরের। আর প্রতি মুহূর্তে নিজেকে মনে করিয়ে দিচ্ছ যে ভুলতে

হবে। তা বেশ। আমাদের প্রত্যেকেরই নিজের-নিজের পদ্ধতি আছে। (ফটোগুলো উগোকে ফিরিয়ে দেয়) ভালো করে লুকিয়ে রাখো। (উগো সেগুলো নিয়ে জামার ভেতর পকেটে রাখে) সকালে তাহলে দেখা হচ্ছে, উগো।

উগো। হ্যাঁ। শুভ রাত্রি।

ওদ্যরের। শুভ রাত্রি, যেসিকা।

যেসিকা। শুভ রাত্রি।

(দরজার গোড়ায় এসে ওদ্যরের ফিরে দাঁড়ায়)।

ওদ্যরের। খড়খড়িগুলো ভালো করে আটকিও আর দরজায় খিল দিয়ে শুয়ো। বাগানে কে আছে না আছে বলা যায় না। এটা হুকুম।

(চলে গেল। উগো দরজার কাছে গিয়ে খিল আঁটে, ছিটকিনি লাগায়।)

যেসিকা। ঠিক বলেছিলে। লোকটা একেবারে খেলো কিন্তু ফুট্‌কি মারা টাই ত্রে পরেনি।

উগো। রিভলবারটা কোথায়?

যেসিকা। ভারি মজা লাগল, মৌমাছি। এই প্রথম তোমাকে সত্যিকারের মানুষদের মুখোমুখি দেখলাম।

উগো। যেসিকা, রিভলবারটা কোথায়?

যেসিকা। দিলপিয়ার, তুমি এ-খেলার নিয়ম-কানুন কিচ্ছু জানো না। জানালা যে খোলাই রইলো। বাইরে থেকে দেখা যায়।

উগো। (খড়খড়ি বন্ধ করে ফিরে আসে) এখন?

যেসিকা। (বুকের কাঁচুলির ভিতর থেকে রিভলবার বার করে) তল্লাশি করার জন্যে ওদ্যরের-এর একজন মেয়েলোকও

রাখা দরকার। আমি দরখাস্ত করবো।

উগো। কখন সরালে এটাকে?

যেসিকা। তুমি যখন দুই পাহারাদারকে দরজা খুলে দিলে।

উগো। আমি ভাবলাম এবার তুমি নিজের ফাঁদে নিজেই পড়েছ।

যেসিকা। আমি? আমি আর একটু হলে ওর মুখের ওপরে হেসে ফেলতাম। "আমি তোমাকে বিশ্বাস করি। আমি সকলকে বিশ্বাস করি। এ থেকে শেখো অন্যদের কি করে বিশ্বাস করতে হয়...।" লোকটা ভেবেছে কি? ওসব বিশ্বাসের চালবাজি ছেলেদের বেলাতেই শুধু খাটে !

উগো। বটে?

যেসিকা। তুমি আর কথা বোলো না, মৌমাছি। তোমার যা একখানা অবস্থা হয়েছিল।

উগো। আমার? কখন?

যেসিকা। ও যখন বললো ও তোমাকে বিশ্বাস করে।

উগো। আমার মোটেই কিছু অবস্থা হয়নি।

যেসিকা। আলবৎ হয়েছিল!

উগো। মোটেই হয়নি।

যেসিকা। আমাকে যদি কখনো কোনো খুবসুরৎ লোকের সঙ্গে একা রেখে যাও তখন কিন্তু বোলো না ---- "আমি তোমাকে বিশ্বাস করি"---এ আমি তোমাকে আগে থেকে সাবধান করে দিচ্ছি। ওসব বললে কিছু আর তোমাকে ঠকাতে আমার আটকাবে না। অবশ্য যদি আমার ঠকাতে ইচ্ছে হয়। বরং ঠিক উল্টোটাই হবে।

উগো। এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। আমি চোখ বুজে চলে যাবো।

যেসিকা। তুমি কি ভেবেছ ওই সব মস্ত-মস্ত ভাবের কথা বলে আমাকে আটকাবে?

উগো। না গো, হিমকন্যে, না। তোমার বরফের হিমেই আমার আসল ভরসা। সবচেয়ে টগবগে রক্ত প্রণয়ীর আঙ্গুলও তোমার ও-হিমে জমে যাবে। সে যদি তোমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে একটু গরম করে তুলতে যায়, তুমি তার দু'হাতের ফাঁক দিয়ে গলে পড়বে।

যেসিকা। বোকা কোথাকার। আমি মোটেই এখন খেলছি না। (অল্প একটু থেমে) খুব ভয় পেয়েছিলে?

উগো। এখন? না। মনে হয় না। ওরা তল্লাশি করছিল, আমি দেখছিলাম আর ভাবছিলাম, এ একটা খেলা। আমার কাছে কোনো কিছুই খুব সত্যি বলে মনে হয় না।

যেসিকা। আমাকেও না?

উগো। তুমি? (খানিকক্ষণ তার দিকে চেয়ে থাকে, তারপর মুখ ঘুরিয়ে নেয়) আচ্ছা বলো তো, তুমিও কি ভয় পেয়েছিলে?

যেসিকা। হ্যাঁ, যখন বুঝলাম যে, ওরা আমাকেও তল্লাশি করবে। আমি জানতাম, জর্জ আমাকে তেমন ছোঁবে না, কিন্তু স্লিক আমার সব জামা কাপড় খুলে দেখতো। রিভলবারটা পাবে বলে নয়, ওর ঐ হাত দিয়ে আমার শরীর ঘাঁটবে ভাবতে ভয় করছিল।

উগো। এ ব্যাপারে তোমাকে টেনে আনা আমার উচিত হয়নি।

যেসিকা। ওকথা মনেও এনো না। আমি কবে থেকে একটু রোমাঞ্চের আশায় বসে আছি।

উগো। যেসিকা, এ মোটেই খেলা নয়। ও ভয়ানক মানুষ।

যেসিকা। ভয়ানক? কার কাছে?

উগো। পার্টির কাছে।

যেসিকা। পার্টির কাছে? আমি ভেবেছিলাম ও বুঝি পার্টির নেতা।

উগো। ও নেতাদের একজন। সেই জন্যেই তো...

যেসিকা। থাক্, বোঝাতে হবে না। আমি তোমার কথা মেনে নিচ্ছি।

উগো। কি মেনে নিচ্ছ?

যেসিকা। (মুখস্থ বলার মতো করে) আমি বিশ্বাস করি ও লোকটা পার্টির পক্ষে ভয়ানক, একে সাবাড় করতে হবে, আর তুমি তারই জন্যে এসেছ ...

উগো। চুপ্! (থেমে) আমার দিকে চাও। এক এক সময় আমার মনে হয়, তুমি শুধু আমাকে বিশ্বাস করার ভান করছ, সত্যি করে তুমি আমাকে বিশ্বাস করো না। অন্য সময়ে মনে হয়, তুমি আমাকে সত্যি বিশ্বাস করো---কিন্তু ভান করো বিশ্বাস না করার। কোনটা সত্যি বলো তো?

যেসিকা। (হেসে ওঠে) কোনোটাই সত্যি নয়।

উগো। (তার দিকে তাকিয়ে) যদি তোমার মনটা পড়তে পারতাম...

যেসিকা। চেষ্টা করো।

উগো। (কাঁধ ঝাঁকি দিয়ে) ফুঃ! (থেমে) ঈশ্বর, আমি একটা মানুষকে খুন করতে যাচ্ছি। কোথায় সেই ভাবনা একটা পাথরের মতো আমার বুকে ভার হয়ে থাকবে, একটা বিরাট নীরবতায় ভরে যাবে আমার মাথা। (চেঁচিয়ে) স্তব্ধ হও! (থেমে) লোকটার শরীর কি নীরেট দেখেছ? কি রকম প্রাণের শক্তিতে ভরপুর। (থেমে) সত্যি! সত্যি! একথা সত্যি! আমি সত্যিই ওকে খুন করতে যাচ্ছি--- এক সপ্তাহের মধ্যেই পাঁচটা বন্দুকের গুলি

শরীরে নিয়ে ও মাটিতে পড়ে থাকবে। (থেমে) কি একখানা কাণ্ড!

যেসিকা। (হাসতে শুরু করে) বেচারি ছোট্ট মৌমাছি আমার, তুমি যদি সত্যিই আমাকে বিশ্বাস করাতে চাও যে তুমি খুনে, তাহলে সেটা আগে নিজেকেই বিশ্বাস করিয়ে নাও।

উগো। তোমার মনে হচ্ছে না যে আমি নিজে সেকথা বিশ্বাস করি?

যেসিকা। একটুও না। তুমি তোমার পার্ট খুব খারাপ অভিনয় করছো।

উগো। আমি মোটেই অভিনয় করছি না, যেসিকা।

যেসিকা। তুমি আলবৎ অভিনয় করছ। তাছাড়া তুমি ওকে খুনই বা করবে কি করে? রিভলবার তো আমার কাছে।

উগো। ওটা আমাকে ফিরিয়ে দাও।

যেসিকা। না, কখনো না, কখনো না। আমি ওটা জিতে পেয়েছি। আমি না হলে ওটা তো এতক্ষণে খোয়া যেত।

উগো। দাও বলছি।

যেসিকা। উঁহু, আমি দেবো না। আমি ওদ্যরের কাছে যাবো। গিয়ে বলবো, দেখ, আমি তোমাকে খুশি করার জন্যে এসেছি। আর সে যখন আমায় চুমু খেতে থাকবে...

(উগো ভান করছিল যেন হাল ছেড়ে দিয়েছে। এখন হঠাৎ ওর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা বিছানায় পড়ে মারামারি, চেঁচামেচি, হাসাহাসি করতে থাকে। শেষটায় পর্দা পড়তে-পড়তে উগো রিভলবারটা ছিনিয়ে নেয়। যেসিকা চেঁচিয়ে ওঠে।)

এই, এই, সাবধান, গুলি ছুটে যাবে!

**যবনিকা**

## চতুর্থ অঙ্ক

(ওদ্যরের-এর অফিস। ঘরে আসবাবপত্র সামান্য, কোনো বাহুল্য নেই, কিন্তু স্বাচ্ছন্দ্য আছে। ডানধারে একটা ডেস্ক। ঘরের মাঝখানে বই কাগজপত্রে ভর্তি কার্পেটমোড়া টেবিল, কার্পেটটা মাটি পর্যন্ত এসে পড়েছে। পাশে বাঁ-ধারে কোনাকুনিভাবে একটা জানালা, তা দিয়ে বাগানের গাছপালা দেখা যায়। পেছনে ডান-ধারে একটা দরজা। দরজার বাঁদিকে গ্যাসচুল্লিওয়ালা একটা রান্নার টেবিল। তার ওপরে একটা কফির পাত্র চাপানো। এদিক ওদিকে কয়েকটা চেয়ার। ঘরে একা উগো। ডেস্কের কাছে গিয়ে ওদ্যরের-এর কলমটা তুলে নিয়ে দেখে। তারপর গ্যাসচুল্লির কাছে গিয়ে শিস্ দিতে-দিতে কফির পাত্রটা তুলে দেখে। নিঃসাড়ে ঘরে ঢোকে যেসিকা। সময় অপরাহ্ন।)

যেসিকা। কি করছ?

উগো। (চট্ করে কফির পাত্রটা নামিয়ে রেখে) যেসিকা, তোমাকে না অফিসে আসতে মানা করা হয়েছে।

যেসিকা। কফির পাত্রটা নিয়ে কি করছিলে?

উগো। তুমি এখানে কেন এসেছ?

যেসিকা। মেরী জান, তোমাকে দেখতে এলাম।

উগো। বেশ, দেখা তো হয়েছে। এখন জলদি ভাগো। ওদ্যরের এক্ষুনি এসে পড়বে।

যেসিকা। তোমাকে না দেখে বড্ড একঘেয়ে লাগছিল, মৌমাছি।

উগো। এখন আমার খেলার সময় নেই যেসিকা।

যেসিকা। (চারিদিকে তাকিয়ে) ঠিক। তুমি এর কিছুই ঠিকমতো গুছিয়ে বলতে পারোনি। ছেলেবেলায় বাবার পড়ার ঘরে যেমন তামাকের বাসিগন্ধ নাকে লাগতো, ঠিক তেমনি এখানে। কোন ঘরের গন্ধ কিরকম, তা গুছিয়ে বলা এমন কিছু কঠিন নয়।

উগো। কথা শোনো...

যেসিকা। দাঁড়াও। (নিজের জ্যাকেটের পকেট হাতড়ে কিছু একটা বার করতে-করতে) এটা তোমাকে দিতে এসেছিলাম।

উগো। কি দিতে?

যেসিকা। (পকেট থেকে রিভলবারটা বার করে উগোর দিকে এগিয়ে দিয়ে) এই এটা! তুমি ভুলে গেছলে।

উগো। আমি মোটেই ভুলিনি। আমি কখনো ওটা সঙ্গে নিয়ে ঘুরি না।

যেসিকা। ঠিক তাই। তোমার কখনো ওটা সঙ্গে না নিয়ে থাকা ঠিক নয়।

উগো। যেসিকা, তুমি বুঝছো না। আমি তোমাকে বার বার বলেছি, তুমি এখানে আসবে না। যদি খেলতে চাও, স্টুডিও রয়েছে, বাগান রয়েছে।

যেসিকা। উগো, তুমি এমন ভাব দেখাচ্ছ যেন আমি ছ'বছরের খুকি।

উগো। সেটা কার দোষ? না, একেবারে অসহ্য করে তুলেছো। তুমি আমার দিকে না হেসে তাকাতে পর্যন্ত পারো না। আমাদের দু'জনেরই বয়েস যখন পঞ্চাশের কোঠায় পড়বে, তখন খাসা দেখাবে। এ আমাদের ছাড়তেই হবে। এ শুধু অভ্যেসের ব্যাপার, বদ-অভ্যেস। দু'জনকেই এ অভ্যেস ছাড়তে হবে। বুঝতে পারলে?

যেসিকা। হ্যাঁ, পারলাম।

উগো। তাহলে অন্তত চেষ্টা তো করো।

যেসিকা। আচ্ছা।

উগো। ভালো। তাহলে প্রথমে এটা নিয়ে চলে যাও।

যেসিকা। সে আমি পারবো না।

উগো। যেসিকা!

যেসিকা। এটা তোমার, এটা তোমাকেই নিতে হবে।

উগো। বললাম না, ওটাতে আমার কোনো দরকার নেই।

যেসিকা। তাহলে এটা নিয়ে আমি কি করবো?

উগো। আমি কি জানি। যা ইচ্ছে করোগে।

যেসিকা। তোমার কি ইচ্ছে, তোমার বউ বাকি সমস্ত দিন একটা রিভলবার পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়াক?

উগো। ঘরে ফিরে ওটা আমার স্যুটকেসে তুলে রেখে দাও।

যেসিকা। আমি এখন ঘরে ফিরতে চাই না। তুমি ভয়ানক স্বার্থপর।

উগো। তা এটা এখানে না আনলেই তো পারতে।

যেসিকা। আর তুমি এটা সঙ্গে আনতে না ভুললেই তো পারতে।

উগো। বলছি না আমি মোটেই ভুলিনি।

যেসিকা। ভোলো নি বুঝি? তবে কি তোমার কাজের নকশা পাল্টে গেছে?

উগো। চুপ।

যেসিকা। হ্যাঁ কি না? তুমি কি ওকে...

উগো। শ্! হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। কিন্তু আজ না...

যেসিকা। উগো, আমার মানিক, আজ নয় কেন উগো? আমার

যে বড্ড একঘেয়ে লাগছে। আমাকে যত গল্পের বই দিয়েছিলে, সব পড়া হয়ে গেছে। তাছাড়া, সারাদিন হারেমের বাঁদিদের মতো বিছানায় পড়ে থাকতে আমার ভালো লাগে না। তাহলে যে বিশ্রী রকমের মোটা হয়ে যাবো। তা দেরি করছ কেন?

উগো। তোমার সঙ্গে কথা বলাও অসম্ভব। তুমি সব সময়ই খালি খেলার তালে আছ।

যেসিকা। খেলা তুমিই করছ মশাই। আমাকে ঘাবড়ে দেবার জন্যে দশ দিন ধরে খুব ভাবভঙ্গি করে বেড়াচ্ছ, অথচ লোকটা এদিকে দিব্যি বেঁচে রয়েছে। এ যদি খেলা হয়, তবে সে-খেলার মেয়াদ বেশ একটু অতিরিক্ত রকমের লম্বা হয়ে যাচ্ছে। পাছে কেউ শুনে ফেলে তাই সব সময়ে দু'জনে ফিস-ফিস করে কথা বলি। আর সব সময়ে আমাকে তোমার খেয়ালখুশি মতো চলতে হয়, যেন তুমি পোয়াতি বউ।

উগো। তুমি ভালো করেই জানো যে এ মোটেই খেলা নয়।

যেসিকা। (নীরস গলায়) তাহলে তো আরো খারাপ। যারা মন ঠিক করার পরও সেইমতো কাজ করে না, আমি তাদের ঘেন্না করি। আমাকে যদি তোমার কথা বিশ্বাস করাতে চাও, তাহলে কাজটা আজই চুকিয়ে ফেলতে হবে।

উগো। আজ সুবিধে নেই।

যেসিকা। (সাধারণ গলায়) দেখলে তো।

উগো। না, তুমি আমাকে পাগল করে ছাড়বে। আজ কয়েকজন লোক ওর সঙ্গে দেখা করতে আসছে। বুঝলে?

যেসিকা। ক'জন?

উগো। দু'জন।

যেসিকা। তাদেরও ঐ সঙ্গে সাবাড় করে দাও।

উগো। অন্যরা যখন মোটেই খেলার মেজাজে নেই, তখন যে মানুষ তাদের সঙ্গে খেলা করার আবদার ধরে, তার মতে বে-আক্কেলে কেউ নেই। আমি তো তোমার কাছে কোনো সাহায্য চাইনে; শুধু দোহাই তোমার, আমার কাজে বাগড়া দিও না।

যেসিকা। ভালো কথা, ভালো কথা। আমাকে যখন তোমার জীবন থেকে আলাদা করে রাখতেই চাও, তখন তোমার যা ইচ্ছে, তাই করো। কিন্তু তোমার রিভলবারটা বাপু; তুমি নিয়ে নাও। আর বেশিক্ষণ পকেটে রাখলে আমার পকেট বেঢপ হয়ে যাবে।

উগো। আচ্ছা, নিলে পরে তুমি চলে যাবে?

যেসিকা। নাও তো আগে।

উগো। (রিভলবারটা নিয়ে নিজের পকেটে রাখে) এখন যাও।

যেসিকা। এই এক মিনিট। আমি বুঝি আমার স্বামীর কাজের জায়গাটা একটু দেখতে পারি না। (ওদ্যরের-এর ডেস্কের পেছনে গিয়ে) এখানে কে বসে? তুমি না ও?

উগো। (অনিচ্ছার সঙ্গে) ও বসে। (টেবিল দেখিয়ে) আমি ওখানে বসে কাজ করি।

যেসিকা। (কথায় কান না দিয়ে) এটা কি ওর হাতের লেখা? (ডেস্ক থেকে একটা কাগজ তুলে নেয়)

উগো। হ্যাঁ।

যেসিকা। (খুব কৌতূহলের সঙ্গে) সত্যি?

উগো। রেখে দাও ওটা।

যেসিকা। দেখেছ ওর হাতের লেখাটা কেমন ওপর দিকে উঠেছে? আর অক্ষরগুলো মোটেই জোড়েনি?

উগো। তাতে কি হোলো?

যেসিকা। তাতে কি হোলো? এর গুরুত্ব নেই?

উগো। কিসের গুরুত্ব?

যেসিকা। ওর চরিত্র বুঝতে। যাকে খুন করতে যাচ্ছো, তার চরিত্রটা বুঝে নিতে ক্ষতি কি? দেখ, প্রত্যেক শব্দের পরে কত ফাঁক! মনে হয়, যেন প্রত্যেকটা অক্ষর এক-একটা ছোট্ট দ্বীপ-- আর শব্দগুলো এক-একটা দ্বীপপুঞ্জ। নিশ্চয়ই এর একটা মানে আছে।

উগো। কি মানে?

যেসিকা। আমি কি তা জানি! কি মুশকিল! ওর ছেলেবেলার সব স্মৃতি, যে মেয়েলোকের সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল, ও কিভাবে প্রেম করে, সব এখানে লেখা রয়েছে। অথচ আমি তা পড়তে জানি না।.....আচ্ছা উগো, হাতের লেখা দেখে চরিত্র পড়ার বই একটা কেনো না। আমার মনে হচ্ছে, ওদিকে আমার ক্ষমতা আছে।

উগো। তুমি যদি এক্ষুনি চলে যাও, তাহলে কিনে দেবো।

যেসিকা। ওটা পিয়ানোর টুল, তাই না?

উগো। হ্যাঁ, ওটা পিয়ানোর টুল।

যেসিকা। (টুলে বসে বোঁ-করে একপাক ঘুরে নিয়ে) বেশ আরামের তো। তাহলে এইখানে ও বসে। ও বসে, তামাক টানে, কথা বলে, ছোট্ট টুলে মাঝে-মাঝে একবার বোঁ-করে পাক খেয়ে নেয়....

উগো। হ্যাঁ।

যেসিকা। (ডেস্কের পরে রাখা একটা মদের কারাফ থেকে ঢাকাটা খুলে নিয়ে গন্ধ শুঁকে।) ওকি মদ খায় নাকি?

উগো। একেবারে পাঁড়।

যেসিকা। কাজ করার সময়ে?

উগো। হ্যাঁ।

যেসিকা। কখনো মাতাল হয় না?

উগো। না।

যেসিকা। তুমি নিশ্চয়ই ও বললেও মদ খাও না। তোমার তো ওসব সয় না।

উগো। দিদি সাজতে হবে না। আমি জানি, আমি মদ খেতে, তামাক টানতে পারি না। কি গরম, কি স্যাঁতসেঁতে, কি খড়ের গন্ধ, কোনো কিছুই আমার সহ্য হয় না।

যেসিকা। (আস্তে আস্তে) ও এখানে বসে, কথা বলে, তামাক টানে, মদ খায়, বোঁ-করে পাক খায়...

উগো। হ্যাঁ, আর আমি...

যেসিকা। (গ্যাসের চুল্লিটাকে দেখিয়ে) ওটা কি? ও কি ওর নিজের রান্না নিজে রাঁধে নাকি?

উগো। হ্যাঁ।

যেসিকা। (হাসিতে ফেটে পড়ে) কেন? আমি যখন তোমার জন্যে রাঁধি ওর জন্যেও রাঁধতে পারি। ওতো আমাদের সঙ্গে খেতে পারে।

উগো। তুমি ওর মতো ভাল রাঁধতে পারো না। তাছাড়া, আমার মনে হয় এটা ওর ভালো লাগে। সকালে ও আমাদের জন্যে কফি বানায়। খুব চমৎকার, কালোবাজার থেকে কেনা কফি....

যেসিকা। (কফির পাত্রটা দেখিয়ে) ওটাতে?

উগো। হ্যাঁ।

যেসিকা। আমি যখন এলাম, তখন কি তুমি ওটাই হাতে নিয়েছিলে?

উগো। হ্যাঁ।

যেসিকা। কেন তুলেছিলে ওটা? কি খুঁজছিলে ওর মধ্যে?

উগো। কি জানি। (থেমে) ও যখন ওটা ছোঁয়, তখন কিন্তু ওটাকে সত্যি জিনিস মনে হয়। (পাত্রটা তুলে ধরে) ও যা কিছুই ছোঁয়, তাই সত্যি লাগে! ও কফি ঢালে, আমি খাই, চেয়ে-চেয়ে দেখি ও খাচ্ছে—আর বেশ বুঝতে পারি, সত্যিকারের যে কফির স্বাদ, সে শুধু ওরই মুখে। (থেমে) সেই সত্যিকারের স্বাদ মুছে যাবে। সত্যিকারের উত্তাপ, সত্যিকারের আলো। শুধু এটা ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। (কফির পাত্রের দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।)

যেসিকা। মানে?

উগো। (হাত দিয়ে সমস্ত ঘরটা দেখিয়ে) এই সবকিছু, আমার মতো মিথ্যে। (কফির পাত্রটা নামিয়ে রাখে) আমি একটা বানানো জগতে বাস করছি। (নিজের ভাবনার মধ্যে ডুবে যায়।)

যেসিকা। উগো।

উগো। (চমকে) অ্যাঁ!

যেসিকা। ও মারা গেলে তামাকের এই বাসি গন্ধও মিলিয়ে যাবে। এই ঘরে আর কোনো গন্ধই থাকবে না। (উগো কাঁধ ঝাঁকি দেয়) (হঠাৎ) ওকে মেরো না।

উগো। তাহলে বিশ্বাস হোলো যে আমি ওকে খুন করবো? উত্তর দাও। বিশ্বাস হয়েছে?

যেসিকা। জানিনা। এখানে সব কি রকম শান্ত। তাছাড়া, ঘরের গন্ধটা ঠিক আমার ছেলেবেলাকার বাড়ীর মতো।... কিছুই হবে না! কিছু হতে পারে না। তুমি শুধু আমাকে ক্ষ্যাপাচ্ছ।

উগো। এই, ও এসে গেছে। শিগ্‌গির জানালা দিয়ে বেরিয়ে যাও। (টেনে বার করে দেবার চেষ্টা করে।)

যেসিকা। (বাধা দিয়ে) তোমরা দু'জনে যখন একা থাকো, তখন তোমাদের কেমন লাগে দেখবো।

উগো। (টানতে-টানতে) এই তাড়াতাড়ি।

যেসিকা। (চট্ করে) বাড়ীতে আমি টেবিলের নিচে লুকিয়ে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাবার কাজ করা দেখতাম।

(উগো বাঁহাত দিয়ে জানালাটা খোলে। যেসিকা ঝট্ করে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে টেবিলের নিচে লুকোয়। ওদ্যরের ঘরে ঢোকে।)

ওদ্যরের। ওখানে কি করছো?

যেসিকা। লুকিয়েছি।

ওদ্যরের। কেন?

যেসিকা। আমি না থাকলে তোমাদের কেমন দেখায়, তাই দেখতে।

ওদ্যরের। বেশ, দেখা তো হয়েছে। (উগোকে) ওকে কে আসতে দিয়েছে?

উগো। আমি জানিনা।

ওদ্যরের। ও তোমার স্ত্রী। সামলে রাখতে পারো না?

যেসিকা। বেচারি ছোট্ট মৌমাছি, ও ভাবছে তুমি বুঝি আমার স্বামী।

ওদ্যারের। নয় বুঝি?

যেসিকা। ও'ত আমার ছোট্ট খোকনভাই।

ওদ্যারের। (উগোকে) তোমাকে বিশেষ মানে না দেখছি।

উগো। না।

ওদ্যারের। পার্টির লোক হলে পার্টির মেয়ে বিয়ে করাই ঠিক।

যেসিকা। কেন?

ওদ্যারের। কাজ করতে সুবিধে হয়।

যেসিকা। তুমি কি করে জানলে আমি পার্টির মেয়ে নই?

ওদ্যারের। চালচলন দেখে। (তার দিকে চেয়ে) তুমি এক প্রেম করা ছাড়া আর কিছু করতেই জানো না।

যেসিকা। তাও ছাই জানি না। (উগোকে দেখিয়ে) তোমার কি মনে হয় ওর পক্ষে আমি খারাপ?

ওদ্যারের। এখানে কি আমাকে সেই কথা জিজ্ঞেস করতে এসেছো?

যেসিকা। নয় কেন?

ওদ্যারের। আমার ধারণা তুমি ওর বেহিসেবি বিলাস। সব বুর্জোয়া পরিবারের ছেলেরাই তাদের হারানো বিলাসের এক আধ টুকরো স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে সঙ্গে আনে। কেউ আনে চিন্তার স্বাধীনতা, কেউ বা একটা টাই-পিন। ও এনেছে ওর বউ।

যেসিকা। তা বটে। তোমার ওরকম বিলাসের কোনো দরকার নেই।

ওদ্যারের। না, নেই। (তারা পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকায়।) এখন ওঠো, এখান থেকে কেটে পড়ো। এ ঘরের মধ্যে আর কখনো যেন নাক গলাতে না দেখি।

যেসিকা। বেশ, যেমন তোমার অভিরুচি। থাকো তুমি তোমার পুরুষ বন্ধুদের নিয়ে। (ভারিক্কি চালে চলে যায়)

ওদ্যরের। তুমি কি ওকে সঙ্গে রাখতে চাও?

উগো। নিশ্চয়।

ওদ্যরের। তাহলে দেখো ও আর কখনো যেন এখানে না আসে। আমাকে যদি কোনো সুন্দরী আর একটা কাজের লোকের মধ্যে বাছতে হয়, আমি কাজের লোককেই বেছে নেবো। কিন্তু আমার পক্ষে অবস্থাটা বেশি কঠিন করে তুলো না।

উগো। (হেসে) যেসিকাকে তুমি চেনো না।

ওদ্যরের। তা হবে। না চেনাই বোধ হয় ভালো। (থেমে) ওকে আর এখানে না আসতে বলে দিও। (হঠাৎ) কটা বাজে?

উগো। চারটে বেজে দশ।

ওদ্যরের। ওরা দেরি করছে। (জানালার কাছে গিয়ে বাইরে চায়, তারপর ঘুরে দাঁড়ায়।)

উগো। কোনো চিঠি আছে লেখবার?

ওদ্যরের। না, আজ নেই। (উগো যাবার ভাব দেখাতে) না, এখানেই থাকো। চারটে বেজে দশ?

উগো। হ্যাঁ।

ওদ্যরের। যদি না আসে ওদের কপাল চাপড়াতে হবে।

উগো। ক আসছে?

ওদ্যরের। দেখতে পাবে। তোমারই জগতের মানুষ। (পায়চারি করতে-করতে) আমি অপেক্ষা করা পছন্দ করি না। (উগোর কাছে ফিরে) যদি ওরা আসে, তবে কাজটা নিশ্চিন্ত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওরা যদি পেছোয়, তাহলে

সব আবার গোড়া থেকে শুরু করতে হবে। তার জন্যে সময় যে আমার মিলবে তা মনে হয় না। তোমার বয়স কত?

উগো। একুশ।

ওদ্যরের। তোমার এখনো ঢের সময় আছে।

উগো। তুমি এমন কিছু বুড়ো হওনি।

ওদ্যরের। না, আমি বুড়ো হইনি, কিন্তু আমার সময় ফুরিয়ে এসেছে। (বাগানের দিকে দেখিয়ে) ঐ দেয়ালের ওপাশে অনেক লোক আছে, তাদের দিনরাত শুধু এক-ভাবনা, কিভাবে আমাকে খতম করবে। আর সব সময়ে তো কিছু হুঁশিয়ার থাকা যায় না। সুতরাং শিগ্‌গির হোক, দেরিতে হোক, ওরা আমাকে খতম করবে।

উগো। তারা যে দিনরাত ঐ কথাই ভাবে বুঝলে কি করে?

ওদ্যরের। ওদের মন শুধু এক রাস্তায় চলে।

উগো। তুমি চেনো তাদের?

ওদ্যরের। হ্যাঁ। একটা গাড়ির আওয়াজ শুনতে পেলে?

উগো। না। (দু'জনে শোনে) না।

ওদ্যরের। তক্ষুনি ওদের একজন দেয়াল টপকে এধারে নাববে। একটা ভালো কাজ করার সুযোগ মিলবে কিনা।

উগো। (আস্তে) তক্ষুনি, সেই মুহূর্তে.....

ওদ্যরের। (উগোর ওপরে নজর রেখে) বুঝছো না, আমি যদি আমার অতিথিদের এখানে স্বাগত করতে না পারি, তাতে তাদের পক্ষে যে ভালো। (ডেস্কের কাছে গিয়ে একটা গ্লাসে মদ ঢেলে নেয়) খাবে এক পাত্তর?

উগো। না। (থেমে) তুমি কি ভয় পেয়েছো?

ওদ্যরের। কার ভয়?

উগো। মরার ভয়।

ওদ্যরের। না। কিন্তু আমার একটু তাড়াতাড়ি আছে। আমার সব সময়েই তাড়াতাড়ি। আগেকার দিনে অপেক্ষা করতে আমার আটকাতো না। কিন্তু এখন আর আমি অপেক্ষা করতে পারি না।

উগো। ওদের তুমি খুব ঘেন্না করো, তাই না?

ওদ্যরের। কেন? নীতির দিক থেকে রাজনৈতিক খুনে আমার মোটেই আপত্তি নেই। দরকার পড়লে সব দলই তা করে।

উগো। আমাকে দাও এক পাত্তর।

ওদ্যরের। সত্যি? (বোতল থেকে একটা পাত্রে মদ ঢেলে দেয়। উগো ওদ্যরের-এর ওপর থেকে চোখ না সরিয়ে পান করতে থাকে।) কি ব্যাপার? আমাকে কি আগে কখনো দেখনি নাকি?

উগো। না, আমি তোমাকে আগে কখনো দেখিনি।

ওদ্যরের। তোমার জীবনে আমি তো একটা পথচলার চিহ্ন মাত্র --তাই না? অবশ্যি এটাই স্বাভাবিক। তুমি তোমার ভবিষ্যৎকালের ব্যবধান থেকে আমাকে দেখছো। তুমি ভাবছ --- 'মানুষটার সঙ্গে বছর দুই-তিন কাটানো যাবে; তার পর ওকে খতম করলে অন্য কোথাও গিয়ে অন্য কোনো কাজ করব।...

উগো। আর কখনো অন্য কোনো কাজ করবো কি না জানি না।

ওদ্যরের। বছর কুড়ি পরে তোমার ইয়ারদের গল্প বলবে: 'পুরোন দিনে আমি যখন ওদ্যরের-এর সেক্রেটারি ছিলাম...।'

বছর কুড়ি পরে! ভারি মজার, তাই না?

উগো। কুড়ি বছর পরে...

ওদ্যরের। তাতে কি?

উগো। সে তো দীর্ঘ যুগ।

ওদ্যরের। কেন? তুমি কি যক্ষ্মারুগী?

উগো। না। আর এক পাত্তর দাও। (ওদ্যরের ঢেলে দেয়) আমার চিরদিনই বিশ্বাস আমি কখনো বুড়ো হওয়া পর্যন্ত টিকবো না। আমারও খুব তাড়াতাড়ি।

ওদ্যরের। সে আলাদা ব্যাপার।

উগো। না। (থেমে) এক এক সময় মনে হয় যদি মুহূর্তে সাবালক পুরুষ হয়ে যেতে পারতাম তার জন্যে আমার ডান হাতটা পর্যন্ত কেটে ফেলতে পারি। অন্য সময়ে মনে হয়, আমার এই নাবালক তরুণ বয়স ফুরিয়ে গেলে বাঁচবো কি করে।

ওদ্যরের। সে যে কি জিনিস আমি জানিই না।

উগো। কি?

ওদ্যরের। তরুণ হওয়া যে কি কোনোদিন জানলাম না। শিশু ছিলাম, তারপর হলাম পরিণত মানুষ।

উগো। ঠিক। আমার এটা একটা বুর্জোয়া ব্যাধি। (হেসে ওঠে) প্রায়ই মারাত্মক হয়ে ওঠে।

ওদ্যরের। তুমি কি চাও আমি তোমাকে সাহায্য করি?

উগো। কি বলছো?

ওদ্যরের। দেখলে মনে হয় তোমার শুরুটা হয়েছে খারাপভাবে। আমি তোমাকে সাহায্য করলে খুশি হও?

উগো। (চমকে উঠে) না, তুমি না। (তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে

নিয়ে) কারুর পক্ষেই আমাকে সাহায্য করা সম্ভব নয়।

ওদ্যরের। (কাছে গিয়ে) আমার কথা শোনো। (চট্ করে থেমে যায়। কান পেতে শোনে।) ওরা এসে গেছে। (জানালার কাছে যায়, উগো তার অনুসরণ করে।) লম্বা মানুষটা হোল কারস্কি, পেন্টাগণের সম্পাদক। মোটা লোকটা হোলো রাজকুমার পল।

উগো। রিজেণ্টের ছেলে?

ওদ্যরের। হ্যাঁ। (তার মুখের চেহারা বদলে গেছে। সেখানে এসেছে নিস্পৃহ কাঠিন্য আর আত্মপ্রত্যয়) অনেক মদ খেয়েছো, গ্লাসটা দাও। (গ্লাসের মদটা জানালা দিয়ে বাগানে ফেলে দেয়।) ওখানে গিয়ে বোসো, সব কথা মন দিয়ে শুনবে, আর আমি মাথা নাড়লে নোট নেবে।

(ওদ্যরের জানালা ভেজিয়ে দিয়ে নিজের ডেস্কে এসে বসে। আগন্তুক দু'জন ঢোকে। তাদের পিঠে বন্দুকের মাথা দিয়ে ঠেলতে-ঠেলতে ঢোকে জর্জ আর স্লিক।)

কারস্কি। আমি কারস্কি।

ওদ্যরের। (না উঠে) জানি।

কারস্কি। আমার সঙ্গে কে আছে তাও জানো?

ওদ্যরের। হ্যাঁ।

কারস্কি। তোমার দুই পাহারাদারকে যেতে বলো।

ওদ্যরের। ঠিক আছে ভাই, তোমরা এখন যেতে পারো।

(স্লিক এবং জর্জ চলে যায়।)

কারস্কি। (ব্যঙ্গের স্বরে) খুব যত্নে রাখে দেখছি।

ওদ্যরের। সম্প্রতি যদি একটু-আধটু সতর্ক না থাকতাম, তবে তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাতের সৌভাগ্য হোতো না।

কারস্কি। (উগোর দিকে ফিরে) ও কে?

ওদ্যরের। আমার সেক্রেটারি। ও এখানে থাকতে পারে।

কারস্কি। (কাছে গিয়ে) আরে, উগো বারিন না? (উগো জবাব দেয় না) তুমি এদের সঙ্গে কাজ করছো?

উগো। হ্যাঁ।

কারস্কি। তোমার বাবার সঙ্গে গত হপ্তায় দেখা হয়েছিল। বাবা কেমন আছে শুনতে চাও?

উগো। না।

কারস্কি। তোমার জন্যেই বোধ হয় ভদ্রলোক মারা যাবেন।

উগো। তাঁর জন্যেই যে আমি জন্মেছি এটা বোধ হয় নয়, এটা নিশ্চিত। আমাদের লেনদেনের হিসেব মিটে গেছে।

কারস্কি। (গলার স্বর না তুলে) তুমি একটি ক্ষুদে বদমাশ।

উগো। আচ্ছা, বলো তো...

ওদ্যরের। চুপ। (কারস্কিকে) আশা করি তুমি এখানে আমার সেক্রেটারিকে অপমান করার জন্যেই আসোনি? দাঁড়িয়ে কেন? (তারা বসে) কনিয়াক্?

কারস্কি। না, ধন্যবাদ।

(রাজকুমার।আমার কোনো আপত্তি নেই, বরং খুশিই হবো।)

(ওদ্যরের মদ ঢালে।)

কারস্কি। এই তাহলে সেই বিখ্যাত ওদ্যরের। (তার দিকে তাকিয়ে) তোমার দলের লোকেরা কাল আমাদের লোকদের ওপরে আবার গুলি করেছিল।

ওদ্যরের। কেন?

কারস্কি। একটা গ্যারেজে আমাদের গুলিগোলা বন্দুকের গুদাম ছিল। তোমার ছোকরারা ঠিক করলো সেটা নেবে।

অতি সরল কারণ।

ওদ্যরের। নিতে পেরেছে?

কারস্কি। হ্যাঁ।

ওদ্যরের। চমৎকার।

কারস্কি। এমন কিছু বাহাদুরি নেই---আমাদের প্রতিজনে তারা ছিল দশজন।

ওদ্যরের। জেতবার মতলব থাকলে সব সময়েই প্রতিজনে দশজন যেতে হয়।

কারস্কি। এ আলোচনায় কোনো লাভ নেই। আমরা পরস্পরের কথা কোনোদিনই বুঝবো না। আমরা এক জাতের মানুষ নই।

ওদ্যরের। আমরা একজাতের মানুষ---কিন্তু এক শ্রেণীর নয়।

রাজকুমার। এসব ছেড়ে কাজের কথায় এলে ভালো হয় না?

ওদ্যরের। নিশ্চয়। আরম্ভ করো।

কারস্কি। আমরা তোমার প্রস্তাব শুনতে এসেছি।

ওদ্যরের। কিছু ভুল করে থাকবে।

কারস্কি। খুবই সম্ভব। তোমার তরফ থেকে কোনো প্রস্তাব আছে না ভাবলে আমি নিশ্চয়ই কষ্ট করে এখানে আসতাম না।

ওদ্যরের। আমার কোনো প্রস্তাব নেই।

কারস্কি। ভালো কথা। (উঠে পড়ে।)

রাজকুমার। আহা, রাগারাগি কেন। কারস্কি, বোসো। এ তো দেখছি বড় খারাপভাবে আরম্ভ হোলো। আমরা কি একটু মন খুলে আলোচনা করতে পারি না?

কারস্কি। (রাজকুমারকে) মন খুলে? ওর পাহারাদার কুকুরগুলো

যখন বন্দুকের মাথা দিয়ে আমাদের এখানে ঠেলে ঢোকালে তখন ওর চোখ দুটো দেখেছিলে? এরা আমাদের মনেপ্রাণে ঘেন্না করে। তুমি জোর করায় আমি এখানে আসতে রাজী হয়েছিলাম। কিন্তু আমি নিশ্চিত জানি, এ থেকে কিছু লাভ হবে না।

রাজকুমার। কারস্কি, গত বছর তুমি দু'দুবার আমার বাবাকে খুন করানোর চেষ্টা করেছিলে, তবু আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে রাজী হয়েছি। আমাদের পরস্পরকে ভালোবাসার কোনো হেতু না থাকতে পারে, কিন্তু যখন প্রশ্নটা জাতীয় স্বার্থের তখন ব্যক্তিগত ভালোলাগা মন্দলাগাকে চাপা দিতে হবে বই-কি। (থেমে) স্বভাবতই সে স্বার্থ যে ঠিক কি তা নিয়ে সব সময়ে আমরা একমত হতে পারি না। তুমি, ওদ্যরের, তুমি মনে করো জাতীয় স্বার্থ মানে মজুর শ্রেণীর ন্যায্য দাবিদাওয়ার পূরণ, আর তোমরাই মজুর শ্রেণীর স্বার্থের একমাত্র যথার্থ প্রতিনিধি। আমার বাবার আর আমার দু'জনেরই এব্যাপারে চিরদিন যথেষ্ট সহানুভূতি আছে---কিন্তু জার্মানির আগ্রাসী হুমকির সামনে আমরা সে দাবি-দাওয়াকে বাধ্য হয়েই পেছনে জায়গা দিয়েছি। আমাদের মনে হয়েছিল যে, দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করাই আমাদের প্রধান কর্তব্য---তাতে যদি জনসাধারণের অপ্রিয় কোনো বিধিব্যবস্থা করতে হয় তবুও।

ওদ্যরের। অর্থাৎ রুশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা।

রাজকুমার। অন্যদিকে কারস্কি আর তার বন্ধুরা আমাদের সঙ্গে পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ে একমত ছিল না। বিদেশিদের সামনে ইলিতিয়ার আভ্যন্তরীণ ঐক্য এবং শক্তি প্রমাণ

করা যে প্রয়োজন, একনেতার পেছনে একজাতি হয়ে দাঁড়ানো যে কত দরকার, তা বোধ হয় তারা ঠিক বুঝতে পারেনি। তাই তারা নিজেদের এক স্বতন্ত্র বেআইনি গুপ্ত প্রতিরোধ দল গড়ে তুলেছিল। আর সেই জন্যেই তোমাদের মতো এমন দু'জন সমান সৎ, সমান দেশভক্ত মানুষ কর্তব্যের স্বতন্ত্র কল্পনা করে পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছিলে। (ওদ্যরের অশ্লীলভাবে হেসে ওঠে) মানে?

ওদ্যরের। কিছু না। বলে যাও।

রাজকুমার। আজ সৌভাগ্যবশত এইসব বিরোধী ধারা একই স্রোতের টানে এসে মিলেছে। মনে হচ্ছে আমরা পরস্পরের দৃষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধে ব্যাপকতর বোধ অর্জন করেছি। আমার বাবা এই নিরর্থক সর্বনেশে যুদ্ধ আর চালাতে চান না। অবশ্য এখনো আমাদের স্বতন্ত্রভাবে সন্ধি করার অবস্থা হয়নি, তবে এ বিষয়ে নিশ্চয়তা দিতে পারি যে, আমাদের যুদ্ধ পরিচালনায় এরপর আর অনাবশ্যক কোনো উৎসাহ উদ্যম দেখা যাবে না। কারস্কির দিক থেকে সেও মনে করছে অভ্যন্তরীণ বিরোধ দেশের শান্তির পরিপন্থী। আমরা দু'পক্ষই জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলে ভবিষ্যৎ শান্তির জন্যে প্রস্তুত হতে ইচ্ছুক। স্বভাবতই আমাদের এই ঐক্য সম্বন্ধে বাইরে কোনো ঘোষণা করা চলবে না, তাতে জার্মানির মনে সন্দেহ জাগবে। কিন্তু বর্তমানে কার্যকরী গুপ্ত দলদের মধ্যে গোপনে এই ঐক্য স্বীকার করা যেতে পারে।

ওদ্যরের। সুতরাং?

রাজকুমার। মোদ্দা কথা হল এই। আমাদের ভেতরে এই নীতিগত ঐক্যের সুসংবাদটা তোমাকে দেবার জন্যে কারস্কি আর আমি এখানে এসেছি।

ওদ্যরের। তাতে আমার কি?

কারস্কি। ঢের হয়েছে---মিথ্যে সময় নষ্ট হচ্ছে।

রাজকুমার। (না থেমে) না বললেও চলে যে, এই ঐক্য যতখানি সম্ভব ব্যাপক করতে হবে। যদি সর্বহারার দল আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে চায়...

ওদ্যরের। কি তোমাদের শর্ত?

কারস্কি। জাতীয় যে গুপ্ত কমিটি আমার গঠন করতে যাচ্ছি তাতে তোমাদের তরফ থেকে দু'জন সদস্য থাকতে পারে।

ওদ্যরের। ক'জনের মধ্যে দু'জন?

কারস্কি। বারোজন।

ওদ্যরের। (ভদ্র কৌতূহলের ভান করে) বারোর মধ্যে দু'জন?

কারস্কি। রিজেণ্ট তাঁর উপদেষ্টাদের মধ্য থেকে চারজনকে মনোনীত করবেন। পাঁতাগণ থেকে আসবে ছ'জন। কমিটির সভাপতি নির্বাচন করে ঠিক করা হবে।

ওদ্যরের। (বিদ্রুপের স্বরে) বারোর মধ্যে দুই।

কারস্কি। বেশির ভাগ চাষীই পেন্টাগণের পক্ষে; তারা হোলো ধরো মোট দেশবাসীর শতকরা সাতান্ন ভাগ। তার সঙ্গে প্রায় সমস্ত শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে যোগ দাও। মজুররা দেশের শতকরা কুড়িভাগও হবে না---আর তাদের সকলেই কিছু তোমাদের পেছনে নেই।

ওদ্যরের। ভালো, ভালো। বলে যাও।

কারস্কি। আমরা আমাদের দুই গুপ্তদলকে মিলিয়ে নতুন করে গড়বার ব্যবস্থা করবো। তোমার লোকেরা পেন্টাগনের দলের সব ব্যবস্থায় সহযোগিতা করবে।

ওদ্যরের। অর্থাৎ আমার জওয়ানরা পেন্টাগণের মধ্যে লোপ পেয়ে যাবে।

কারস্কি। মিটমাটের এই সবচেয়ে ভালো ব্যবস্থা।

ওদ্যরের। অন্যকথায় শত্রুপক্ষকে সমূলে নিপাত করে তার সঙ্গে মিটমাট করা। এরপরে অবশ্যি কেন্দ্রীয় কমিটিতে আমাদের মোটে দুটো আসন দেওয়া খুবই যুক্তিযুক্ত। বরং তাতে দু'দুটো আসন ফালতু বেশি দিয়ে ফেলছ ---ও দুটো আসন কারুরই প্রতিনিধিত্ব করবে না।

কারস্কি। ইচ্ছে না হয় মেনো না।

রাজকুমার। (তাড়াতাড়ি) কিন্তু যদি মানো তবে প্রেস; ট্রেড ইউনিয়ন এবং শ্রমিকদের কার্ড সম্বন্ধে '৩৯-এর বিধিনিষেধ সরকার রদ করে দিতেও পারে।

ওদ্যরের। মস্ত একখানা টোপ বটে। (টেবিলে ঘুঁষি মেরে) ভালো। এখন আমরা পরস্পরকে চিনে নিয়েছি, এবারে কাজ শুরু করা যাক্। আমার শর্ত তাহলে শোনো। কেন্দ্রীয় কমিটিতে মোট ছ'জন সদস্য থাকবে। সর্বহারা দলের তাতে তিনটি আসন---বাকি তিনটে তোমরা যেভাবে খুশি ভাগবাঁটোয়ারা করতে পারো। গুপ্তদলগুলো সব পরস্পর থেকে পুরোপুরি আলাদা থাকবে। কেন্দ্রীয় কমিটির ভোটে গৃহীত সিদ্ধান্ত ছাড়া কোনো ব্যাপারে তারা যুক্তভাবে কাজে অংশ নেবে না। মানতে হয় মানো, নয়তো ইতি।

কারস্কি। তুমি কি মশকরা করছো?

ওদ্যরের। ইচ্ছে না হয় মেনো না।

কারস্কি। (রাজকুমারকে) আমি তোমাকে আগেই বলেছিলাম এই লোকদের সঙ্গে কখনো কোনো মিটমাট সম্ভব নয়।

আমাদের হাতে রয়েছে দেশের তিনভাগের দু'ভাগ টাকা, অস্ত্রশস্ত্র, শিক্ষিত আধাসামরিক বাহিনী---তাছাড়া আমাদের দলের শহিদেরা আমাদের যে নৈতিক প্রাধান্য দিয়েছে সেকথা ছেড়েই দাও। আর এরা, কানাকড়ির সামর্থ্য নেই এই একমুঠো লোক, একেবারে বেপরোয়া দাবি করে বসবি কি---না কেন্দ্রীয় কমিটিতে ওদের সংখ্যাধিক্য দিতে হবে।

ওদ্যরের। তাহলে? তোমরা গররাজী?

কারস্কি। আমরা গররাজী। তোমাকে ছাড়াও আমাদের চলবে।

ওদ্যরের। ভালো কথা---তাহলে ভাগো। (কারস্কি মিনিটকাল ইতস্তত করে, তারপর দরজার দিকে এগোয়। রাজকুমার কিন্তু নড়েনি।) কুমারের দিকে চেয়ে দেখ কারস্কি, ওর তোমার চাইতে বুদ্ধি বেশি। ও এর মধ্যেই বুঝতে পেরেছে।

কুমার। (কারস্কিকে মৃদুভাবে) আমরা একেবারে বিবেচনা না করেই ওর প্রস্তাব ফেলে দিতে পারিনা।

কারস্কি। (উত্তেজিত ভাবে) এ কোনো প্রস্তাবই না---এসব নির্বোধের দাবি। এ আমি আলোচনা করতে রাজী নই। (কিন্তু নড়ে না)

ওদ্যরের। '৪২ সালে পুলিশ আমাদের লোক, তোমাদের লোক দু'পক্ষেরই পেছনে ধাওয়া করেছিল। তোমরা তখন রিজেন্টের ওপরে আক্রমণের চেষ্টা চালাচ্ছিলে, আমরা সামরিক উৎপাদন বানচাল করেছিলাম। তবু পেন্টাগণের কোনো ছেলের সঙ্গে আমাদের দলের কোনো ছেলের দেখা হলে একজনের লাশ পথের ধারে নর্দমায় গড়াত। হঠাৎ আজ তোমরা চাইছো, তারা

সবাই পরস্পরকে বুকে জড়িয়ে ধরে একেবারে সাঙাত বনে যাবে। কেন?

কুমার। দেশের কল্যাণের জন্যে।

ওদ্যরের। '৪২ সালে যা কল্যাণ ছিল আজ তা আর কেন কল্যাণ নেই? (সকলে চুপচাপ) রুশরা স্ট্যালিনগ্রাডে পাউলুসের বাহিনীকে ঘায়েল করেছে আর জার্মানরা যুদ্ধ হারতে শুরু করেছে---সেইজন্যে কি?

কুমার। এটা অবশ্যি ঠিক যে যুদ্ধের অবস্থা বদলের ফলে নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না....

ওদ্যরের। ঠিক উল্টো। আমি জানি তুমি বেশ বুঝতে পেরেছো। আমি জানি তুমি ইলিতিয়াকে বাঁচাতে চাও, কিন্তু তুমি চাও এখনকার ব্যবস্থাকেই বাঁচাতে---যে সামাজিক অসাম্য, যেসব সুখ সুবিধা ওপরতলার লোকেরা ভোগ করে আসছে, তাকে বাঁচাতে। যখন মনে হয়েছিল জার্মানরা জিতবে, তোমার বাবা তাদের দলে ভিড়েছিল। আজ ভাগ্যের চাকা উল্টে গেছে। তাই সে আজ রুশিয়ার সঙ্গে বনিবনা করার জন্যে ভারি ব্যস্ত। কিন্তু এ বড় কঠিন ঠাঁই।

কারস্কি। তুমি তো জানো ওদ্যরের, জার্মানির বিরুদ্ধে লড়াই করতে-করতে আমার দলের অনেকে প্রাণ দিয়েছে। আমাদের সুবিধে স্বার্থ রক্ষার জন্যে আমরা শত্রুর সঙ্গে হাত মিলিয়েছি, একথা বললে সইবো না।

ওদ্যরের। জানি কারস্কি, পেন্টাগণ জার্মানবিরোধী। সেদিক থেকে তুমি নিরাপদ। হিটলার যাতে ইলিতিয়া আক্রমণ না করে রিজেন্ট তার জন্যে তাকে নানা প্রতিশ্রুতি

দিয়েছিল। কিন্তু তুমি যে রুশবিরোধীও ছিলে---রুশের সৈন্য তখন অনেক-অনেক দূরে ছিল কিনা। 'ইলিতিয়া---শুধু ইলিতিয়া''---ও ধুয়ো আমার খুব জানা। দু'বছর ধরে জাতীয় বুর্জোয়াদের তুমি এই ধুয়ো শুনিয়ে এসেছ। কিন্তু রুশবাহিনী ক্রমশই কাছে এগিয়ে আসছে, এক বছরের মধ্যেই তারা আমাদের মাঝখানে এসে পড়বে, ইলিতিয়া তখন আর এত একা থাকবে না। তাহলে? তাই তোমার নতুন নিরাপত্তার দরকার পড়েছে। কি সুবিধেই না হোতো যদি তাদের বলতে পারতে পাঁতাগন রুশদের হয়েই লড়েছে আর রিজেণ্ট দু'মুখো খেলা খেলছিল। মুশকিল কি, তারা তোমাদের কথা বিশ্বাস করবে না। কি করবে তারা? অ্যাঁ? কি করবে তারা? শেষ পর্যন্ত তোমরা তো তাদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলে।

কুমার। ভাই ওদ্যরের, রুশিয়া যখন বুঝতে পারবে যে আমরা সত্যিই.....

ওদ্যরের। যখন তারা বুঝতে পারবে যে, একজন ফাসিস্ত্ ডিক্টেটর আর এক গোঁড়া রক্ষণশীল পার্টি তাদের বিজয়ে সাহায্য করার জন্যে 'সত্যিই' ছুটে এসেছে, তখন তারা যে একেবারে কৃতজ্ঞতায় গদগদ হয়ে উঠবে এমন তো মনে হয় না। (থেমে) রুশিয়ার বিশ্বাস বজায় রেখে এসেছে শুধুমাত্র একটি পার্টি। শুধু একটি পার্টিই যুদ্ধের সমস্ত কাল ধরে তার সঙ্গে সংযোগ রেখে এসেছে, একটি পার্টিই সৈন্যবাহিনীর মধ্যে দিয়ে তার কাছে দূত পাঠাতে পারে, তোমাদের এই ক্ষুদে ঐক্যকে নিরাপত্তা দিতে শুধু একটি পার্টিই পারে—সে আমাদের পার্টি। রুশরা এখানে এসে আমাদের চোখ দিয়েই

সবকিছু দেখবে। বুঝতে পারছো? আমরা যা বলি তোমাদের তা মানতেই হবে।

কারস্কি। আমার এখানে আসতে রাজী না হওয়াই উচিত ছিল।

কুমার। কারস্কি!

কারস্কি। তুমি যে আমাদের আন্তরিক প্রস্তাবের জবাবে ভয় দেখিয়ে কাজ হাসিলের চেষ্টা করবে এটা আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল।

ওদ্যরের। বলে যাও। কোঁ কোঁ করো খানিকটা। আমার তাতে কোনো আপত্তি নেই। সড়কিতে গাঁথা শুয়োরের মতো কোঁ-কোঁ করবে বইকি। কিন্তু এও মনে রেখো : যদি আমরা আগে থেকে একসঙ্গে কাজ করতে পারি তবে রুশ সৈন্য আমাদের সীমান্তে পৌছানোর সঙ্গে-সঙ্গে আমরা---অর্থাৎ তোমরা আর আমরা একসঙ্গে---সব ক্ষমতা হাতে নেবো। কিন্তু আজ যদি আমাদের মতের মিল না হয় তবে যুদ্ধের শেষে শুধু আমার পার্টিই একা দেশ শাসন করবে। এখন বেছে নাও।

কারস্কি। আমি.....

কুমার। (কারস্কিকে) গায়ের জোরে ফল হবে না। আমাদের বাস্তববাদীর মতো অবস্থাটা বিবেচনা করতে হবে।

কারস্কি। (কুমারকে) ভীতু কোথাকার! নিজের মাথা বাঁচাবার জন্যে ষড়যন্ত্রের জালের মধ্যে আমাকে টেনে এনেছ।

ওদ্যরের। জাল কোথায়? তোমার ইচ্ছে হলে তুমি আমাদের ছেড়ে চলে যেতে পারো। কুমারের সঙ্গে বোঝাপড়া করার জন্যে তোমাকে আমার দরকার নেই।

কারস্কি। (কুমারকে) তুমি নিশ্চয়ই এভাবে...

কুমার। কি ব্যাপার? যদি এই ঐক্যে তোমার আপত্তি থাকে

আমরা তোমাকে যোগ দিতে বাধ্য তো করছি না। তবে আমার সিদ্ধান্ত তোমার ওপরে নির্ভর করে না।

ওদ্যরের। বোধ হয় বলবার দরকার করে না যে, রিজেণ্টের সরকারের সঙ্গে আমাদের পার্টির চুক্তি হলে যুদ্ধের শেষদিকে পেন্টাগণের অবস্থা কঠিন হয়ে উঠবে। এও বলার দরকার করে না যে, জার্মানরা হেরে গেলেই আমারা পেন্টাগণকে সমূলে উচ্ছেদ করার জন্যে উঠে পড়ে লাগবো। কিন্তু তুমি যখন তোমার হাত দুটো একেবারে সাফ রাখতেই চাও.....

কারস্কি। তিন বছর ধরে আমরা আমাদের দেশের স্বাধীনতার জন্যে লড়েছি। আমাদের এই আদর্শের জন্যে হাজার হাজার তরুণ প্রাণবলি দিয়েছে। আমরা পৃথিবীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছি। আর এসব কেন করলাম? না, যাতে এক অন্ধকার রাতে জার্মান পার্টি রুশ পার্টির সঙ্গে যোগ দিয়ে আমাদের গলা কাটতে পারে!

ওদ্যরের। নাকী কান্না রাখো, কারস্কি। হারা তোমাদের নিয়তি, তাই তোমরা হেরেছো। 'ইলিতিয়া, একা ইলিতিয়া...।" জবরদস্ত সব শত্রু-শক্তিতে ঘেরা ছোট্ট একটা দেশকে এ আওয়াজ তুলে রক্ষা করা যায় না। (থেমে) আমার শর্ত মানবে কি?

কারস্কি। এ শর্ত মানবার অধিকার আমার নেই—আমি তো একা নই।

ওদ্যরের। আমার তাড়াতাড়ি আছে, কারস্কি।

কুমার। ভাই ওদ্যরের, আমরা বোধ হয় ওকে ভেবে দেখার জন্যে কিছু সময় দিতে পারি। যুদ্ধ তো এখনি শেষ হয়ে যায়নি, আর আমরা কিছু একেবারে আমাদের

শেষ হপ্তায় এসে পৌঁছয়নি।

ওদ্যরের। আমি আমার শেষ হপ্তায় এসে পৌঁছেচি। কারস্কি, আমি তোমাকে বিশ্বাস করবো। আমি মানুষকে বিশ্বাস করি, এ আমার একটা মূল নীতি। আমি জানি তোমার সহকর্মীদের সঙ্গে আলাপ করা দরকার, কিন্তু আমি এও জানি যে তুমি তাদের বোঝাতে পারবে। তুমি যদি মোটমাট আমার এ প্রস্তাবের নীতিটা আজ মেনে নাও, আমি কাল আমার অন্য কমরেডদের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলবো।

উগো। (হঠাৎ উঠে পড়ে) ওদ্যরের!

ওদ্যরের। কি?

উগো। এতবড় আস্পর্ধা তোমার?

ওদ্যরের। চুপ!

উগো। এই চুক্তি করবার তোমার কোনো অধিকার নেই। ওরা... ভগবান, ওরা তো সেই তারা। সেই আমার বাবার কাছে যারা আসতো... সেই ভেকুয়া, গাড়োল, গোমড়ামুখো, বজ্জাতরা..... ওরা এখানেও আমার পিছু নিয়েছে। তোমার কোনো অধিকার নেই। .....ওরা সব জায়গায় গলে ঢুকে পড়ে, সব কিছুকে বিষিয়ে দেয় - —ওরা আমাদের চাইতে সাজোয়ান.....

ওদ্যরের। চুপ করলে?

উগো। তোমরা দু'জন আমার কথা শোনো—ও যদি এই জোট চালাবার চেষ্টা করে, পার্টি কিছুতেই ওকে সমর্থন করবে না। ও যে তোমাদের চুনকাম করে চালাতে পারবে ভরসা কোরো না—পার্টি ওর পেছনে দাঁড়াবে না।

ওদ্যরের। (শান্তভাবে অন্য দু'জনকে) ওর কথায় কান দিও না।

কুমার। ঠিক, কিন্তু লোকটা বড্ড হল্লা করছে। তোমার পাহারা-ওয়ালাদের বল না ওকে বাইরে বার করে দিতে।

ওদ্যরের। কি যা তা বলছো। ও নিজেই যেতে পারে। (উঠে উগোর কাছে যায়)

উগো। (পিছিয়ে যায়) আমাকে ছুঁয়ো না। (পকেটে রিভলবারে হাত রেখে) আমার কথা শুনবে না? তুমি আমার কথা শুনবে না?

(সেই মুহূর্তে একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের আওয়াজ শোনা যায়। জানলার কবাট দুটো কবজা থেকে ছিঁড়ে ঘরের মধ্যে ছিটকে এসে পড়ে।)

ওদ্যরের। মেঝেতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ো।

(উগোর ঘাড় ধরে মাটিতে ফেলে দেয়। অন্য দু'জন উপুড় হয়ে মেঝেতে শুয়ে পড়ে। লেওঁ, জর্জ ও স্নিক ছুটে ঢোকে।)

স্নিক। কোথাও লেগেছে?

ওদ্যরের। (উঠে দাঁড়িয়ে) না। কারো লেগেছে? (কারস্কিকে) তোমার যে রক্ত পড়ছে।

কারস্কি। ও কিছু না। কাঁচের টুকরো।

জর্জ। হাতবোমা?

ওদ্যরের। বোমা কিংবা হাতবোমা হবে। কিন্তু ছোঁড়াটা একটু কম জোরে হয়েছিল। বাগানটা ভালো করে দেখ।

উগো। (জানালার দিকে ফিরে, নিজের মনে) হারামজাদারা! ওহ্, হারামজাদারা!

(লেওঁ আর জর্জ জানলা দিয়ে বাইরে লাফিয়ে পড়ে।)

ওদ্যরের। (কুমারকে) আমি এই রকমই একটা কিছু আশঙ্কা করছিলাম। কিন্তু ওরা এই বিশেষ মুহূর্তটা বেছেচে

বলে আমি দুঃখিত।

কুমার। আমার বাবার প্রাসাদের কথা মনে পড়ছে। কারস্কি! এ কি তোমার দলের কেরামতি না কি?

কারস্কি। পাগল হয়েছো।

ওদ্যরের। ওরা আমাকে লক্ষ্য করে ছুঁড়েছিল---এর লক্ষ্য আমি ছাড়া আর কেউ নয়। (কারস্কিকে) দেখলে তো সতর্ক হওয়া ভালো কেন? (তার দিকে চেয়ে) কিন্তু তোমার যে বড্ড রক্ত পড়ছে।

যেসিকা। (হাঁপাতে হাঁপাতে ঢোকে) ওদ্যরের কি মারা গেছে?

ওদ্যরের। তোমার বর নিরাপদে আছে। (কারস্কিকে) লেঅঁ তোমাকে ওপরে আমার ঘরে নিয়ে গিয়ে ব্যাণ্ডেজ করে দিচ্ছে। তারপর আমরা আমাদের আলোচনা চালাতে পারবো।

স্নিক। তোমরা সকলেই ওপরে চলে যাও---ওরা আবার চেষ্টা করতে পারে। লেঅঁ যতক্ষণ ওষুধ লাগাবে, ব্যাণ্ডেজ বাঁধবে, ততক্ষণ তোমরা তোমাদের আলাপ-আলোচনা করতে পার।

ওদ্যরের। ঠিক। (জর্জ এবং লেঅঁ জানালা দিয়ে ফিরে আসে।) কি হোলো।

জর্জ। পকেটবোমা। বাগান থেকে ছুঁড়েই হাওয়া হয়েছে। দেয়ালটায় চোট লেগেছে খানিকটা।

উগো। হারামজাদারা।

ওদ্যরের। চলো, ওপরে যাই। (তারা দরজার দিকে এগোয়। উগো অনুসরণ করতে যায়।) তোমাকে আসতে হবে না।

(তারা পরস্পরের দিকে তাকায়। ওদ্যরের ফিরে অন্যদের সঙ্গে

বেরিয়ে যায়।)

উগো। (দাঁতে দাঁত চেপে) হারামজাদারা!

স্নিক। কি?

উগো। যারা বোমাটা ছুঁড়েছে। তারা হারামজাদা! (মদ ঢেলে নেয়)

স্নিক। একটু ঘাবড়ে গেছ, এ্যাঁ?

উগো। ফুঃ।

স্নিক। তাতে লজ্জা পাবার কিছু নেই। গুলিগোলার মুখোমুখি এই প্রথম তো। আস্তে আস্তে অভ্যেস হয়ে যাবে।

জর্জ। কি জানো, এরকম একটা কিছু ঘটলে শেষ পর্যন্ত আজেবাজে ভাবনা থেকে মন চলে আসে। তাই না স্নিক?

স্নিক। তা একটু নতুনত্ব আনে, ঘুম ছুটিয়ে দেয়, গুটোনো পা দুটো ছড়িয়ে দেয়।

উগো। আমি মোটেই ঘাবড়াইনি। আমি রেগে গেছি (মদ খায়)

যেসিকা। কার ওপরে রেগেছ, মৌমাছি?

উগো। যে হারামজাদা বোমা ছুঁড়েছে তাদের ওপরে।

স্নিক। পাতলা চামড়া কিনা। আমাদের অভ্যেস হয়ে গেছে।

জর্জ। এ আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। ওরা না থাকলে আমরাও এখানে থাকতাম না।

উগো। দেখছো, সবাই কেমন শান্ত, খুশি, সবাই কেমন হাসছে। ও লোকটার শুয়োরের মতো রক্ত ঝরছিল। তবু কেমন মুখটা মুছে হেসে বললে, ও কিছু না। ওরা সব সাহসী পুরুষ। দুনিয়ার সবচেয়ে পাজী খানকির বাচ্চারা— তাদেরও সাহস আছে—যাতে তাদের পুরোপুরি ঘেন্না

না করতে পারি। (বিষণ্ণভাবে) এতে মানুষের মাথা খারাপ হবে না। (মদ খায়।) সংসারে দোষ আর গুণ ঠিকভাবে বাঁটা হয়নি।

যেসিকা। তুমি তো ভীতু নও, মানিক!

উগো। আমি ভীতু নই, কিন্তু আমি সাহসীও নই। আমার স্নায়ু একটুতেই বিচলিত হয়ে ওঠে। যদি ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখতে পারতাম আমি স্লিক হয়ে গেছি! চেয়ে দেখ ওর দিকে। আড়াইমণি মাংসের স্তূপে সুপুরির মতো ক্ষুদে একটু মগজ। যেন একটা তিমি মাছ! ওই ক্ষুদে সুপুরি থেকে রাগ-দুঃখের খবর পাঠায়, কিন্তু সে খবর মাংসস্তূপের মধ্যে কোথায় হারিয়ে যায়। একটু সুড়সুড়ি লাগে হয়তো---ব্যস্।

স্লিক। (হেসে ওঠে) শুনলে কথা।

জর্জ। (হেসে ওঠে) মন্দ না। (উগো মদ খায়।)

যেসিকা। উগো।

উগো। হ্যাঁ?

যেসিকা। আর মদ খেও না।

উগো। কেন? আমার তো আর কিছু করবার নেই। আমার দায়দায়িত্ব চুকে গেছে।

যেসিকা। ওদ্যরের কি তোমাকে বরখাস্ত করেছে?

উগো। ওদ্যরের? ওদ্যরের-এর কথা কে বলছে? ওরই ঠিক পথ : আমার মতো ছোকরাকে দিয়ে যদি কিছু করাতে চাও, তাহলে প্রথমে তাকে বিশ্বাস করো। ওদ্যরের সম্বন্ধে তোমার যা ইচ্ছে ভাবতে পারো---কিন্তু সে আমাকে বিশ্বাস করেছিল। খুব কম লোক সম্বন্ধেই একথা বলা চলে। (মদ খায়, তারপর স্লিকের কাছে

যায়) বুঝলে না, কেউ ধরো তোমাকে খুব গোপন একটা কাজের ভার দিয়ে পাঠালো, তুমি মরার দাখিল করে কাজটা করতে গেলে, আর ঠিক যখন সে কাজটা হাসিল করতে যাচ্ছ তখন টের পেলে তারা তোমার সততার এক কানাকড়িও দাম দেয় না, তারা অন্য লোক দিয়ে সেই কাজ করিয়ে নিয়েছে।

যেসিকা। চুপ করবে! আমাদের ঘরের ব্যাপার নিয়ে কি বাজারে ঢাক পেটাবে নাকি?

উগো। ঘরের ব্যাপার! হা! হা! (ব্যঙ্গ করে) খাসা মেয়ে একখানা।

যেসিকা। ও আমার কথা বলছে। এই দু'বছর ধরে আমাকে শোনাচ্ছে---আমি নাকি ওকে বিশ্বাস করি না।

উগো। (স্লিককে) কি একখানা মাথা তোমার, এঁ্যা? (যেসিকাকে) কেউ আমাকে বিশ্বাস করে না। তুমি কি আমাকে বিশ্বাস করো?

যেসিকা। এই মুহূর্তে বিশ্বাস করি না।

উগো। আমি নিজেও নিজেকে বিশ্বাস করি না। আমার মুখের ভাবে নিশ্চই কোনো দোষ আছে। (যেসিকাকে) বলো আমাকে তুমি ভালোবাসো?

যেসিকা। এদের সামনে না।

স্লিক। আমাদের গ্রাহ্য কোরো না।

উগো। ও আমাকে ভালোবাসে না। ভালোবাসা কি তাই ও জানে না। ও যে স্বর্গের পরী! বাইবেলের সেই নুনের থাম।

স্লিক। নুনের থাম?

উগো। না, মানে বরফের মূর্তি। ওর সঙ্গে যদি প্রেম করতে

যাও দেখবে গলে মিলিয়ে গেছে।

জর্জ। যাঃ! কি যে বলো!

যেসিকা। এই, চলো, বাড়ি চলো।

উগো। দাঁড়াও। স্লিককে একটু উপদেশ দিয়ে যাই। আমি যে স্লিককে বড্ড ভালোবাসি। ওর গায়ে কত জোর, আর ও মোটে কখনো ভাবে না। কি স্লিক, কিছু উপদেশ শুনতে চাও?

স্লিক। অগত্যা। যদি না থামো তো আর কি করব?

উগো। শোন, বেশি ছেলেবয়েসে বিয়ে কোরো না।

স্লিক। না, এখন আর সে ভয় নেই।

উগো। না, না, শোনো। খুব ছেলেবয়েসে বিয়ে কোরো না। কি বলছি বুঝতে পারছো? খুব ছেলেবয়েসে বিয়ে কোরো না। আর যা করবার মুরোদ নেই তার দায় নিও না। পরে তা বড্ড ভারি হয়ে ওঠে। সব কিছুই ভারি। জানিনে লক্ষ্য করেছ কিনা, উঠতি বয়েস মোটেই আরামের না। (হেসে ওঠে) বিশ্বস্ত গোপন কাজ। আচ্ছা বলো তো, এর মধ্যে বিশ্বাসটা কোথায়।

জর্জ। কি গোপন কাজ?

উগো। হুঁ, বাবা! আমাকে এক গোপন কাজের ভার দেওয়া হয়েছে।

জর্জ। কি গোপন কাজ?

উগো। ওরা আমাকে দিয়ে বলিয়ে নেবার চেষ্টা করছে---কিন্তু বৃথা চেষ্টা। আমি অভেদ্য। (আয়নাতে চেয়ে দেখে) অভেদ্য! ভাবলেশহীন মুখ---পাশের লোকটার মুখ থেকে আলাদা করতে পারবে না। কিন্তু এ তো চোখে

পড়ার কথা, ঈশ্বর, এ তো চোখে পড়ার কথা!

জর্জ। কি?

উগো। যে আমার ওপরে গোপন কাজের ভার পড়েছে।

জর্জ। স্লিক?

স্লিক। হুঁ....

যেসিকা। (অবিচলিতভাবে) তোমরা এ নিয়ে মাথা মিছে ঘামিও না। ও আসলে বলতে চাইছে আমার একটা বাচ্চা হবে। আয়নাতে দেখছে ওকে ছেলেপুলের বাপের মতো দেখায় কিনা।

উগো। চমৎকার! ছেলেপুলের বাপ! তাই বটে, তাই বটে। ছেলেপুলের বাপ! ও আর আমি কথা না বলেই দু'জনে দু'জনকে বুঝতে পারি। অভেদ্য! কিন্তু এ তো চোখে পড়ার কথা.... যে আমি ছেলেপুলের বাপ। কিছু না কিছু চিহ্ন তো থাকবে। কোনো বিশেষ ভঙ্গি---মুখে একটা কোনো স্বাদ---বুকে কোনো একটা কষ্ট। (মদ খায়) বেচারি ওদ্যরের-এর জন্যে আমার দুঃখ হচ্ছে! কেন? বলছি---ও আমাকে সাহায্য করতে পারত। (হেসে ওঠে) বেটারা ওপরে বকবক করে চলেছে আর লেঅঁ কারস্কির শূয়োরের মতো নোংরা মুখটা ধুয়ে দিচ্ছে। তোমরা সবাই কি ভীতু? আমাকে গুলি করে মারছো না কেন?

স্লিক। (যেসিকাকে) তোমার খোকা সোয়ামীটির বাপু মদ না খাওয়াই উচিত।

জর্জ। একদম সামলাতে পারে না।

উগো। বলছি আমাকে গুলি করো। এটা তোমাদের কাজ। শোনো---ছেলেপুলের বাপ কখনো সত্যিকারের বাপ

হয় না। কোনো খুনে কখনো সবটাই খুনে নয়। তারা ভান করছে, বুঝলে? শুধু মরা মানুষ সত্যি-সত্যি সবখানিই মরা। বাঁচবো কি বাঁচবো না, অ্যাঁ? আমি কি বলতে চাই বুঝতে পারছো। মাথার ওপরে ছ'ফুট জমি মুড়ি দিয়ে একটা লাশ হওয়া ছাড়া সত্যিকারের কিছুই আমি হতে পারি না। আমি বলছি এ সবই একটা প্রহসন। (আচমকা থেমে যায়) আর এ সবও একটা প্রহসন। সব কিছু। যা কিছু আমি বলছিলাম। তোমরা বোধ হয় ভেবেছ যে, আমার সব আশা-ভরসা ফুরিয়ে গেছে? মোটেই না। আসলে আমি আশা-ভরসা ফুরোনোর খেলা খেলছিলাম? আচ্ছা, আমাদের পক্ষে কখনো কি এ খেলা থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব?

যেসিকা। আমার সঙ্গে আসবে কিনা?

উগো। দাঁড়াও। না। জানি না....

যেসিকা। (তার গেলাস ভরে দেয়) বেশ, তাহলে মদ খাও।

উগো। খুব ভালো। (মদ খায়)

স্লিক। ওকে মদ দেওয়া ঠিক হচ্ছে না।

যেসিকা। তাতে ব্যাপারটা তাড়াতাড়ি চোকানো যাবে। অপেক্ষা করা ছাড়া আর উপায় কি? (উগো গেলাস খালি করে। যেসিকা আবার ভরে দেয়।)

উগো। কি যেন বলছিলাম? খুনের কথা বলছিলাম কি? তার মানে শুধু আমি আর যেসিকাই জানি। আসলে মাথার ভেতরে বড্ড বেশি কথা কাটাকাটি চলেছে। (নিজের কপালে চড় মারে।) আমি শুধু চাই নীরবতা। (স্লিককে) তোমার মাথার ভেতরটা না জানি কি সুন্দর! একটু

শব্দ নেই, শুধু নিশুতি অন্ধকার রাত। তোমরা চার পাশে এমন বোঁ-বোঁ করে ঘুরছো কেন? হেসো না, আমি জানি, আমি মাতাল হয়েছি। আমি জানি, আমি জঘন্য। তবে তোমাদের বলি। যে চক্করে পড়েছি তাতে পড়তে আমার একটুও সাধ নেই। না মোটেই সাধ নেই। একটুও সুবিধের চক্কর নয়। ঘুরুনি থামাও। শুধু দেশলাই-এর কাঠিটা জ্বালার অপেক্ষা। শুনতে অবশ্যি তেমন কিছু নয়, কিন্তু একাজ তোমাদের কাউকে করতে হোক এ আমি কখনো চাইবো না। দেশলাই-এর কাঠি, ব্যস্। শুধু কাঠিটা জ্বালিয়ে দেওয়া। আর তারপর আমাকে নিয়ে সবাই মিলে ফুটিফাটা হয়ে উড়ে যাওয়া। অকুস্থলে না-থাকা আর প্রমাণ করতে হবে না। শুধু নীরবতা আর অন্ধকার রাত ছাড়া আর কিছু নেই। অবশ্যি যদি মৃতরাও খেলা করে, তাহলে বলা যায় না। ধরো কেউ মরে গেল, আর তারপর দেখি কি, না মরা লোকেরা অন্য কিছুই না, আসলে জ্যান্ত লোকেরা মরা-মরা খেলছে। দেখবো, আমরা দেখবো। শুধু কাঠিটা একবার জ্বালিয়ে দিলেই হোলো। সেইটেই হোলো সংকটের মুহূর্ত। (হেসে ওঠে) ভগবানের দিব্যি, একটু স্থির হয়ে দাঁড়াও, নইলে আমিও যে লাট্টুর মতো বোঁ-বোঁ করে ঘুরতে শুরু করবো। (ঘুরতে চেষ্টা করে। একটা চেয়ারে দপ্ করে পড়ে যায়।) দেখছ, বুর্জোয়া তালিমের কত গুণ। (মাথাটা ঝুলে পড়ে। যেসিকা কাছে গিয়ে দেখে।)

যেসিকা। এতক্ষণে চুকলো। একটু ধরবে, ওকে বিছানায় তুলে নিয়ে যাবো?

স্লিক। (যেসিকার দিকে চেয়ে মাথা চুলকোয়) তোমার বরটি

খুব বক্‌বক করতে পারে।

যেসিকা। (হেসে ওঠে) আমি ওকে যেমন চিনি তুমি তো তেমন চেনো না। ওর কথায় কান দিও না। ওর কথার কোন মানে নেই।

(স্লিক আর জর্জ উগোর দু'পা আর কাঁধ ধরাধরি করে তোলে আর তারই সঙ্গে নেমে আসে---)

## যবনিকা

## পঞ্চম অঙ্ক

(স্টুডিও। উগো আগের দৃশ্যের পোশাক পরা অবস্থায় বিছানায় শুয়ে আছে। গায়ের ওপরে লেপ চাপানো। ঘুমোচ্ছে। ঘুমের মধ্যে নড়ে যন্ত্রণায় কাতর শব্দ করে ওঠে। যেসিকা পাশে স্তব্ধ হয়ে বসে। উগো আবার কাতর শব্দ করে, যেসিকা উঠে কলঘরে যায়। কল থেকে জল পড়ার শব্দ শোনা যায়। জানালার পর্দার আড়াল থেকে পর্দা সরিয়ে ওলগা উঁকি মারে। তারপর মনস্থির করে উগোর কাছে যায়। তার দিকে চেয়ে থাকে। উগো আবার কাতর শব্দ করে। ওলগা বালিশের ওপরে তার মাথাটা ঠিক করে দেয়। এর মধ্যে যেসিকা ফিরে এসে তাদের লক্ষ্য করছে। তার হাতে মাথায় দেবার ভিজে ন্যাকড়া।)

যেসিকা। আহা, কি মমতা! সুসন্ধ্যা।

ওলগা। চেঁচিয়ে উঠো না। আমি....

যেসিকা। আমার মোটেই চেঁচাবার ইচ্ছে নেই। বসবেন না?

ওলগা। আমি ওলগা লোরাম।

যেসিকা। জানি।

ওলগা। উগো আমার কথা বলেছে?

যেসিকা। হ্যাঁ।

ওলগা। ওর কি চোট লেগেছে?

যেসিকা। না। মাতলামির জের। (ওলগার সামনে গিয়ে) মাফ করবেন। (উগোর কপালে ভিজে ন্যাকড়া রাখে।)

ওলগা। ওভাবে নয়। (অন্যভাবে লাগিয়ে দেয়।)

যেসিকা। মাফ করবেন।

ওলগা। ওদ্যরের-এর কি খবর?

যেসিকা। ওদ্যরের? বসুন দয়া করে। (ওলগা বসে) মাদাম, বোমাটি কি আপনি ছুঁড়েছিলেন?

ওলগা। হ্যাঁ।

যেসিকা। কেউ মরেনি। পরের বার যদি এর চাইতে ভালো বরাত হয়। এখানে ঢুকলেন কি করে?

ওলগা। দরজা দিয়ে। বেরোবার সময় খুলে রেখে গেছলে। দরজা কখনো খুলে রেখে যেতে নেই।

যেসিকা। (উগোকে দেখিয়ে) আপনি জানতেন ও অফিসে আছে?

ওলগা। না।

যেসিকা। কিন্তু আপনি জানতেন ও থাকতে পারে।

ওলগা। এটুকু ঝুঁকি নেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না।

যেসিকা। একটু ভালো বরাত হলে ওকে মেরে ফেলতে পারতেন।

ওলগা। ওর পক্ষে তাই সবচেয়ে ভালো হোতো।

যেসিকা। সত্যি?

ওলগা। পার্টি বেইমানদের তেমন পছন্দ করে না।

যেসিকা। উগো বেইমান নয়।

ওলগা। আমিও তা বিশ্বাস করি। কিন্তু অন্যেরা সেকথা মানতে চাইছে না। (থেমে) কাজটা সারতে বড্ড বেশি সময় নিচ্ছে। এক সপ্তাহ আগে চুকে যাবার কথা।

যেসিকা। ওকে তো সুযোগ পেতে হবে।

ওলগা। সুযোগ তৈরি করে নিতে হয়, পাওয়া যায় না।

যেসিকা। পার্টি আপনাকে পাঠিয়েছে?

ওলগা। আমি যে এসেছি পার্টি জানে না। আমি নিজে থেকেই এসেছি।

যেসিকা। ও, বুঝেছি। থলির মধ্যে একটা বোমা গুঁজে নিয়ে সিধে চলে এসেছিলেন। ভেবেছিলেন উগোর গায়ে এটা ছুঁড়ে মেরে তাকে দুর্নামের লজ্জা থেকে বাঁচাবেন।

ওলগা। বোমাটা ঠিকমতো লাগলে সবাই ভাবত উগো ওদ্যরেরকে মারতে গিয়ে তার সঙ্গেই সাবাড় হয়ে গেছে।

যেসিকা। ঠিক। কিন্তু তাতে উগোও তো মারা যেত।

ওলগা। যেভাবেই কাজ হাসিলের চেষ্টা করুক, এখান থেকে সে যে জ্যান্ত বেরুতে পারবে, তার বড় আশা নেই।

যেসিকা। আপনারা আপনাদের বন্ধুত্বের খুব দাম দেন বটে।

ওলগা। তুমি তোমার ভালোবাসার যেটুকু দাম দাও, তার চাইতে বেশি সন্দেহ নেই। (তারা পরস্পরের দিকে তাকায়) তুমি কি ওর কাজে বাধা দিচ্ছিলে?

যেসিকা। আমি কোনো কিছুতেই বাধা দিই না।

ওলগা। কিন্তু তুমি তো ওকে সাহায্যও কিছু করোনি?

যেসিকা। আমি কেন ওকে সাহায্য করবো? ও কি পার্টিতে যোগ দেবার আগে আমাকে জিজ্ঞেস করে যোগ দিয়েছিল? ও যখন ঠিক করলো যে অচেনা একটা মানুষকে বোমার ঘায়ে উড়িয়ে দেওয়ার চাইতে ভালো আর কোনো কিছু ওর জীবনে করার নেই, তখন কি ও আমার সঙ্গে পরামর্শ করে নিয়েছিল?

ওলগা। ও তোমার পরামর্শ নেবে কেন? কিই বা তুমি ওকে

বলতে পারতে?

যেসিকা। কিছু না।

ওলগা। ও পার্টিতে যোগ দিয়েছে; এই কাজের দায়িত্ব স্বেচ্ছায় কাঁধে নিয়েছে; তোমার পক্ষে এই তো যথেষ্ট।

যেসিকা। আমি তা যথেষ্ট মনে করি না। (উগো কাতর শব্দ করে ওঠে।)

ওলগা। ওর শরীর ভালো নেই। ওকে এভাবে মাতাল হতে দেওয়া তোমার উচিত হয়নি।

যেসিকা। আপনার বোমাটা ওর মুখের ওপরে ফাটলে ওর অবস্থা এতক্ষণে আরো কাহিল হোতো। (থেমে) কি দুঃখু, ও আপনাকে বিয়ে করেনি। আপনি যখন শহরতলিতে বোমা ছোঁড়ায় ব্যস্ত থাকতেন ও তখন বেশ ঘরে বসে আপনার শায়া-শেমিজ ইস্তিরি করত। আমরা তিনজনেই খুব সুখী হতাম। (ওলগার দিকে তাকিয়ে) আমি ভেবেছিলাম আপনি বুঝি ঢ্যাঙা আর চোয়াড়ে।

ওলগা। গোঁফসুদ্ধু?

যেসিকা। না, গোঁফ নয়। তবে নাকের একপাশে একটা আঁচিল। আপনার সঙ্গে দেখা করে এলেই ওকে খুব ভারিক্কি দেখাত। বলো তো, "আমরা রাজনীতি আলোচনা করছিলাম।"

ওলগা। স্বভাবতই ও তোমার সঙ্গে কখনো রাজনীতি আলোচনা করেনি।

যেসিকা। আপনার কি ধারণা, ও রাজনীতি আলোচনার জন্যে আমাকে বিয়ে করেছিল? (থেমে) আপনি ওর প্রেমে পড়েছেন, তাই না?

ওলগা। এর ভেতরে প্রেম এলো কোত্থেকে? তুমি বড্ড বেশি

উপন্যাস পড়ো।

যেসিকা। তা কোনো মেয়ের রাজনীতিতে ঝোঁক না থাকলে তাকে অন্য কিছু একটা নিয়ে থাকতে তো হবে।

ওলগা। ভাবনা কোরো না! আমার মতো মেয়েদের কাছে প্রেমের কোনো গুরুত্ব নেই। ওটা ছাড়াই আমাদের চলে যায়।

যেসিকা। মানে আমার চলে না?

ওলগা। সব ন্যাকা আবেগবিলাসী মেয়েদের মতো।

যেসিকা। বুদ্ধিবিলাসীর চাইতে আবেগবিলাসী হওয়া আমার কাছে ঢের ভালো।

ওলগা। বেচারি উগো!

যেসিকা। হ্যাঁ। বেচারী উগো!

ওলগা। ওকে উঠিয়ে দাও। আমার ওকে কিছু বলার আছে।

(যেসিকা বিছানার ধারে গিয়ে উগোকে নাড়া দেয়।)

যেসিকা। উগো! উগো! তোমার সঙ্গে একজন দেখা করতে এসেছে।

উগো। অ্যাঁ? (উঠে বসে) ওলগা! তাহলে তুমি এসেছো। তোমাকে দেখে কি খুশি যে হয়েছি! আমাকে তোমার সাহায্য করতে হবে। (বিছানার কিনারায় বসে) ও, ভগবান, মাথার যে কি ভয়ানক অবস্থা! আমরা কোথায়? তুমি এসেছো কি খুশি যে হয়েছি! রোসো, কি যেন একটা কাণ্ড ঘটেছে। একটা ভয়ানক কিছু। তুমি সাহায্য করতে পারবে না ? না, এখন আর তুমি আমাকে সাহায্য করতে পারবে না। বোমাটা তুমিই ছুঁড়েছিলে, তাই না?

ওলগা। হ্যাঁ।

উগো। কেন আমাকে বিশ্বাস করলে না?

ওলগা। উগো, পনেরো মিনিটের মধ্যে কোনো কমরেড দেয়ালের ওপার থেকে একটা দড়ি ছুঁড়ে দেবে, আমাকে তা বেয়ে নেবে যেতে হবে। আমার একটুও সময় নেই। মন দিয়ে শোনো।

উগো। তুমি কেন আমাকে বিশ্বাস করলে না?

ওলগা। যেসিকা, আমাকে জলের বোতল আর গেলাসটা দাও।

(যেসিকা সেগুলো এগিয়ে দেয়। ওলগা গ্লাসে জল ভরে উগোর মুখে জলের ঝাপটা মারে।)

উগো। উফ্।

ওলগা। আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?

উগো। হ্যাঁ। (মুখে মোছে) মাথার যে কি ভয়ানক অবস্থা। একটু খাবার জল দাও তো। (যেসিকা গ্লাসে জল ঢেলে দেয়, উগো পান করে) আমাদের ছেলেরা কি ভাবছে?

ওলগা। ভাবছে তুমি বেইমান।

উগো। ভুল। তাদের ভুল।

ওলগা। তোমার আর একদিনও নষ্ট করার মতো সময় নেই। কাল সন্ধ্যের মধ্যে কাজ হাসিল করতে হবে।

উগো। তোমার তা বলে বোমাটা ছোঁড়া উচিত হয়নি।

ওলগা। উগো, তুমি নিজে জোর করে শক্ত কাজের ভার নিয়েছিলে। জোর করে একা সে ভার নিয়েছিলে। তোমাকে সে কাজ না দেবার একশো কারণ থাকা সত্ত্বেও আমিই প্রথম তোমাকে বিশ্বাস করি আর অন্যদেরও বিশ্বাস করাই। কিন্তু আমরা বয়স্কাউট খেলছি না। তোমাকে কেরামতি দেখানোর সুযোগ দেবার

জন্যে পার্টি গড়া হয়নি। একটা কাজ করার দরকার পড়েছে; সেটা করতেই হবে। কাকে দিয়ে করানো হোলো সেটা একেবারেই অবান্তর। যদি আগামী চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তোমার দায়িত্ব পালন করতে না পারো, সে কাজ করার জন্যে তোমার জায়গায় অন্য কাউকে পাঠানো হবে।

উগো। তাহলে আমিও পার্টি ছেড়ে দেবো।

ওলগা। কি আজেবাজে বকছ? তুমি কি ভেবেছ যে তোমার পার্টি ছাড়ার সাধ্য আছে? আমরা এখন যুদ্ধ করছি, উগো, আমাদের দোস্ত্‌রাও কিছু আর খেলা করছে না। পার্টি ছাড়তে হলে প্রাণটাও রেখে যেতে হবে।

উগো। আমি মরার ভয় করি না।

ওলগা। মরা তো কিছুই না। কিন্তু সবকিছু তালগোল পাকিয়ে দিয়ে উজবুকের মতো মরা---কিংবা তার চাইতেও যা খারাপ---আনাড়িপনার জন্যে যাকে সাবাড় করতে হয় এমনি বোকার মতো মরা---তাই কি তুমি চাও? হাসি আর বিশ্বাসে ঝলমলে মুখ নিয়ে প্রথম যখন দেখা করতে এসেছিলে তখন কি এই মৃত্যু তুমি চেয়েছিলে? (যেসিকাকে) তুমি কেন ওকে বলছো না? তুমি যদি ওকে একটুও ভালোবাস, তুমি তো চাইবে না ওকে কুকুরের মতো গুলি করে মারুক।

যেসিকা। আপনি ভালো করেই জানেন আমি রাজনীতি বুঝি না।

ওলগা। (উগোকে) তাহলে কি ঠিক করলে?

উগো। তোমার তা বলে বোমাটা ছোঁড়া উচিত হয়নি।

ওলগা। কি সিদ্ধান্ত করলে?

উগো।	কাল বলবো।

ওলগা।	বেশ। বিদায়, উগো।

উগো।	বিদায়, ওলগা।

যেসিকা।	পুনর্দর্শনায়, কি বলেন?

ওলগা।	আলোটা নিবিয়ে দাও।

(যেসিকা আলো নিবিয়ে দেয়। ওলগা দরজা খুলে বেরিয়ে যায়।)

যেসিকা।	আলোটা জ্বাল বো?

উগো।	দাঁড়াও। ও আবার ফিরে আসতে পারে। (অন্ধকারে দু'জনে অপেক্ষা করে।)

যেসিকা।	খড়খড়িটা ফাঁক করে একটু দেখি।

উগো।	না। (চুপচাপ)

যেসিকা।	তোমার কি খুব কষ্ট হচ্ছে? (উগো জবাব দেয় না) অন্ধকার থাকতে-থাকতে বলো।

উগো।	শুধু মাথাটা ফেটে যাচ্ছে। (থেমে) যে বিশ্বাস এক সপ্তাহের বেশি টেঁকে না তার খুব বেশি গুরুত্ব থাকতে পারে না।

যেসিকা।	না, খুব বেশি গুরুত্ব থাকতে পারে না।

উগো।	তোমাকে যদি কেউ বিশ্বাস না করে, কি করে তুমি বাঁচবে?

যেসিকা।	আমাকে কোনোদিনই কেউ বিশ্বাস করেনি---তুমি তো সবচেয়ে কম। তবু কোনো রকমে চালিয়ে তো এসেছি।

উগো।	ওই একমাত্র পৃথিবীতে আমাকে কিছুটা বিশ্বাস করত।

যেসিকা।	উগো....

উগো।	ওই একমাত্র---আমি তা জানি। (থেমে) এতক্ষণে

নিশ্চয়ই নিরাপদে বেরিয়ে গেছে। আলোটা জ্বেলে দিতে পারো। (নিজেই আলোর সুইচ টেপে। যেসিকা হঠাৎ মুখটা ঘুরিয়ে নেয়) কি হোলো?

যেসিকা। আলোতে তোমার দিকে চেয়ে কেমন অদ্ভুত লাগছে।

উগো। আলোটা কি আবার নিবিয়ে দেবো?

যেসিকা। না। (তার দিকে ফিরে) তুমি, তুমি নিজে একটা মানুষ খুন করতে যাচ্ছ।

উগো। আমি কি করতে যাচ্ছি, আমি কি নিজেই জানি।

যেসিকা। আমাকে রিভলবার দেখাও তো।

উগো। কেন?

যেসিকা। কি রকম দেখতে তাই দেখবো।

উগো। সারা বিকেল তো ওটা তোমারই সঙ্গে ঘুরছিল।

যেসিকা। হ্যাঁ। কিন্তু তখন ওটা ছিল একটা খেলনা।

উগো। (রিভলবারটা বার করে ওকে দিয়ে) সাবধান কিন্তু।

যেসিকা। হ্যাঁ। (সেটার দিকে চেয়ে) আশ্চর্য!

উগো। কি আশ্চর্য?

যেসিকা। এখন এটা দেখে আমার ভয় করছে। এটা ফিরিয়ে নাও। (থেমে) তুমি একটা মানুষ খুন করতে যাচ্ছ। (উগো হাসতে আরম্ভ করে) হাসছো কেন?

উগো। আমাকে তাহলে তুমি এখন বিশ্বাস করো? আমাকে বিশ্বাস করবে বলে মনস্থির করেছো?

যেসিকা। হ্যাঁ।

উগো। ভালো সময়েই ঠিক করেছো। আর কেউ এখন একথা বিশ্বাস করে না। (থেমে) এক সপ্তাহ আগে ঠিক করলে

হয়তো কাজে লাগতো...

যেসিকা। সে কি আমার দোষ? আমি যা দেখতে পাই তাই শুধু বিশ্বাস করি। ও যে মারা যাবে আজ সকাল পর্যন্ত একথা কখনো কল্পনাও করতে পারতাম না। (থেমে) এইমাত্র অফিসে এলাম, দেখি একটা মানুষ দাঁড়িয়ে, তার গাল বেয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। আর হঠাৎ আমার মনে হোলো তোমরা সবাই মরে গেছ। ওদ্যরের মারা গেছে, তার মুখে সেকথা দেখতে পেলাম। তুমি যদি ওকে খুন না করো ওরা অন্য কাউকে পাঠাবে।

উগো। আমিই করবো। (থেমে) অত রক্ত, বীভৎস, তাই না?

যেসিকা। হ্যাঁ। বীভৎস।

উগো। ওদ্যরের-এরও রক্ত গড়াবে।

যেসিকা। চুপ করো।

উগো। বোকার মতো মেঝের ওপরে পড়ে থাকবে, আর তার পোশাক-আশাক সব রক্তে ছুপিয়ে উঠবে।

যেসিকা। (আস্তে নরম গলায়) বলছি, চুপ করো।

উগো। ও দেয়ালের ওপার থেকে বোমা ছুঁড়েছিল। এটা এমন কিছু সাহসের কাজ নয়, আমাদের ও দেখতে পর্যন্ত পায়নি। কি করছে তা চোখে দেখতে না হলে যে কোনো লোকই মানুষ খুন করতে পারে। আমি গুলি করতে যাচ্ছিলাম। আমি একদম তৈরি হয়েছিলাম। আমি ওদের দিকে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গুলি করতে যাচ্ছিলাম। আমি যে আমার সুযোগ হারালাম সে তো ওর দোষ।

যেসিকা। তুমি সত্যি ওকে খুন করতে যাচ্ছিলে?

উগো। আমার হাত ছিল পকেটের মধ্যে, আমার আঙুল ঠিক বন্দুকের ঘোড়াটার ওপরে।

যেসিকা। আর তুমি খুন করতে যাচ্ছিলে। তুমি নিঃসন্দেহ তুমি গুলি করতে যাচ্ছিলে?

উগো। আমি.....আমি তখন খুব রেগে গিয়েছিলাম। নিশ্চয় আমি গুলি করতাম। এখন আবার গোড়া থেকে শুরু করতে হবে। (হেসে ওঠে) তুমি শুনলে ওর কথা : ওদের ধারণা আমি বেইমান। ওদের তো খুব সোজা ---ওখানে বসে ঠিক করল একজনকে খুন করতে হবে ---যেন তালিকা থেকে একটা নাম কেটে দিলো। খাসা ছিমছাম ব্যাপার। এখানে খুন করাটা একটা রীতিমতো ক্রিয়াকাণ্ড। কসাইখানার মতো। (থেমে) ও মুখে-মুখে বলে যায়, তামাক টানে, আমার সঙ্গে পার্টির কথা আলোচনা করে, নানা কাজের নকশা বানায়--আর সমস্তক্ষণ আমি শুধু ভাবতে পারি, ও একটা মরা দেহ। এ অশ্লীল। তুমি তো ওর চোখদুটো দেখেছো।

যেসিকা। হ্যাঁ।

উগো। দেখেছো কি কঠিন আর উজ্জ্বল? কী জীবন্ত?

যেসিকা। হ্যাঁ।

উগো। হয়তো আমি ওকে ঠিক দুটো চোখের মাঝখানে গুলি করবো। জানবো তো, তুমি লক্ষ্য করলে পেটে, কিন্তু বন্দুকটা ঝাঁকি দিয়ে উঠে গেল ওপর দিকে।

যেসিকা। ওর চোখ দুটো আমার ভালো লাগে।

উগো। (আচমকা) ব্যাপারটা একেবারেই অ্যাবস্ট্র্যাক্ট।

যেসিকা। কি অ্যাব্স্ট্র্যাফট্?

উগো। খুন। আমি বলছি ওটা একটা অ্যাবস্ট্র্যাক্ট কল্পনা।

তুমি ঘোড়াটা টিপলে, আর তারপর যা ঘটে কিছুই তুমি বুঝতে পারো না। (থেমে) যদি না তাকিয়ে গুলি করা যেত। (থেমে) জানিনা তোমাকে এসব কেন বলছি।

যেসিকা। আমিও তাই ভাবছি।

উগো। দুঃখিত। (থেমে) আচ্ছা, আমি যদি মরণাপন্ন অবস্থায় ওই বিছানায় পড়ে থাকি, তুমি আমাকে ছেড়ে যাবে না, যাবে?

যেসিকা। না।

উগো। দুই-ই এক কথা---মারা কি মরা---দুই-ই এক কথা-- দুয়ে এতেই তুমি সমান একা। ওর কপাল ভালো ও শুধু একবারই মরবে। কিন্তু এই দশদিন ধরে আমি প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে ওকে বারবার খুন করে চলেছি। (আচমকা) তুমি কি করবে যেসিকা?

যেসিকা। তার মানে?

উগো। শোনো। কালকের মধ্যে যদি ওকে মারতে না পারি তাহলে হয় আমাকে মুছে যেতে হবে---আর নয়তো ওদের কাছে ফিরে যেতে হবে। আমি ওদের বলবো : আমাকে নিয়ে তোমরা যা ইচ্ছে হয় করো। আর যদি ওকে খুন করি..... (মুহূর্ককালের জন্যে দু হাতে নিজের মুখ ঢাকে) আমি কি করবো? তুমি কি করতে?

যেসিকা। আমি? তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করছ আমি কি করতাম?

উগো। আর কাকে জিজ্ঞেস করবো? জগতে তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই।

যেসিকা। তা সত্যি। আমি ছাড়া আর কেউ নেই। শুধু আমি। বেচারি উগো। (থেমে) আমি হলে ওদ্যরের-এর কাছে

গিয়ে বলতাম, দেখ, তোমাকে খুন করার জন্যে আমাকে এখানে পাঠানো হয়েছে, কিন্তু আমি মন বদলেছি---আমি তোমার সঙ্গে থেকে কাজ করতে চাই।

উগো। বেচারি যেসিকা।

যেসিকা। তুমি কি তা করতে পারো না?

উগো। তাকেই ওরা বলে বেইমানি।

যেসিকা। (বিষণ্ণভাবে) তবেই দেখ। আমি তোমাকে কোনো পরামর্শ দিতে পারি না। (থেমে) আচ্ছা, তুমি কেন তা করতে পারবে না? তুমি যা ভাবো ওদ্যরের তা ভাবে না বলে?

উগো। যদি তা বলো, তাই।

যেসিকা। তাহলে যার সঙ্গে তোমার মতে মিলবে না তাকেই তুমি খুন করবে?

উগো। কখনো কখনো।

যেসিকা। তুমি কেন লুই আর ওলগার মতটাই বেছে নিলে?

উগো। ওরা ঠিক ভাবে, তাই।

যেসিকা। কিন্তু উগো, ধরো গত বছর যদি লুই-এর সঙ্গে না হয়ে ওদ্যরের-এর সঙ্গে তোমার দেখা হোতো, তাহলে তুমি তো তার মতটাই ঠিক মনে করতে?

উগো। তোমার মাথা খারাপ।

যেসিকা। কেন?

উগো। তোমার কথা শুনলে মনে হবে সব মতই বুঝি সমান---আর লোকেরা সংক্রামক ব্যাধির মতোই মতের কবলে পড়ে।

যেসিকা। তা আমি ভাবি না---আমি..... আমি কি ভাবি আমি

জানি না। উগো, ও কি রকম শক্তিমান পুরুষ, ও মুখ খুললেই মনে হবে ওর কথাই নিশ্চয় ঠিক। তাছাড়া, আমার তো মনে হয় ও খাঁটি লোক, আর ও পার্টির ভালোর জন্যেই কাজ করছে।

উগো। ও কি চায় কিংবা কি ভাবে তা নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই---আসল কথা হোলো ও কি করে।

যেসিকা। কিন্তু.....

উগো। বাস্তববিচারে ও সামাজিক বেইমানের মতো কাজ করছে।

যেসিকা। (বুঝতে না পেরে) বাস্তববিচারে?

উগো। হ্যাঁ।

যেসিকা। ও। (থেমে) ধরো, তুমি যা করবে ভাবছো সেকথা ও যদি জানতো ও কি ভাবতো না যে তুমিও একজন সামাজিক বেইমান।

উগো। আমি জানি না।

যেসিকা। কিন্তু ও তা ভাবতো কিনা?

উগো। তাতে কি এসে গেল? হ্যাঁ, বোধ হয় ভাবতো।

যেসিকা। তাহলে কে ঠিক?

উগো। আমি।

যেসিকা। কি করে জানলে?

উগো। রাজনীতি একটা বিজ্ঞান। তুমি যে ঠিক আর অন্য লোক যে ভুল, তা এখানে স্পষ্ট করে প্রমাণ করা যায়।

যেসিকা। তবে অপেক্ষা করছো কেন?

উগো। তবে সেকথা বোঝাতে অনেক সময় লাগবে।

যেসিকা। সারা রাত তো রয়েছে।

উগো। মাস, বছর লেগে যাবে।

যেসিকা। ও! (বইগুলোর কাছে গিয়ে) আর সে-সব ব্যাখ্যা এদের পাতায় লেখা আছে?

উগো। এক হিসেবে হ্যাঁ। অবশ্যি ওদের মানে ঠিকমতো বুঝতে হবে।

যেসিকা। ভগবান! (একটা বই তোলে, খুলে মুগ্ধ চোখে চেয়ে থাকে, তারপর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে রেখে দেয়।) ও ভগবান!

উগো। এখন যাও, আমাকে একা থাকতে দাও। ঘুমোতে যাও।

যেসিকা। কি হোলো? আমি কি বলেছি?

উগো। কিছু না। কিছু না। আমারই ভুল। তোমার কাছে সাহায্য চাওয়াটাই পাগলামি। তোমার পরামর্শ আসছে আর এক জগৎ থেকে।

যেসিকা। সে দোষ কার? আমাকে কেউ কখনো কোনো কিছু শেখায়নি কেন? কখনো কিছু বোঝায়নি কেন? ও কি বললো শুনেছ? আমি তোমার বিলাস। উনিশ বছর ধরে আমি তোমাদের এই পুরুষদের জগতে বড় হয়েছি, এ জগতে কোনো কিছু ছুঁতে আমার মানা। তোমরা আমাকে বুঝিয়ে এসেছো সব কিছুই খাসা চলছে; আমার কাজ শুধু ফুলদানি সাজিয়ে ফুল রাখা, আর তোমাদের জীবনে একটু সুগন্ধ বয়ে আনা। কেন তোমরা সবাই আমাকে শুধু মিথ্যে বলে এসেছো? কেন আমায় এমন নির্বোধ করে রাখলে? তারপর সুন্দর এক সকালে তুমি আমাকে জানাচ্ছ দুনিয়াটা ফেটে চৌচির হতে চলেছে, আর তুমি আজ একেবারে অসহায়। আমাকে বাছতে দিয়েছ হয় আত্মহত্যা নয়

খুন। আমি বাছবো না---আমি তোমাকে আত্মহত্যা করতে দেবো না, আমি তোমাকে খুন করতেও দেবো না। এ বোঝা আমার কাঁধে কেনো চাপালে? আমি তোমার কোনো সমস্যা বুঝি না---আমার তাতে কোন দায়িত্ব নেই। আমি জুলুমবাজ নই, সামাজিক বিশ্বাসঘাতক নই, বিপ্লবীও নই। আমি তো কিছু করিনি---আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ।

উগো। আমি তো আর তোমার কাছে কিছু চাই না, যেসিকা।

যেসিকা। বড় দেরি হয়ে গেছে, উগো, এখন আমি তোমার সংকটে জড়িয়ে গেছি। এখন আমাকে বাছতেই হবে। তোমার জন্যে, আমার জন্যে। তোমার জীবন বাছার ভেতরে আমার জীবনই আমি বাছচি। আর আমি...ও ভগবান! আর যে পারি না।

উগো। বুঝতে পেরেছি।

(চুপচাপ। উগো বিছানায় বসে শূন্যে একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে। যেসিকা পাশে বসে তার গলা নিজের দু'বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরে।)

যেসিকা। কিছু বোলো না। আমার জন্যে ভেবো না। আমি একটা কথাও বলবো না। আমি তোমার ভাবনায় বাধা দেবো না। কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে থাকবো। ভোরের হিমে আমার শরীরের একটু উত্তাপ তোমার ভালো লাগবে। এটুকুই শুধু তোমাকে আমি দিতে পারি। মাথায় কি এখনো যন্ত্রণা হচ্ছে?

উগো। হ্যাঁ।

যেসিকা। আমার কাঁধের ওপরে মাথাটা রাখো। তোমার কপাল পুড়ে যাচ্ছে। (চুলে আঙুল বুলোয়) বেচারি কপাল।

উগো। (আচমকা নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে) আর না, ঢের

হয়েছে!

যেসিকা। (নরম গলায়) উগো।

উগো। তুমি আমার সঙ্গে মা-মা খেলা করছো।

যেসিকা। আমি খেলা করছি না। আর কোনোদিনই খেলা করবো না।

উগো। হিম তোমার দেহ---আমাকে দেবার মতো কোনো উত্তাপ তোমার নেই। মায়ের ঢঙ-এ কাউকে বুকে টেনে তার চুলে বিলি কাটা কিছু শক্ত কাজ নয়, যে কোনো খুকি মেয়েই তার স্বপ্ন দেখে। কিন্তু যখন তোমাকে আমার দু'বাহুতে টেনে নিয়ে সঙ্গিনী হতে ডেকেছিলাম, তখন তো বিশেষ সাড়া পাইনি।

যেসিকা। দোহাই, চুপ করো, ও-কথা আর বোলো না।

উগো। কেন বলবো না? তুমি কি জানো না আমাদের এই ভালোবাসা শুধু একটু প্রহসন?

যেসিকা। আজ রাতে যেটা বড় কথা, সে আমাদের ভালোবাসা নয়, সে হোলো তুমি কাল কি করবে।

উগো। সবই এক কথা। যদি নিশ্চয় করে জানতাম.....(হঠাৎ) যেসিকা, আমার দিকে চাও, বলতে পারো তুমি আমাকে ভালোবাসো? (তার দিকে চেয়ে থাকে। চুপচাপ) দেখলে তো, তাও আমার জুটলো না।

যেসিকা। আর তোমার সম্বন্ধে কি, উগো? তুমি কি সত্যি বিশ্বাস করো তুমি আমাকে ভালোবাসতে? (উগো জবাব দেয় না) দেখলে তো। (চুপচাপ। হঠাৎ) ওকে কেন বোঝাবার চেষ্টা করো না?

উগো। কাকে বোঝাবো? ওদ্যারের-কে?

যেসিকা। তুমি বলছো তার ভুল। সেটা তো তুমি তার কাছে প্রমাণ করে দেখাতে পারো।

উগো। তোমার বুঝি তাই ধারণা? ও ভারি ঘোড়েল লোক।

যেসিকা। তুমি যদি তোমার মতো প্রমাণ করতে না পারো, তবে তা যে ঠিক তা জানবে কি করে? উগো। কি ভালোই না হবে, তুমি সবাইকে আবার মিলিয়ে দেবে, সবাই খুশি হবে, তোমরা সবাই একসঙ্গে কাজ করবে। চেষ্টা করে দেখো, উগো। লক্ষ্মীটি চেষ্টা করে দেখো। অন্তত ওকে খুন করার আগে একবার চেষ্টা করে দেখো। (দরজায় আওয়াজ হয়। উগো চমকে ওঠে। তার চোখ জ্বলছে।)

উগো। নিশ্চয় ওলগা। ও ফিরে এসেছে! আমি জানতাম ও ফিরে আসবেই। আলো নিবিয়ে দরজাটা খুলে দাও।

যেসিকা। তোমার তাকে খুব দরকার, তাই না?

(আলো নিবিয়ে দরজা খুলে দেয়। ওদ্যরের প্রবেশ করে। দরজা বন্ধ করার পর উগো আলো জ্বালে।)

যেসিকা। (ওদ্যরেরকে চিনতে পেরে) অ্যাঁ!

ওদ্যরের। ভয় পেয়েছো?

যেসিকা। তা নাড়িটা আজ একটু চঞ্চল বই-কি। বোমাটা পড়ল...

ওদ্যরের। ঠিক, ঠিক। তোমরা কি সাধারণত অন্ধকারে বসে থাকো?

যেসিকা। আমার চোখ দুটো বড় ক্লান্ত লাগছে কিনা, তাই।

ওদ্যরের। ও! (থেমে) আমি এক মিনিট বসতে পারি? (হাতলওয়ালা চেয়ারটায় বসে পড়ে) আমার জন্যে ব্যস্ত হোয়ো না।

উগো। তোমার কি আমার সঙ্গে কোনো কথা আছে?

ওদ্যরের। না। না, না। তুমি যখন একটু আগে রাগে একেবারে লাল টকটকে হয়ে উঠেছিলে, তখন কিন্তু ভারি হাসি পেয়েছিল আমার।

উগো। আমি.....

ওদ্যরের। এতে ক্ষমা চাইবার কিছু নেই। এটা আমি প্রত্যাশা করেছিলাম। বরং তুমি আপত্তি না করলেই আমার ভাবনা হোতো। তোমাকে আমার অনেক কিছু বোঝাবার আছে। কিন্তু সব কাল। কাল তোমাতে আমাতে সত্যিকার কিছু বাতচিত করা যাবে। আজকের মতো তোমার কাজ শেষ হয়ে গেছে। আমারও। বড় অদ্ভুত দিনটা, না? দেয়ালে কয়েকটা ছবি টাঙিয়ে নাও না কেন? তাহলে এত খালি-খালি দেখায় না। ছাতের কুঠুরিতে কয়েকটা আছে। স্লিক নামিয়ে আনতে পারে।

যেসিকা। কি ধরনের ছবি?

ওদ্যরের। নানা ধরনের, তুমি বেছে নিও।

যেসিকা। না, ধন্যবাদ। এচিং আমার ভালো লাগে না।

ওদ্যরের। যা তোমার ইচ্ছে। তোমাদের এখানে মদ আছে?

যেসিকা। না, দুঃখিত।

ওদ্যরের। ঠিক আছে, ঠিক আছে। তা আমি ঢোকবার আগে তোমরা কি করছিলে?

যেসিকা। এমনি কথা বলছিলাম।

ওদ্যরের। বেশ তো, তোমরা কথা বলো! বলো! আমার কথা ভেবো না। (পাইপটা ভরে নিয়ে ধরায়। ঘরে একটা থমথমে নিস্তব্ধতা। মৃদু হেসে) বুঝেছি।

যেসিকা। তুমি যে ঘরের মধ্যে নেই এটা ভাবা খুব সহজ নয়।

ওদ্যরের। ইচ্ছে হলে তোমরা আমাকে ঘর থেকে বার করে দিতে পারো। (উগোকে) তোমার মনিবের মন খারাপ হয়েছে বলে তুমি কিছু সঙ্গ দিতে বাধ্য নও। (থেমে) এখানে কেন যে এলাম জানি না। ক্লান্ত হইনি, কাজ করার চেষ্টা করলাম..... (কাঁধ ঝাঁকি দিয়ে) কোনো মানুষ সব সময়ে কাজ করতে পারে না।

যেসিকা। না, পারে না।

ওদ্যরের। এ ব্যাপারটা প্রায় চুকে এসেছে.....

উগো। (দ্রুত) কোনো ব্যাপার?

ওদ্যরের। কারস্কির সঙ্গে। এখনো একটু গাঁইগুঁই করছে। তবে আমি যা ভেবেছিলাম তার চাইতে তাড়াতাড়িই হয়ে যাবে।

উগো। (উত্তেজিতভাবে) তুমি.....

ওদ্যরের। শ্! কাল! সব কাল! থেমে) এই ধরনের কোনো কাজ যখন প্রায় শেষ হয়ে আসে তখন হঠাৎ ভারি খালি খালি লাগে। তোমাদের ঘরে একটু অগে আলো জ্বলছিল?

· যেসিকা। হ্যাঁ।

ওদ্যরের। আমি জানালায় দাঁড়িয়েছিলাম। অন্ধকারে, ওরা যাতে আমাকে লক্ষ্য করতে না পারে। রাতটা কি গাঢ় অন্ধকার আর নিস্তব্ধ দেখেছ? তোমাদের খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছিলো। (থেমে) আমরা মরণের খুব কাছাকাছি এসেছিলাম।

যেসিকা। হ্যাঁ।

ওদ্যরের। (ছোট্ট করে হেসে ওঠে) খুব কাছাকাছি। (থেমে) খুব চুপি-চুপি ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। স্লিক বারান্দায়

ঘুমোচ্ছে, জর্জ বৈঠকখানায় পড়ে ঘুমোচ্ছে, লেওঁ হলঘরে ঘুমোচ্ছে। আমি ওদের তুলে দেবো ভাবলাম। আর তারপরে.....বা:! (থেমে) এখানে চলে এলাম। (যেসিকাকে) কি ব্যাপার? বিকেলে আমাকে দেখে যেমন ভয় পেয়েছ দেখাচ্ছিল, এখন তো তেমন দেখাচ্ছে না।

যেসিকা। তোমাকে এখন অন্যরকম দেখাচ্ছে কি না, তাই।

ওদ্যরের। মানে? কি রকম দেখাচ্ছে?

যেসিকা। আমি ভাবিনি যে তোমারো কোনোদিন কাউকে দরকার পড়তে পারে।

ওদ্যরের। আমার কাউকে কোনো দরকার নেই। (থেমে) স্লিকের কাছে শুনলাম তোমার ছেলেপুলে হবে?

যেসিকা। (দ্রুত) না, বাজে কথা।

উগো। সত্যি যেসিকা, স্লিককেই যদি বলতে পারো, তবে ওদ্যরেরকে বলতেই বা মানা কি?

যেসিকা। আমি স্লিককে একটু জ্বালাতন করছিলাম।

ওদ্যরের। (অনেকক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থাকে) তাই বুঝি। (থেমে) আমি তখন পরিষদের সদস্য, একটা লোকের সঙ্গে থাকতাম—তার একটা গ্যারাজ ছিল। সন্ধেবেলায় তাদের খাবার ঘরে তামাক টানতে যেতাম। তাদের একটা রেডিও ছিল, ছেলেমেয়েরা খেলা করতো... (থেমে) না, শুতে যাওয়া যাক। ও-সব একটা মরীচিকা।

যেসিকা। কি সব?

ওদ্যরের। (সব কিছু বোঝানোর ভঙ্গি করে) ওই সব কিছু। তুমিও। আমাদের কাজ করে যেতে হবে—তাই শুধু আমরা পারি। সকালে গ্রামে টেলিফোন করে কাউকে

ডাকিয়ে জানালাটা মেরামত করিয়ে নিও। (উগোর দিকে চেয়ে) তোমাকে খুব অবসন্ন দেখাচ্ছে। শুনলাম নাকি মাতাল হয়েছিলে? ভালো করে ঘুমিয়ে নাও। নটার আগে কাজ শুরু করার দরকার নেই। (উঠে পড়ে। উগো এক-পা এগোয়। যেসিকা তাদের মাঝখানে এসে দাঁড়ায়।)

যেসিকা। উগো—এখন।

উগো। কি?

যেসিকা। তুমি কথা দিয়েছিলে ওকে বোঝাবার চেষ্টা করবে।

ওদ্যরের। আমাকে বোঝাবার?

উগো। চুপ করো। (যেসিকাকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করে। যেসিকা কিন্তু তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। )

যেসিকা। ও তোমার সঙ্গে একমত নয়।

ওদ্যরের। (মজা পেয়ে) আমিও সেটা লক্ষ্য করেছি।

যেসিকা। ও তোমাকে বুঝিয়ে বলতে চায়।

ওদ্যরের। কাল! কাল!

যেসিকা। কাল দেরি হয়ে যাবে।

ওদ্যরের। কেন?

যেসিকা। (তখনো উগোর সামনে দাঁড়িয়ে) ও.....ও বলছে তুমি ওর কথা না শুনলে ও আর তোমার সেক্রেটারির কাজ করতে পারবে না। তোমাদের দু'জনে কেউই ক্লান্ত নও, সামনে সারারাত রয়েছে... আর... তুমি তো মরণের খুব কাছাকাছি হয়েছিলে—তোমার তো আরো সহিষ্ণু, নির্বিবাদী হওয়া উচিত।

উগো। চুপ করো বলছি।

যেসিকা। উগো, তুমি কথা দিয়েছ। (ওদ্যরেরকে) ও বলছে যে তুমি সামাজিক বেইমান।

ওদ্যরের। সামাজিক বেইমান! শুধু এই?

যেসিকা। বাস্তব বিচারে। ও বলছে, বাস্তব বিচারে।

ওদ্যরের। (গলার স্বর ও মুখের ভাব বদলে যায়) বোঝা গেল। (উগোকে) বেশ, তোমাকে যখন থামানো যাবে না, তখন যা মনে হয়েছে খুলে বলো। শুতে যাবার আগে ব্যাপারটা চুকিয়ে যেতে হবে। আমি বেইমান কেন?

উগো। শত্রুদলের সঙ্গে জোট বাঁধার এই চুক্তির মধ্যে পার্টিকে টেনে আনবার কোনো অধিকার তোমার নেই বলে।

ওদ্যরের। কেন নেই?

উগো। এটা একটা বিপ্লবী সংগঠন, আর তুমি এটাকে সরকারের একটা অংশ করতে চেষ্টা করছো।

ওদ্যরের। সব বিপ্লবী দলই তৈরী হয় ক্ষমতা দখল করার জন্যে।

উগো। ক্ষমতা দখল করার জন্যে, হ্যাঁ, সশস্ত্র লড়াইয়ে জোর করে কেড়ে নেবার জন্যে। মালিকদের পায়ে তেল দিয়ে ক্ষমতা কেনার জন্যে না।

ওদ্যরের। রক্তক্ষয় নেই বলে তোমার দুঃখ হচ্ছে? কি করবো বলো, কিন্তু ভাবলেই বুঝতে পারবে জোর করে ক্ষমতা দখল আমরা কোনোদিনই করতে পারতাম না। যদি গৃহযুদ্ধ হয়, পেন্টাগনের হাতে রয়েছে সব অস্ত্রশস্ত্র, ফৌজের কর্তারা সব তাদের দলে। পাঁতাগণ তখন বিপ্লববিরোধী ফৌজের দল হয়ে দাঁড়াবে।

উগো। গৃহযুদ্ধের কথা কে বলছে? ওদ্যরের আমি তোমার কথা বুঝতে পারছি না। দরকার তো শুধু একটু ধৈর্যের।

তুমি তো নিজেই বলছিলে, লাল ফৌজ এসে রিজেণ্টকে তাড়িয়ে দেবে, আর সব ক্ষমতা আসবে আমাদের হাতে।

ওদ্যরের। কিন্তু আমরা সে ক্ষমতা ধরে রাখবো কি করে? (থেমে) আমি বলছি তোমাকে লাল ফৌজ আমাদের সীমান্ত পেরিয়ে দেশে ঢোকার পর খুব কঠিন অবস্থার মধ্যে দিয়েই আমাদের যেতে হবে।

উগো। লাল ফৌজ.....

ওদ্যরের। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি জানি। আমিও সমান অধীর ভাবে তারই জন্যে অপেক্ষা করছি। কিন্তু ভেবে দেখ, লড়াইয়ের সময় সব ফৌজই একরকম---তা সে কি মুক্তি ফৌজ, কি অন্য ফৌজ। গাঁয়ের সম্পদ লুঠ করেই তাদের টিকতে হয়। স্বভাবতই তখন আমাদের চাষীরা রুশ ফৌজকে ঘৃণা করবে। সেই ফৌজ যে সরকারকে তাদের ওপরে চাপাবে আমাদের পার্টির সেই সরকারকেই বা তারা ভালোবাসবে কেন? আমাদের হয়তো বলবে বিদেশী পার্টি কি তার চাইতেও খারাপ কিছু। পেন্টাগন আবার গুপ্ত সমিতি হিসেবে কাজ শুরু করবে, তাদের রাজনৈতিক বুলিগুলো পর্যন্ত বদলাতে হবে না।

উগো। পেন্টাগন, আমি.....

ওদ্যরের। তাছাড়া আরো এক ব্যাপার আছে। দেশ এখন সর্বস্বান্ত, হয়তো বা যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হবে। রিজেণ্টের জায়গায় যে সরকারই আসুক, তাকে অনেক কড়া আইন-কানুন চালাতে হবে---ফলে তা জনসাধারণের কাছে অপ্রিয় হবেই। লাল ফৌজ এদেশ থেকে চলে যাবার পরের দিনই বিদ্রোহের ঢেউ আমাদের সরকারকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

উগো। বিদ্রোহ পিষে মুছে দেয়া যায়। আমরা কড়া শাসনের ব্যবস্থা করব।

ওদ্যরের। কড়া শাসন? কি দিয়ে? বিপ্লবের পরেও সর্বহারারা হবে সবচেয়ে দুর্বল দল। অনেকদিন পর্যন্তই তারা তাই থাকবে। কড়া শাসন! যখন একদিকে বুর্জোয়াদের পার্টি প্রাণপণে চেষ্টা করবে আমাদের সব কাজ বানচাল করতে, আর চাষীরা আমাদের না খাইয়ে মারার জন্যে তাদের সব ফসল পুড়িয়ে দেবে?

উগো। তাতে কি? ১৯১৭ সালে বলশেভিক পার্টিকেও অনেক সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছিল।

ওদ্যরের। বিদেশি ফৌজ এসে তাদের ক্ষমতায় বসায়নি। এখন ভাই আমার কথাটা শোনো, একটু বোঝার চেষ্টা করো। আমরা কারস্কির উদারপন্থী পার্টি আর রিজেন্টের রক্ষণশীলদের সঙ্গে মিলে সরকার গঠন করলাম। কোনো ঝঞ্ঝাট নেই, কোনো তর্ক নেই, কেননা সেটা জাতীয় সরকার। কেউ বলতে পারবে না যে বাইরের কেউ আমাদের ক্ষমতায় বসিয়েছে। আমি প্রতিরোধ কমিটিতে অর্ধেক আসন চেয়েছি, কিন্তু মন্ত্রিসভায় অর্ধেক আসন চাইবার মতো বোকামি আমি করবো না। আমরা সেখানে সংখ্যালঘিষ্ঠ দল হবো। এমন সংখ্যালঘিষ্ঠ দল যারা অপ্রিয় সব আইন করার দায়িত্ব অন্য দলগুলোর ওপরে ছেড়ে দেবে, আর তারই সঙ্গে-সঙ্গে সরকারের ভেতর থেকেই তার বিরোধিতা করে জনসাধারণের সমর্থন লাভ করবে। ওরা তো তখন একেবার কোণঠাসা। দু'বছরের মধ্যে ওদের উদারনীতির দেউলে দশা সকলের নজরে পড়বে—আর তখন আমরা যাতে আমাদের হাতে ক্ষমতা নিই, তারই জন্যে সারা দেশ

আমাদের পীড়াপীড়ি করবে।

উগো। আর তারই সঙ্গে পার্টিও খতম হয়ে যাবে।

ওদ্যরের। খতম হয়ে যাবে? কেন?

উগো। পার্টির একটা কর্মসূচি আছে : সেটা হোলো সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি চালু করা। তার একটা পদ্ধতি আছে : শ্রেণী সংগ্রামের সুযোগ নেওয়া। তুমি পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যে শ্রেণী-সহযোগের নীতি চালু করার জন্যে পার্টিকে ব্যবহার করতে যাচ্ছ। তুমি যাচ্ছ বছরের পর বছর ধরে ধাপ্পা দিতে, ষড়যন্ত্র করতে, প্যাঁচ কষতে, রফার পর রফা করতে। তুমি আমাদের কর্মীদের কাছে পার্টির সহযোগিতায় চালু সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল আইন-কানুনকে সমর্থন করবে। কেউ তোমার কথা বুঝবে না। যারা পার্টির মধ্যে গোঁড়া কর্মী, তারা আমাদের ছেড়ে যাবে; বাকি যারা থাকবে তারও যেটুকু বা রাজনৈতিক চেতনা সম্প্রতি লাভ করেছিল, তাও ক্রমে-ক্রমে হারাবে। আমাদের মধ্যে বিষ সংক্রামিত হবে, আমাদের সংকল্প দুর্বল হয়ে পড়বে, আমাদের পরিপ্রেক্ষিত কেন্দ্রচ্যুত হবে। আমরা হয়ে উঠবো সংস্কারপন্থী জাতীয়তাবাদী। আর শেষটায় আমাদের এমন দশা হবে যে, বুর্জোয়া পার্টিরা শুধু কড়ে আঙুলের ডগাটা তুললেই আমরা একেবারে মুছে যাবো। ওদ্যরের, পার্টি তোমার। কত মেহনতে একে গড়ে তুলেছ, এর জন্যে কত ত্যাগ দাবি করেছ, কত বিধিনিষেধ চাপিয়েছ কর্মীদের ওপরে—এ তুমি তো ভুলতে পারো না। আমি তোমার কাছে ভিক্ষে চাইছি—নিজের হাতে তুমি এসব নষ্ট করে দিও না।

ওদ্যরের। কি বক্‌বকই করতে পারো! যদি ঝুঁকিই না নিতে চাও তবে রাজনীতির খেলা খেলতে এসো না।

উগো। আমি এমন ঝুঁকি নিতে রাজী নই।

ওদ্যরের। চমৎকার! কিন্তু তাহলে ক্ষমতা মুঠোয় ধরে রাখবে কি করে?

উগো। কি দরকার ক্ষমতা নেওয়ার?

ওদ্যরের। তুমি কি পাগল? একটা সমাজতন্ত্রী গণবাহিনী এসে দেশ দখল করতে যাচ্ছে, আর তুমি তার সুযোগ না নিয়ে সে বাহিনীকে চলে যেতে দেবে? এ সুযোগ আর আসবে না। আমি বলছি তোমাকে শুধু নিজেদের জোরে বিপ্লব করার শক্তি আমাদের নেই।

উগো। অত দাম দিয়ে ক্ষমতা পেতে রাজী নই।

ওদ্যরের। তবে পার্টি দিয়ে কি করতে চাও তুমি? ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া পয়দা করবার আস্তাবল বানাতে চাও? ছুরিকে প্রত্যহ শানাবার কি মানে হয়, যদি তা দিয়ে কোনোদিন কিছু নাই কাটবে? পার্টি উদ্দেশ্য সাধনের একটা উপায় মাত্র। আর সে উদ্দেশ্য শুধু একটাই হতে পারে : ক্ষমতা হাতে পাওয়া।

উগো। উদ্দেশ্য শুধু একটাই হতে পারে : আমাদের যত আদর্শ সব কাজে চালু করা, আমাদের প্রত্যেকটি আদর্শ, শুধু আমাদেরই আদর্শ। অন্য কিছু নয়।

ওদ্যরের। তা বটে, তোমার এখনো আদর্শের বালাই আছে। ও মোহ তুমি কাটিয়ে উঠবে।

উগো। তুমি কি ভেবেছ এ শুধু একা আমার? রিজেন্টের পুলিশের হাতে আমাদের যে সহকর্মী বন্ধুরা মারা গেছে, তারা কি এই আদর্শের প্রেরণাতেই প্রাণ দেয়নি? আমরা

যদি তাদের সেই ঘাতকদের বাঁচাবার জন্যে পার্টিকে ব্যবহার করি, তাহলে কি তাদের কাছে বেইমানি করা হবে না?

ওদ্যরের। যারা মারা গেছে, তাদের জন্যে আমার একরত্তিও মাথাব্যাথা নেই। তারা পার্টির জন্যে প্রাণ দিয়েছে; পার্টি যা ভালো বোঝে তাই করবে। আমার রাজনীতি যারা বেঁচে আছে তাদের হাতে গড়া, তাদেরই জন্যে গড়া।

উগো। আর তোমার বিশ্বাস যারা বেঁচে আছে তারা তোমার এই সহযোগিতার চুক্তি মেনে নেবে?

ওদ্যরের। তাদের আস্তে-আস্তে গেলাতে হবে।

উগো। তাদের ভাঁওতা দিয়ে।

ওদ্যরের। মাঝে মাঝে ভাঁওতা দিয়ে।

উগো। তোমাকে..... তোমাকে দেখলে মনে হয়, তুমি এত বাস্তব, এত বলিষ্ঠ! তুমি কমরেডদের ভাঁওতা দেবে এ কখনো সত্যি হতে পারে না।

ওদ্যরের। কেন? আমরা এখন লড়াই করছি। লড়াইয়ের ধাপে ধাপে বর্ণনা কেউ আগে থেকে সৈন্যদের দেয় না।

উগো। ওদ্যরের, আমি.....আমি তোমার চাইতে অনেক ভালো করে জানি ভাঁওতা দেওয়া কি জিনিস। বাড়িতে প্রত্যেকে নিজেকে নিজে ভাঁওতা দিত, আমাকে বাড়িসুদ্ধ সবাই ভাঁওতা দিত। পার্টিতে যোগ দেওয়ার পর আমি প্রথম বুক ভরে নিঃশ্বাস নিতে পেরেছি। জীবনে এই প্রথম কিছু মানুষ দেখলাম, যারা পরস্পরকে ভাঁওতা দেয় না। প্রত্যেকে অপরকে বিশ্বাস করতে পারে। সবচেয়ে সামান্যতম কর্মীও নিশ্চিতভাবে টের পায় যে নেতাদের

প্রতিটি নির্দেশ তার নিজের গভীরতম কামনাকেই তার কাছে খুলে ধরেছে। কোনো কঠিন কাজের ভার পড়লে সে জানে কেন সে প্রাণ দিতে রাজি হোলো। তোমার অধিকার নেই.....

ওদ্যরের। কিসের কথা বলছ?

উগো। আমাদের পার্টির কথা।

ওদ্যরের। আমাদের পার্টি? কিন্তু সবাইতো চিরকাল একটু-আধটু ভাঁওতা দিয়ে এসেছে। আর পাঁচজন যেমন দেয়। তোমার নিজের কথাই ধরো, উগো। তুমি নিঃসন্দেহ, তুমি কখনো ভাঁওতা দাওনি, কখনো ভাঁওতা দাও না, এই মুহূর্তে ভাঁওতা দিচ্ছ না?

উগো। আমি আমাদের সহকর্মীদের কখনো ভাঁওতা দিইনি। আমি.....যদি মানুষদের এত অপদার্থই ভাবো যে মিথ্যে দিয়ে তাদের মাথা বোঝাই করতে তোমার বাধে না, তবে তাদের মুক্তির জন্যে লড়াই করে কি হবে?

ওদ্যরের। যখন মিথ্যের একান্ত দরকার পড়ে, তখন আমি মিথ্যে বলি। আর কাউকেই আমি অপদার্থ ভাবি না। ভাঁওতা দেওয়া কিছু আর সংসারে আমি উদ্ভাবন করিনি। শ্রেণীবিভক্ত সমাজ থেকেই এর উদ্ভব। জন্মসূত্রে ও আমাদের উত্তরাধিকার। আমরা মিথ্যে কথা বলবো না বললেই সংসার থেকে মিথ্যে কথা সব লোপ পাবে না। শ্রেণীভেদ উচ্ছেদ করার জন্যে যে উপায় সম্ভব তাই আমাদের ব্যবহার করতে হবে।

উগো। সব উপায়ই তো ভালো নয়।

ওদ্যরের। সব উপায়ই ভালো—যদি তাতে কার্যসিদ্ধি হয়।

উগো। তাহলে তুমি কোন অধিকারে রিজেণ্টকে তার

রাজনীতির জন্যে দোষী করছো? সে তো দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্যে সোভিয়েটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল।

ওদ্যরের। তুমি কি ভেবেছ, আমি তাকে দোষ দিচ্ছি? তার শ্রেণীর যে কোনো উজবুক এ অবস্থায় পড়লে যা করতো, সেও তাই করেছে। আমরা কতগুলো মানুষ কি একটা নীতির বিরুদ্ধে তো লড়াই করছি না; যে শ্রেণী এইসব মানুষ আর নীতির জন্ম দিয়েছে, তার বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই।

উগো। আর তোমার কাছে সেই লড়াই চালাবার শ্রেষ্ঠ উপায় হোলো তাদের সঙ্গে ক্ষমতার ভাগীদার হতে চাওয়া?

ওদ্যরের। ঠিক তাই। আজকের অবস্থায় সেটাই শ্রেষ্ঠ উপায়। (থেমে) ছেলেমানুষ! নিজের পবিত্রতা নিয়ে কি মোহ তোমার! কত ভয়, পাছে তোমার দু'হাতে নোংরা লাগে! ভালো কথা, থাকো পবিত্র! কিন্তু তাতে কার কি ফায়দাটা হবে? আর কেনই বা তুমি আমাদের মধ্যে এসেছিলে? পবিত্রতা ফকির সন্ন্যাসীদের আদর্শ। তোমরা বুদ্ধিজীবীরা, বুর্জোয়া অ্যানর্কিস্টরা, তোমরা কোনো কিছু না করার কৈফিয়ৎ হিসেবে পবিত্রতার অজুহাত দাও। কোরো না কিছু, থাকো ছিমছাম, শরীরের দু'পাশে ফিট্‌ফাট ঝুলিয়ে রাখো কনুই দুটো, নরম দস্তানায় ঢেকে রাখো তোমার হাত। আমার দু'হাত নোংরা, রক্তে আর ক্লেদে কনুই পর্যন্ত দু'হাত ডুবিয়েছি। সুতরাং? তুমি কি ভেবেছো যে নিষ্পাপ থেকেও তুমি দেশ শাসন করতে পারো?

উগো। একদিন দেখতে পাবে, রক্তকে আমি ভয় করি না।

ওদ্যরের। চমৎকার। লাল দস্তানা, খুব কায়দাদুরস্ত, ভারি সৌখিন। তোমার ভয় বাকি ব্যাপারটাতে। সেটা তোমার অভিজাত খুদে নাকে লাগে কি না।

উগো। শেষ পর্যন্ত সেই গোড়ার কথাতেই ফিরে এলাম। আমি বড়লোকের ঘরে জন্মেছি---আমার কখনো ক্ষিদে পায়নি এমনি হারামি। কিন্তু আমার মত তো শুধু আমার একার নয়---আর সেখানেই তোমার বিপদ।

ওদ্যরের। একার নয়? তুমি কি এখানে আসার আগে আমার এই চুক্তি আলোচনার কথা কিছু জানতে?

উগো। ন.....না। আবহাওয়াতে এমনিতর একটা সম্ভাবনার আভাস পাওয়া গিয়েছিল। আমরা পার্টির মধ্যে এ নিয়ে আলোচনা করেছি। আর বেশিরভাগেরই মত আমার সঙ্গে এক। আমি শপথ করে বলতে পারি, তারা কেউই বড়লোকের ঘর থেকে আসেনি।

ওদ্যরের। ছেলেমানুষ! তুমি আমার কথা ভুল বুঝেছ। পার্টির মধ্যে যারা আমার নীতির বিরুদ্ধে, তাদের আমি চিনি, তারা আমারই জাতের মানুষ, তোমার জাতের নয়---আর সেকথা বুঝতে তোমার নিজেরও খুব বেশি সময় লাগবে না। তারা যদি আমার এ আলোচনায় আপত্তি করে থাকে, তার একমাত্র কারণ তারা ভাবছে, এটা এ আলোচনার উপযুক্ত সময় নয়। অন্য অবস্থায় তারাই প্রথমে ঠিক এই কাজটিই করবে। কিন্তু তুমি সব ব্যাপারটাকে আদর্শের প্রশ্ন করে তুলছো।

উগো। আদর্শের কথা কে বলেছে?

ওদ্যরের। তুমি এটা আদর্শের প্রশ্ন করে তুলছো না? বেশ কথা। তাহলে এ যুক্তিতে তোমার আস্থা হবে। আমরা যদি রিজেন্টের সঙ্গে রফা করতে পারি, তাহলে সে যুদ্ধ

বন্ধ করবে। ইলিতিয়ার ফৌজ তখন চুপচাপ বসে অপেক্ষা করবে, কখন রুশ সৈন্য এসে তাদের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে নেয়। আমরা যদি এ আলোচনা ভেঙে দিই, সে জানবে তার আর কোনো আশা নেই। সে তখন পাগলা কুকুরের মতো মরিয়া হয়ে লড়বে। লক্ষ লক্ষ লোক সে লড়াইয়ে মুছে যাবে। কি বলো তুমি? (থেমে) তাহলে? কি বলো তুমি? কলমের একটা খোঁচায় লক্ষ-লক্ষ লোককে মুছে দিতে পারো কি?

উগো। (কষ্টে, চেষ্টা করে) ফুল বিছিয়ে তো বিপ্লব করা সম্ভব নয়। যদি তাদের মরতেই হয়.....

ওদ্যরের। তাহলে?

উগো। তাহলে, তারা মরবে।

ওদ্যরের। দেখলে তো। দেখলে তো। তুমি মানুষকে ভালোবাসো নাগো, তুমি শুধু তোমার আদর্শকেই ভালোবাসো।

উগো। মানুষ? মানুষদের কেন ভালোবাসবো? তারা কি আমাকে ভালোবাসে?

ওদ্যরের। তবে কেন তুমি আমাদের সঙ্গে এলে? যদি মানুষদের তুমি ভালো না বাসো তবে তাদের জন্যে লড়বে কি করে?

উগো। পার্টির উদ্দেশ্য ন্যায়সংগত ছিল বলে পার্টিতে এসেছিলাম, যেদিন তা থাকবে না শুধু সেদিনই তাকে ছাড়বো। আর মানুষদের কথা বলছো—তারা যে কী তাতে আমার কোনো আগ্রহ নেই। তারা কী হতে পারে তাতেই আমার আগ্রহ।

ওদ্যরের। কিন্তু তারা যা তার জন্যেই আমি তাদের ভালোবাসি।

তাদের নোংরামি, পাপ, সবকিছু নিয়ে। আমি ভালোবাসি তাদের স্বর, তাদের প্রসারিত উষ্ণ হাত, তাদের ত্বক, তাদের উদ্বিগ্ন মুখ, মৃত্যু আর অন্তর্গ্লানির বিরুদ্ধে তাদের মরিয়া সংগ্রাম। আমার কাছে পৃথিবীতে একজন লোক বেশি আছে কি কম আছে, সেটাই বড় কথা। তার জীবন মূল্যবান। তোমাকে আমি জানি, ভাই, তুমি ধ্বংসজীবী। তুমি নিজেকে ঘেন্না করো বলেই মানুষকে ঘেন্না করো : তোমার পবিত্রতা মৃত্যুর পবিত্রতা। যে বিপ্লবের স্বপ্ন তুমি দেখ, সে আমাদের বিপ্লব নয়। তুমি জগতটাকে বদলাতে চাও না---তাকে একেবারে ভেঙে চুরমার করে দিতে চাও।

উগো। (উঠে দাঁড়িয়ে) ওদ্যরের।

ওদ্যরের। তোমার কি দোষ; তোমরা বুদ্ধিজীবীরা সব একরকমের। কোনো বুদ্ধিজীবী কখনো সত্যিকারের বিপ্লবী হয় না —তার তাকত বড়জোর খুনে হওয়া।

উগো। খুনে! হ্যাঁ!

যেসিকা। উগো।

(তাদের দু'জনের মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দরজায় চাবি ঘোরানোর আওয়াজ হয়। দরজা খোলে। জর্জ আর স্লিক ঢোকে।)

জর্জ। এই তো, তুমি এখানে। আর আমরা সব জায়গায় খুঁজে বেড়াচ্ছি।

উগো। আমার ঘরের চাবি তোমাদের দিলো কে?

স্লিক। আমাদের কাছে সব ঘরের চাবি আছে। কেনই বা থাকবে না? আমরা যে ওর দেহরক্ষী।

জর্জ। (ওদ্যরেরকে) আমাদের যা ঘাবড়ে দিয়েছিলে। স্লিক ঘুম ভেঙে উঠে দেখে কোথাও ওদ্যরের-এর চিহ্ন নেই।

যখন একটু হাওয়া খেতে বেরোও, আমাদের একটা হাঁক দিলে তো পারো।

ওদ্যরের। তোমরা ঘুমোচ্ছিলে.....

স্নিক। (অবাক হয়ে) তাতে কি? কবে থেকে আবার আমাদের ওঠাবার দরকার হলে পড়ে ঘুমোতে দাও?

ওদ্যরের। (হাসতে হাসতে) কি যেন হয়েছিল আমার। (থেমে) চলো, তোমাদের সঙ্গে যাবো। কাল সকালে দেখা হচ্ছে। নটায়। তখন আবার এ বিষয়ে আলোচনা করা যাবে। (উগো সাড়া দেয় না) শুভরাত্রি, যেসিকা।

যেসিকা। আগামী কাল, ওদ্যরের। (তারা বেরিয়ে যায়। অনেকক্ষণ চুপচাপ।) তাহলে?

উগো। তুমি তো ছিলে---শুনলে ওর কথা।

যেসিকা। তোমার কি মনে হচ্ছে?

উগো। আমার কি মনে হতে পারে আশা করছো? আগেই তো বলেছিলাম ও অসম্ভব ঘোড়েল লোক।

যেসিকা। উগো! ওর কথায় যুক্তি আছে।

উগো। বেচারি যেসিকা! তুমি এসবের কি জানো?

যেসিকা। তুমিই বা কি জানো? ওর কাছে তোমাকে এতটুকু দেখাচ্ছিল।

উগো। তথাস্তু। আমাকে ছোট দেখানো ওর পক্ষে সহজ। একবার লুই-এর মুখোমুখি হোতো। সে অত সহজ ঠাঁই নয়।

যেসিকা। বলা যায় না, হয়তো তাকেও অমনি পকেটে পুরে ফেলতো।

উগো। (হেসে ওঠে) কি? লুইকে? তুমি তাকে চেনো না।

তার কখনো ভুল হয় না।

যেসিকা। কেন হবে না?

উগো। কেন---কারণ সে যে লুই।

যেসিকা। উগো, তুমি নিজের মনের বিরুদ্ধে কথা বলছো। তুমি যখন ওদ্যরের-এর সঙ্গে তর্ক করছিলে আমি তোমাকে লক্ষ্য করছিলাম। ও তোমাকে বোঝাতে পেরেছে। ওর কথাই ঠিক।

উগো। ও মোটেই আমাকে বোঝাতে পারেনি। কমরেডদের ভাঁওতা মারা ভালো, একথা কেউ আমাকে কোনোদিন বোঝাতে পারবে না। কিন্তু ও যদি আমাকে সত্যি বোঝাতে পারতো, তবে ওকে খুন করার সেটা আর একটা কারণ মনে করতাম। কেননা,তার মানে অন্য সবাইকেও বোঝাতে পারবে। কাল সকালে এর হেস্তনেস্ত করবো।

**যবনিকা**

## ষষ্ঠ অঙ্ক

ওদ্যরের-এর অফিস।

জানালার যে-কবাট দুটো বোমায় খুলে ছিটকে পড়েছিল, দেয়ালে তাদের ঠেস দিয়ে রাখা হয়েছে। ভাঙা কাঁচের স্তূপ সরানো হয়েছে। জানালা ঢেকে এখন একটা পিন-আঁটা পর্দা ঝুলছে, তার নিচটা মাটিতে এসে পড়েছে। দৃশ্যের সূচনায় দেখা যায় ওদ্যরের গ্যাসচুল্লির সামনে দাঁড়িয়ে কফি তৈরি করতে করতে পাইপ টানছে। দরজায় আওয়াজ হয়; দরজার ফাঁক দিয়ে স্লিক মাথা বাড়ায়।

স্লিক। মেয়েটা এসেছে, তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

ওদ্যরের। না।

স্লিক। বলছে খুব নাকি দরকারি কথা আছে।

ওদ্যরের। আচ্ছা, আসতে দাও। (যেসিকা ঢোকে, স্লিক অন্তর্ধান করে।) কি? (যেসিকা কথা বলে না।) এদিকে এসো। (যেসিকা দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে, তার চুলের গোছা মুখের পরে এসে পড়েছে। ওদ্যরের তার কাছে এগিয়ে যায়।) সত্যি কিছু বলার আছে? (যেসিকা ঘাড় নাড়ে।) তা বলে ফ্যালো, তারপর ভাগো।

যেসিকা। তোমার সব সময়েই এত তাড়াতাড়ি.....

ওদ্যরের। আমার কাজ আছে।

যেসিকা। তুমি তো এখন কাজ করছো না, কফি বানাচ্ছো। আমাকে এক কাপ দেবে?

ওদ্যরের। দিচ্ছি। (থেমে) তাহলে?

যেসিকা। একটু সময় দাও। তোমার সঙ্গে কথা বলা এত শক্ত। তুমি উগোর জন্যে অপেক্ষা করছো, আর সে এখন দাড়ি কামানোই শুরু করেনি।

ওদ্যরের। ভালো কথা। দম নেবার জন্যে পাঁচ মিনিট দিলাম। এই নাও তোমার কফি।

যেসিকা। আমার সঙ্গে কথা বলো।

ওদ্যরের। কি?

যেসিকা। যতক্ষণ না দম ফিরে পাই, তুমি কিছু বলো।

ওদ্যরের। আমার তোমাকে বলার কিছু নেই। তাছাড়া মেয়েদের সঙ্গে কি করে কথা বলতে হয় আমি জানিনা।

যেসিকা। হ্যাঁ, তুমি ভালো করেই জানো।

ওদ্যরের। বটে? (চুপচাপ)

যেসিকা। কাল রাত্রে....

ওদ্যরের। কি?

যেসিকা। আমার মনে হোলো তোমার কথাই যথার্থ।

ওদ্যরের। যথার্থ? ও! (থেমে) ধন্যবাদ, তোমার কথাতে খুব ভরসা পেলাম।

যেসিকা। তুমি আমাকে ঠাট্টা করছো।

ওদ্যরের। হ্যাঁ। (চুপচাপ।)

যেসিকা। আচ্ছা, আমি যদি পার্টিতে যোগ দিই, ওরা আমাকে নিয়ে কি করবে?

ওদ্যরের। ওরা তোমাকে যোগ দিতে দেয় কিনা আগে দেখ।

যেসিকা। ধরো যদি দেয়, তাহলে কি করবে?

ওদ্যরের। কি জানি। (থেমে) একথা জানতেই কি এখানে এসেছো?

যেসিকা। না।

ওদ্যরের। তাহলে কী কথা? তুমি কি উগোর সঙ্গে ঝগড়া করেছো? চলে যেতে চাও?

যেসিকা। না। আমি চলে গেলে তোমার খারাপ লাগবে।

ওদ্যরের । খুব খুশি হবো। নির্ঝঞ্ঝাটে কাজ করা যাবে।

যেসিকা। তুমি মোটেই সত্যি বলছো না?

ওদ্যরের। বলছি না?

যেসিকা। না। (থেমে) কাল রাতে যখন ঘরে ঢুকলে, তোমাকে এত একা দেখাচ্ছিল।

ওদ্যরের। কি হোলো তাতে?

যেসিকা। একদম একা একটা মানুষ, কি সুন্দর আশ্চর্য!

ওদ্যরের। এত সুন্দর আশ্চর্য যে অমনি তুমি তাকে সঙ্গ দিতে চাইলে। আর তখন আর সে একা রইলো না। বড় মজার এই দুনিয়া।

যেসিকা। না, আমি থাকলেও তুমি একদম একাই থাকবে। আমি কোনো অসুবিধা করবো না।

ওদ্যরের। তোমার সঙ্গে থাকা?

যেসিকা। কথার কথা। (থেমে) তোমার বিয়ে হয়েছিল?

ওদ্যরের। হ্যাঁ।

যেসিকা। পার্টির মেয়ের সঙ্গে?

ওদ্যরের। না।

যেসিকা। তুমি না বলেছিলে প্রত্যেকের উচিত পার্টির মেয়েকেই বিয়ে করা।

ওদ্যরের। ঠিকই তো।

যেসিকা। সে কি দেখতে সুন্দর ছিল?

ওদ্যরের। সেটা নির্ভর করতো দিনটা কেমন, আর সুন্দর বলতে কি বোঝ তার ওপর।

যেসিকা। আর আমি? তোমার কি মনে হয় আমি সুন্দর?

ওদ্যরের। তুমি কি আমার সঙ্গে মস্করা করছ?

যেসিকা। (হেসে ওঠে) হ্যাঁ।

ওদ্যরের। পাঁচ মিনিট হয়ে গেছে। কি বলার আছে বলে ফ্যালো, আর না হয় ভাগো।

যেসিকা। তুমি ওকে জখম কোরো না।

ওদ্যরের। কাকে?

যেসিকা। উগোকে। তুমি ওকে স্নেহ করো, তাই না?

ওদ্যরের। দেখ, ওসব ন্যাকা-ন্যাকা কথা বাদ দাও। ও আমাকে খুন করতে চায়? এই তো তোমার কথা?

যেসিকা। ওকে জখম কোরো না।

ওদ্যরের। না, ওকে জখম করবো না।

যেসিকা। তুমি... তুমি জানতে?

ওদ্যরের। কাল থেকে। ও কি দিয়ে খুনের চেষ্টা করবে?

যেসিকা। মানে?

ওদ্যরের। কি অস্ত্র দিয়ে? হাত-বোমা, রিভলবার, ছোরা, ভোজালি, বিষ?

যেসিকা। রিভলবার।

ওদ্যরের। সেই বরং ভাল।

যেসিকা। আজ সকালে আসবার সময় ও রিভলবারটা সঙ্গে আনবে।

ওদ্যরের। ভালো। ভালো, ভালো। তা তুমি ওকে ধরিয়ে দিচ্ছ

কেন? তুমি কি ওর উপর চটেছো?

যেসিকা। না, কিন্তু...

ওদ্যরের। বলে ফেল।

যেসিকা। ও আমার কাছে সাহায্য চেয়েছে।

ওদ্যরের। আর এইভাবে বুঝি সাহায্য করছো? অবাক করলে।

যেসিকা। ও তোমাকে খুন করতে চায় না। একটুও চায় না। ও তোমাকে বড্ড বেশি ভালোবাসে। কিন্তু ওর ওপরে হুকুম রয়েছে। ও না বললেও আমি নিশ্চয় জানি, সে হুকুম তামিল করায় যদি বাধা পড়ে ও খুশি হবে, সত্যি সত্যি খুশি হবে।

ওদ্যরের। দেখা যাক্।

যেসিকা। তুমি কি করবে?

ওদ্যরের। জানি না।

যেসিকা। স্লিককে দিয়ে খুব আস্তে করে ওর হাত থেকে রিভলবারটা নিয়ে নাও। ওর শুধু একটাই রিভলবার আছে। সেটা যদি নিয়ে নাও, সব চুকে যাবে।

ওদ্যরের। না, তাতে ও নিজের কাছে ছোট হয়ে যাবে। মানুষকে নিজের কাছে ছোট করতে নেই। আমি ওর সঙ্গে কথা বলবো।

যেসিকা। তুমি ওকে অস্ত্র সঙ্গে নিয়ে ঢুকতে দেবে?

ওদ্যরের। নয় কেন? আমি ওকে বোঝাতে চাই। তাতে প্রথম পাঁচ মিনিট খুব ঝুঁকি থাকবে, কিন্তু তার বেশি নয়। আজ সকালে যদি ও মারার চেষ্টা না করে, আর কখনো করবে না।

যেসিকা। (আচমকা) আমি চাই না ও তোমাকে খুন করে।

ওদ্যরের। আমি যদি খুন হই তাতে কি তোমার বিশ্রী লাগবে?

যেসিকা। আমার? খুব খুশি হবো। (দরজায় শব্দ)

স্লিক। উগো এসেছে।

ওদ্যরের। এক সেকেন্ড। (স্লিক্ দরজাটা ভেজিয়ে দেয়) জানালা দিয়ে বেরিয়ে যাও।

যেসিকা। আমি তোমাকে ছেড়ে যাবো না।

ওদ্যরের। যদি তুমি থাকো ও নিশ্চয় গুলি করবে। কথা শোনো, বেরোও জলদি! (যেসিকা জানালা দিয়ে বেরিয়ে যায়। তার পেছনে পর্দাটা আবার ঝুলে নিজের জায়গায় পড়ে।) ওকে নিয়ে এসো।

(উগো ঢোকে। ওদ্যরের দরজার কাছ পর্যন্ত এগিয়ে উগোর সঙ্গে টেবিলের কাছে ফিরে আসে। সে সারাক্ষণ ওর পাশে কাছাকাছি থাকে, কথা বলতে-বলতে ওর গতিবিধির ওপরে লক্ষ্য রাখে যাতে উগো রিভলবারের দিকে হাত বাড়ালেই ওর কব্জিটা চেপে ধরতে পারে।)

কেমন? রাতে ভালো ঘুম হয়েছিলো?

উগো। এক রকম।

ওদ্যরের। খোয়ারির মুখ?

উগো। বেজায়।

ওদ্যরের। তুমি কি এখনো সেই সিদ্ধান্ত করে আছ?

উগো। (অবাক হয়ে) কী সিদ্ধান্ত?

ওদ্যরের। কাল রাতে যে বললে আমার মত বদলাতে না পারলে তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাবে?

উগো। হ্যাঁ, ঠিক করেছি।

ওদ্যরের। ভালো। আচ্ছা, সেকথা পরে আলাপ করা যাবে। ইতিমধ্যে কিছু কাজ সেরে নেওয়া যাক। বোসো। (উগো তার কাজ করার টেবিলে গিয়ে বসে) আমরা

কোথায় থেমেছিলাম?

উগো। (নোট থেকে পড়ে) "সম্প্রতিকার হিসেব অনুসারে চাষমজুরের সংখ্যা ১৯০৬ সালের সাতাশি লক্ষ একষট্টি হাজার থেকে কমে এখন ..."

ওদ্যরের। জানো, বোমাটা যে ছুঁড়েছিল সে একজন স্ত্রীলোক?

উগো। স্ত্রীলোক?

ওদ্যরের। স্লিক ফুলের কেয়ারিতে তার পায়ের ছাপ দেখেছে। তুমি চেনো তাকে?

উগো। আমি কি করে চিনবো? (চুপচাপ)

ওদ্যরের। মজার, তাই না?

উগো। খুব।

ওদ্যরের। কিন্তু তোমার যে খুব মজা লেগেছে, তা তো দেখাচ্ছে না। কি হয়েছে?

উগো। শরীর ভালো নেই।

ওদ্যরের। সকালটা ছুটি নিতে চাও?

উগো। না, কাজ করা যাক্।

ওদ্যরের। আবার গোড়া থেকে পড়ো।

উগো। (নোটগুলো নিয়ে আবার পড়তে শুরু করে) "সম্প্রতিকার হিসেব অনুসারে ...." (ওদ্যরের হাসতে শুরু করে। উগো আচমকা চোখ তুলে চায়।)

ওদ্যরের। ওর বোমা কেন আমাদের লাগেনি জানো? নিশ্চয়ই চোখ বুজে বোমাটা ছুঁড়েছিল।

উগো। (বিচলিত) কেন?

ওদ্যরের। আওয়াজের ভয়ে। মেয়েরা না শোনার জন্যে চোখ বোজে। কেন, তা যেভাবে খুশি ব্যাখা করে নাও।

খুদে ইঁদুরগুলোর আওয়াজে বড় ভয়। তা না হলে মেয়েরা সব ধুরন্ধর খুনী হতে পারত। ওদের মন ভারি শাধাসিধে, তৈরি ভাবনা ধারণাগুলোকে তাই ওরা চট্ করে মেনে নেয়—আর ভগবানে বিশ্বাসের মতো সেগুলোতে অনড় বিশ্বাস রাখে। কিন্তু আমাদের কাছে নীতির নামে কোনো মানুষকে খুন করা অত সিধে ঠেকে না। ওসব নীতি-আদর্শ যে আমাদেরই বানানো, তাদের চেহারা যে আমাদের জানা। আমরা তাই কখনো একেবারে নিশ্চিত হতে পারি না যে আমরাই ঠিক। তুমি কি নিশ্চিত জানো যে তুমি ঠিক?

উগো। আমি নিশ্চিত।

ওদ্যরের। সে যাই হোক, তুমি কখনো খুনী হতে পারবে না। আসলে এটা পেশার প্রশ্ন।

উগো। পার্টি হুকুম দিলে যে কোনো লোকই খুন করতে পারে।

ওদ্যরের। পার্টি যদি তোমাকে শূন্যে বাঁধা দড়ির ওপরে নাচতে হুকুম দেয় তুমি তা পারবে? খুনীরা খুনী হয়েই জন্মায়। তুমি বড্ড বেশি ভাবো; তুমি কখনো মানুষ খুন করতে পারবে না।

উগো। মনস্থির করলে খুব পারতাম।

ওদ্যরের। তোমার সঙ্গে কোনো রাজনৈতিক ব্যাপারে আমি একমত হইনি বলে তুমি আমার এই দু'চোখের মাঝখানে ঠাণ্ডা মেজাজে গুলি করতে পার?

উগো। হ্যাঁ, যদি মনস্থির করতে পারি; কিংবা পার্টি যদি আমাকে হুকুম দেয়।

ওদ্যরের। অবাক করলে। (উগো পকেটে হাত দেবার জন্যে নড়তেই ওদ্যরের চট্ করে তার হাতটা ধরে টেবিলের

উপর রাখে।) ধরো যদি তোমার ঐ হাতে একটা রিভলবার থাকতো, আর এই আঙুলটা থাকতো ঠিক তার ঘোড়ার পরে ...

উগো। হাত ছেড়ে দাও।

ওদ্যরের। (না ছেড়ে) ধরো আমি এখন যেভাবে আছি ঠিক এইভাবে তোমার সামনে দাঁড়িয়ে, আর তুমি আমাকে তাগ করছো ...

উগো। ছেড়ে দাও। কাজ করো।

ওদ্যরের। তুমি আমার দিকে চেয়ে আছো আর ঠিক যখন খুন করতে যাচ্ছো এমন সময়, ধরো, তোমার মনে হোলো : "যদি আগাগোড়া ওই ঠিক ভেবে থাকে তাহলে?" কি বলছি বুঝতে পারছ?

উগো। আমি ভাববো না। আমাকে খুন করতে হবে এছাড়া আমি আর কিছুই ভাববো না।

ওদ্যরের। তুমি ভাববেই। বুদ্ধিজীবীকে সব সময়েই ভাবতে হয়। বন্দুকের ঘোড়াটা টেপবার আগেই তুমি তোমার কাজের সম্ভাব্য সব ফলাফল কল্পনায় দেখতে পাবে—একটা মানুষের সারা জীবনের সাধনা ধ্বংসস্তুপে পর্যবসিত, একটা সমগ্র কর্মধারা বিধ্বস্ত, বিলুপ্ত, আমার শূন্য স্থান পুর্ণ করার কেউ নেই, পার্টি হয়তো কোনোদিনই আর ক্ষমতা পাবে না .....

উগো। আমি বলছি তোমাকে, আমি ভাববো না।

ওদ্যরের। ভাবনাকে তুমি রুখতে পারবে না। আর তাই তো তোমার পক্ষে ঠিক। তুমি যেভাবে তৈরি তাতে তুমি যদি আগে না ভাবো তারপর সারাজীবন ধরেও ওকথা আর. ভেবে শেষ করতে পারবে না। (থেমে) আচ্ছা,

তোমরা সবাই কেন এমন খুনীর খেলা খেলতে চাও বলোতো? ওদের না হয় ভাববার ক্ষমতা নেই; কাউকে খুন করতে ওদের একটুও আটকায় না, কেননা জীবন যে কী তা ওদের ধারণাই নেই। যারা অন্যের মরার কথায় ভয় পায় আমার কাছে তাদের দাম অনেক বেশি। তাদের এই ভয়ই প্রমাণ যে তারা বাঁচা কাকে বলে তা জানে।

উগো। আমার বাঁচার কোনো যোগ্যতা নেই। জীবন যে কী তা আমি জানি না, জানতেও চাই না। এখানে আমি বেমানান, আমি সবার পথে বাধা। আমাকে কেউ ভালোবাসে না, কেউ বিশ্বাস করে না।

ওদ্যরের। আমি, আমি তোমাকে বিশ্বাস করি।

উগো। তুমি?

ওদ্যরের। নিশ্চয়। তুমি এখনো ছেলেমানুষ, বয়োঃপ্রাপ্তির কষ্ট তাই তোমার কাছে বড় কঠিন ঠেকছে। কিন্তু কেউ যদি তোমার এই বড় হওয়ার পথকে সুগম করায় সাহায্য করে, তুমি একদিন ভারি চমৎকার একটা মানুষ হয়ে উঠবে। ওদের বোমা গুলিগোলা এড়িয়ে যদি টিকতে পারি, আমি তোমাকে আমার কাছে রেখে সাহায্য করবো।

উগো। কী দরকার ছিল তোমার একথা বলবার? আজ কেন আমাকে একথা বললে?

ওদ্যরের। (তাকে ছেড়ে দিয়ে) শুধু দেখিয়ে দিতে যে, যদি নেহাত পেশাদার খুনে না হও তবে কোনো সতর্ক মানুষকে চট্ করে সাবাড় করে দেওয়া যায় না।

উগো। মন ঠিক করা থাকলে একাজ আমার নিশ্চয় পারা

উচিত। (আপন মনে প্রায় হতাশভাবে) একাজ আমার অবশ্যই পারা উচিত।

ওদ্যরের। আমি তোমার দিকে যতক্ষণ চেয়ে আছি তুমি আমাকে খুন করতে পারো? (তারা পরস্পরের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। ওদ্যরের টেবিল থেকে সরে এক-পা পিছিয়ে আসে) সত্যিকারের যারা খুনে তারা নিজেদের মাথার মধ্যে কি হয় তা পর্যন্ত জানে না। কিন্তু তুমি, তুমি তা জানো। আমাকে তুমি তাগ করছ, এ দেখার পরে আমার মাথার মধ্যে কি হতে পারে জানলে তুমি কি তা সহ্য করতে পারতে? (থামে। সমস্তক্ষণ ওর দিকে চেয়ে আছে) এক কাপ কফি খাবে? (উগো জবাব দেয় না) তৈরি করাই আছে। দিচ্ছি।

(উগোর দিকে পেছন ফিরে কাপে কফি ঢালে। উগো উঠে দাঁড়ায়, যে পকেটে রিভলবার আছে তার মধ্যে হাত ঢোকায়। স্পষ্ট বোঝা যায় সে নিজের সঙ্গে লড়াই করছে। ওদ্যরের একটুক্ষণ পরেই ঘুরে দাঁড়ায়। তারপর ধীরভাবে কাপটা হাতে নিয়ে উগোর কাছে আসে। কাপটা এগিয়ে ধরে।)

ধরো। (উগো কাপটা নেয়) তুমি বরং তোমার রিভলবারটা আমাকে দাও। এসো, দিয়ে যাও। দেখলে তো, আমি তোমাকে সুযোগ দিলাম, তুমি তা নিলে না। (উগোর পকেটে হাত ঢুকিয়ে রিভলবারটা বার করে।) এটা শুধু একটা খেলনা। (ডেস্কের কাছে গিয়ে রিভলবারটা ছুঁড়ে তার ওপরে ফেলে দেয়।)

উগো। আমি তোমাকে ঘেন্না করি। (ওদ্যরের তার কাছে ফিরে আসে।)

ওদ্যরের। না, তুমি তা করো না। কেন তুমি আমাকে ঘেন্না করতে যাবে?

উগো। তুমি ভাবছো আমি কি ভীতু।

ওদ্যরের। কেন? তুমি খুন করতে জানো না, কিন্তু তার মানে নয় যে তুমি মরতে জানো না। বরং তার উল্টো।

উগো। আমার আঙুলটা ঠিক বন্দুকের ঘোড়ার ওপরে ছিল।

ওদ্যরের। হ্যাঁ।

উগো। অথচ আমি ... (নিরুপায় ভঙ্গি করে)

ওদ্যরের। হ্যাঁ, এই কথাই তোমাকে বলছিলাম — তুমি যা ভেবেছিলে একাজ তার চাইতে অনেক শক্ত।

উগো। আমি জানতাম তুমি ইচ্ছে করে পিছন ফিরেছ। আর তারই জন্যে ...

ওদ্যরের। সে যাই হোক ...

উগো। আমি বেইমান নই।

ওদ্যরের। বেইমানির কথা কে বলেছে? সেও তো একটা পেশার প্রশ্ন।

উগো। ওদের কথামতো কাজ করিনি বলে ওরা ভাববে আমি বেইমান।

ওদ্যরের। ওরা কারা? (উগো নীরব) তোমাকে কি লুই পাঠিয়েছিল? (উগো নীরব) তুমি বলবে না। ঠিক কথা। (থেমে) শোনো, তোমার ভাগ্য আমার সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। গতকাল থেকে তুরুপের সব তাস আমার হাতে। আমি তোমার-আমার দু'জনের মাথাই বাঁচাব। আগামীকাল আমি শহরে যাবো, লুই এর সঙ্গে কথা বলবো। সে কঠিন চীজ বটে, কিন্তু আমিও তাই। তোমার সঙ্গীদের সঙ্গে তুমি মানিয়ে নিতে পারবে। আসলে শক্ত কাজ হবে, তোমার নিজের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেওয়া।

উগো। শত্রু? বেশি সময় নেবে না। শুধু আমার রিভলবারটা আমাকে ফিরিয়ে দিলেই হবে।

ওদ্যরের। না।

উগো। আমি যদি আমার নিজের মাথাটা উড়িয়ে দিই তাতে তোমার কি আসে যায়। আমি তো তোমার শত্রু।

ওদ্যরের। প্রথমত, তুমি আমার শত্রু নও। তাছাড়া তোমাকে দিয়ে এখনো কাজ হতে পারে।

উগো। তুমি ভালো করেই জানো আমি ফুরিয়ে গেছি।

ওদ্যরের। কি যে আজেবাজে বকো! তুমি নিজের কাছে প্রমাণ করতে গিয়েছিলে যে তুমি প্রত্যক্ষ কাজের মানুষ হতে পারো, আর তার জন্যে সবথেকে কঠিন কাজ বেছে নিয়েছিলে। লোকে স্বর্গে যাবার ইচ্ছে হলে এমনতরই করে। এটা তোমার বযসের ধর্ম। তুমি তা পারোনি, বেশ তো, তাতে হয়েছে কি? আসলে প্রমাণ করার কিছুই নেই। বিপ্লব তো গুণের ব্যাপার নয়, পটুতার ব্যাপার, আর স্বর্গ কোথাও নেই। শুধু কাজ করে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই নেই; এই-ই সব। আর যে মানুষ যা করতে পারে তার তাই করা উচিত — কাজটা যদি সহজ হয় আরো ভালো কথা। যা সবচেয়ে কঠিন তাই-ই সবচেয়ে ভালো কাজ নয়। সবচেয়ে ভালো তাই যা ভালো করে করা যায়।

উগো। আমার কোন কিছু করারই ক্ষমতা নেই।

ওদ্যরের। তোমার লেখার ক্ষমতা আছে।

উগো। লেখা! কথা! সবসময় খালি কথা!

ওদ্যরের। বেশতো, নয় কেন? তোমাকে জিততে হবে। অপটু খুনীর চাইতে না হয় ভাল লিখিয়েই হলে।

উগো। (ইতস্তত করে। কিন্তু খানিকটা বিশ্বাসের সঙ্গে) ওদ্যরের তোমার যখন আমার মতো বয়স ...

ওদ্যরের। বলো।

উগো। তখন তুমি হলে আমার অবস্থায় কি করতে?

ওদ্যরের। আমি? আমি গুলি করতাম। কিন্তু তার মানে নয় আমার পক্ষে সেইটেই সবচাইতে ভালো কাজ হোতো। তাছাড়া আমরা সব ঠিক এক ধরনের মানুষ নই।

উগো। আমার যে কি সাধ তোমার মতো মানুষ হই। কি আশ্চর্য তুমি।

ওদ্যরের। তাই ভাবো, না? (ছোট্ট করে হেসে) একদিন তোমাকে আমার কথা বলবো।

উগো। একদিন? (থেমে) ওদ্যরের, আমার সুযোগ আমি হারিয়েছি। এখন আমি জানি আমি তোমাকে কখনো গুলি করতে পারতাম না। আমি..... তোমার ওপরে আমার টান আছে। কিন্তু ভুল বুঝো না। কাল রাতে আমরা যা নিয়ে আলোচনা করছিলাম সে বিষয়ে তোমার সঙ্গে আমার কখনো একমত হবে না। আমি কখনো তোমার হয়ে কাজ করবো না। আর তুমি আমাকে বাঁচাবে এ আমি চাইনে। কাল নয়, কোনোদিনই নয়।

ওদ্যরের। যা তোমার ইচ্ছে।

উগো। এখন আমাকে যাবার অনুমতি দাও। সমস্ত ব্যাপারটা আমাকে ভেবে দেখতে হবে।

ওদ্যরের। আমার সঙ্গে আবার দেখা না হওয়া পর্যন্ত নির্বোধের মতো কোনো কাজ করবে না কথা দিচ্ছ?

উগো। যদি তুমি বলো।

ওদ্যরের। আচ্ছা, যেতে পারো। খানিকটা হেঁটে এসো, যত

শীগগির পারো ফিরো। ভুলে যেওনা তুমি এখনো আমার সেক্রেটারি। আমাকে যতক্ষণ না সাবাড় করছো, কি আমি তোমাকে না বরখাস্ত করছি, তুমি ততক্ষণ আমার কর্মচারি।

(উগো বেরিয়ে যায়)

ওদ্যরের। (দরজার কাছে গিয়ে) স্লিক!

স্লিক। অ্যাঁ?

ওদ্যরের। ছেলেটার মেজাজ একটু বেসামাল হয়েছে। ওর উপরে নজর রেখো। যদি আত্মহত্যাটত্যা করতে যায় আটকে দিও, তবে সেটা আস্তে করে। আর যদি এখানে আসতে চায় তবে আমাকে খবর দেবার নাম করে পথ আটকিয়ো না। ওর যেমন ইচ্ছে আসতে যেতে দিও। ওকে ঘাবড়ে দিও না।

(দরজা ভেজিয়ে দিয়ে টেবিলে গ্যাসচুল্লির কাছে ফিরে এক কাপ কফি ঢেলে নেয়। যেসিকা জানালায় ঝোলানো পর্দাটা সরিয়ে ভেতরে ঢোকে।)

বিচ্ছু মেয়ে, তুমি ফের এসেছ? কি চাই?

যেসিকা। আমি জানালার আড়ালে দাঁড়িয়ে সব শুনেছি।

ওদ্যরের। সুতরাং?

যেসিকা। ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।

ওদ্যরের। চলে গেলেই তো পারতে।

যেসিকা। তোমাকে এভাবে ফেলে যেতে পারলাম না।

ওদ্যরের। তুমি তো কোনো সাহায্য করতে পারতে না।

যেসিকা। তা জানি। (থেমে) আর কিছু না পারি হয়তো তোমার সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ে তোমাকে তাগ করে মারা গুলিটাকে মাঝপথে রুখতে পারতাম।

ওদ্যরের। তুমি ভারি রোম্যান্টিক, তাই না?

যেসিকা। তুমিও তো তাই।

ওদ্যরের। কি বললে?

যেসিকা। তুমিও রোম্যান্টিক। ওকে নিজের কাছে খাটো না করার জন্যে তুমি নিজের প্রাণের ঝুঁকি নিয়েছিলে।

ওদ্যরের। মাঝে মাঝে এমন ঝুঁকি নিতে হয়, নইলে সে প্রাণের সত্যি দাম জানবো কি করে?

যেসিকা। তুমি ওকে সাহায্য করতে চাইলে, আর ও সেটা প্রত্যাখান করল। অথচ তুমি রাগ করোনি। মনে হোলো তুমি ওকে স্নেহ করো।

ওদ্যরের। অতএব?

যেসিকা। কিছু না। ঐ পর্যন্ত। (পরস্পরের দিকে চেয়ে থাকে)

ওদ্যরের। বেরিয়ে যাও! (যেসিকা নড়ে না) যেসিকা, আমাকে কেউ কিছু দিতে এলে তা প্রত্যাখান করা আমার অভ্যাস নয়। আর আজ ছ'মাস হোলো কোনো মেয়েলোক আমি ছুঁইনি। তোমার এখনো চলে যাবার সময় আছে। কিন্তু আর পাঁচমিনিট পরে বড্ড দেরি হয়ে যাবে। শুনতে পাচ্ছো? (যেসিকা নড়ে না) ও বেচারির জগতে তুমি ছাড়া আর কেউ নেই, আর এখন ও ভয়ানক সব সংকটের মুখোমুখি হতে চলেছে। ওকে সাহস যোগাবার জন্যে কাউকে ওর একান্ত দরকার।

যেসিকা। সে সাহস তুমি ওকে দিতে পারো, আমি পারি না। আমরা শুধু পরস্পরকে আঘাত দিতে পারি।

ওদ্যরের। তোমরা পরস্পরকে ভালোবাসো।

যেসিকা। তাও সত্যি নয়। আমরা দু'জনে বড্ড বেশি একরকমের। (চুপচাপ)

ওদ্যরের। এটা কখন ঘটলো?

যেসিকা। কি?

ওদ্যরের। এইসব। তোমার মাথার মধ্যে এইসব।

যেসিকা। আমি জানি না। বোধ হয় কাল, তুমি যখন আমার দিকে চাইলে, আর আমার মনে হোলো কি নিঃসঙ্গ তুমি।

ওদ্যরের। যদি জানতাম....

যেসিকা। তাহলে তুমি আসতে না?

ওদ্যরের। আমি....(তার দিকে চায়, কাঁধ ঝাঁকি দেয়। একটু থেমে) কি আশ্চর্য! তোমার যদি একজন মরম সখার এত দরকার পড়ে থাকে লেঅঁ কিংবা স্লিকই তো রয়েছে। আমাকে বাছলে কেন?

যেসিকা। আমার কোনো মরম সখার দরকার পড়েনি, আমি কাউকে বাছিওনি। বাছবার আমার দরকার পড়েনি।

ওদ্যরের। তুমি আমাকে তিতিবিরক্ত করে তুলেছো। (থেমে) দাঁড়িয়ে আছ কি জন্যে? তোমার সঙ্গে নষ্ট করার মতো সময় আমার নেই। তুমি নিশ্চয়ই চাওনা যে আজ তোমাকে গদিতে পেড়ে ফেলে দু'দিন বাদে তোমাকে খারিজ করি।

যেসিকা। মন ঠিক করে ফেল।

ওদ্যরের। তুমি নিশ্চয়ই জানো....

যেসিকা। আমি কিছু জানি না। আমি না নারী, না শিশু, চিরদিন স্বপ্নের মতো কাটিয়েছি। কেউ আমাকে চুমো খেলে আমার হেসে উঠতে ইচ্ছে করতো। এখন আমি তোমার সামনে দাঁড়িয়ে, আর আমার মনে হচ্ছে আমি যেন এইমাত্র জেগে উঠলাম, আর এখন বুঝি প্রভাত। তুমি বাস্তব। রক্ত মাংসের একটা বাস্তব মানুষ। আমার তোমাকে সত্যি ভয় করছে; আমি বুঝতে পারছি

তোমাকে আমি সত্যিকারের একান্ত করে ভালোবাসবো। আমাকে নিয়ে তোমার যা খুশি করো— যাই ঘটুক আমি কখনো তোমাকে দোষ দেব না।

ওদ্যরের। চুমো খেলে তোমার হেসে উঠতে ইচ্ছে করে? (যেসিকা বিব্রতভাবে মাথা নিচু করে) কি?

যেসিকা। হ্যাঁ।

ওদ্যরের। তার মানে তুমি অসাড়, হিম?

যেসিকা। ওরা তো তাই বলে।

ওদ্যরের। আর তুমি, তোমার কি মনে হয়?

যেসিকা। আমি জানি না।

ওদ্যরের। তাহলে দেখা যাক্। (তাকে চুমো খায়) এখন?

যেসিকা। মোটেই হাসতে ইচ্ছে করছে না।

(দরজাটা খুলে যায়। উগো ঢোকে।)

উগো। তাহলে এই ব্যাপার।

ওদ্যরের। উগো.....

উগো। থাক্ থাক্ (থেমে) তাই তুমি আমাকে ছেড়ে দিয়েছিলে। আমি অবাক হয়ে ভাবছিলাম : ও কেন ওর লোকদের দিয়ে আমাকে খতম করালো না, কিংবা ঘাড় ধরে বার করে দিলো না? আমি মনে-মনে বললাম : ও কিছু আর এতটা পাগল, কি এতটা দরাজ হতে পারে না। কিন্তু এখন সব স্পষ্ট হয়ে গেছে। এ সবই আমার বউ-এর খাতিরে। তাই ভালো।

যেসিকা। শোনো......

উগো। যেতে দাও, যেসিকা, চুকতে দাও। আমার তোমার ওপরে রাগ হয়নি, আমার মনে হিংসাও হয়নি। আমরা তো পরস্পরকে ভালোবাসি না। কিন্তু ও, ও ওর ফাঁদে আমাকে প্রায় ধরে ফেলেছিল। "আমি তোমাকে সাহায্য করবো,

আমি তোমাকে মানুষ হতে সাহায্য করবো।" কি বোকাই না ছিলাম। আমাকে নিয়ে ও তামাশা করছিল।

ওদ্যরের। উগো, আমি তোমাকে সত্যি বলছি, আমি ....

উগো। থাক, কারণ দেখাবার কোনো দরকার নেই। আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ; এই একবার অন্তত তোমাকে বেসামাল অবস্থায় দেখবার সুযোগ তুমি আমাকে দিয়েছ। আর তারপর.... তারপর..... (লাফ দিয়ে ডেস্কের ওপর থেকে রিভলবারটা তুলে নিয়ে ওদ্যরেরকে নিশানা করে) আর তারপর তুমি আমাকে মুক্তি দিয়েছ!

যেসিকা। (চেঁচিয়ে ওঠে) উগো...

উগো। চেয়ে দেখ, ওদ্যরের আমি তোমার চোখে-চোখ রেখেছি, আমি তোমাকে তাগ করছি, আমার হাত কাঁপছে না, আর তোমার মাথার মধ্যে কি হচ্ছে তা নিয়ে আমার এক কানাকড়িও মাথাব্যথা নেই।

ওদ্যরের। থামো, লক্ষ্মীভাই থামো, বোকার মতো কাজ কোরো না। একটা মেয়েলোকের জন্যে এমন বোকামি কোরো না।

(উগো তিনবার গুলি করে। যেসিকা আর্ত চিৎকার করতে থাকে। জর্জ আর স্লিক ঘরে ঢোকে।)

বুদ্ধু, সব পন্ড করে দিলে।

স্লিক। হারামজাদা! (রিভলবার বার করে)

ওদ্যরের। তোমরা কেউ ওকে মেরো না। (একটা হাতলওয়ালা চেয়ারে পড়ে যায়) ও ঈর্ষার বশে গুলি করেছে।

স্লিক। কি বলছো?

ওদ্যরের। মেয়েটার সঙ্গে শুয়েছিলাম। (থেমে) ফালতু মুছে গেলাম। (মারা যায়)

## যবনিকা

## সপ্তম অঙ্ক

ওলগার ঘর।

(অন্ধকারে ওদের গলা শোনা যায়। তারপর আস্তে-আস্তে আলো হয়ে উঠবে।)

ওলগা। এটা তাহলে সত্যি? সত্যি তুমি যেসিকার জন্যে ওকে খুন করেছিলে?

উগো। আমি দরজাটা খুলেছিলাম বলেই ওকে খুন করতে হোলো। এইটুকুই শুধু জানি। যদি দরজাটা না খুলতাম ..... ও দাঁড়িয়েছিল — ওর দু'বাহুর মধ্যে যেসিকা— ওর থুতনিতে যেসিকার ঠোঁটের রঙ লেগে। কি খেলো ব্যাপার। অথচ কত দীর্ঘদিন ধরেই না আমি ট্রাজেডির মধ্যে কাটিয়েছি। সেই ট্রাজেডিকে বাঁচাবার জন্যেই আমাকে গুলি করতে হল।

ওলগা। তাহলে তোমার ঈর্ষা হয়নি?

উগো। ঈর্ষা? হয়তো হয়েছিল। কিন্তু সে যেসিকার জন্যে নয়।

ওলগা। আমার দিকে চাও আর সত্যি করে জবাব দাও। আমি যা জানতে চাইছি তার গুরুত্ব ভয়ানক। তুমি যা করেছো তার জন্যে তুমি কি গর্ব বোধ করো? কাজটা কি এখনো তোমার উচিত মনে হয়? আবার যদি ওই কাজ তোমাকে করতে হয় তুমি কি তা করবে?

উগো। ওটাই কি আমি করেছি? খুন তো আমি করিনি, ভাগ্য করেছিল। আমি যদি দু'মিনিট আগে কি পরে দরজাটা খুলতাম তাহলে ওদের জড়াজড়ি অবস্থায় দেখতে পেতাম না, আর তাহলে গুলিও করতাম না। (থেমে) আমি ওকে বলতে এসেছিলাম যে ওর সাহায্য নিতে আমি রাজি।

ওলগা। বুঝেছি।

উগো। ভাগ্য তিনবার গুলি ছুঁড়লো শস্তা গোয়েন্দা কাহিনীতে যেমন হয়। ভাগ্য যখন মাথা গলায় তখন তুমি অনেক "যদি"র কথাই ভাবতে পারো : "যদি আমি চেস্টনাট গাছগুলোর নিচে আর একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতাম; যদি আমি হেঁটে বাগানের শেষ পর্যন্ত যেতাম; যদি আমি আমার ঘরে ফিরে যেতাম......।" কিন্তু আমি, এসবের মধ্যে আমি নিজে কোনখানটায় আসছি? এ একটা খুনী বিহীন খুন। (থেমে) জেলের মধ্যে অনেক সময় নিজেকে জিজ্ঞেস করতাম, যদি এখানে ওলগা থাকতো সে কি বলতো? আমি কি ভাবলে সে ঠিক মনে করতো?

ওলগা। (নীরসভাবে) তারপর?

উগো। আমি ভালো করেই জানি, তুমি কি বলতে। তুমি বলতে, "উগো, একটু বিনয়ী হও। তোমার যুক্তি তোমার উদ্দেশ্য, এসবের আমরা কানাকড়ি দাম দিই না। আমরা তোমাকে বলেছি এই লোকটাকে খুন করতে, তুমি তাকে খুন করেছো। কাজের ফলটাই শুধু হিসেবের মধ্যে পড়ে।" আমি... আমি বিনয়ী নই

ওলগা। আমি কখনো খুনটাকে তার পেছনকার নানা উদ্দেশ্য থেকে আলাদা করতে পারিনি।

ওলগা। তাই ভালো।

উগো। কি বললে? তাই ভালো? তুমি একথা বলছো, ওলগা? যে তুমি কিনা চিরদিন আমাকে বলে এসেছো...

ওলগা। বুঝিয়ে বলছি। কটা বাজে?

উগো। (হাতঘড়ির দিকে চেয়ে) বারোটা বাজতে কুড়ি।

ওলগা। ভালো। এখনো সময় আছে। তুমি কি বলছিলে? তোমার কাজের অর্থ বুঝতে পারোনি।

উগো। আমার বরং মনে হচ্ছে আমি একটু বেশিই বুঝেছি। এ যেন এমন একটা বাক্স যেকোনো চাবিতেই যা খোলা যায়। ইচ্ছে করলে একথাও বলতে পারি যে, রাজনীতিক উত্তেজনাতেই আমি ওকে খুন করেছি। আর দরজা খোলামাত্র আমার মনে যে প্রচন্ড রাগ এসেছিল সেটা শুধু ঐ উত্তেজনাকে কার্যকরী করার পথে শেষ ছোট্ট একটা ধাক্কা মাত্র।

ওলগা। (উদ্বিগ্নভাবে তার দিকে চেয়ে) উগো, তুমি কি বিশ্বাস করো, তুমি কি সত্যিই বিশ্বাস করো— তুমি উচিত কারণের জন্যেই ওকে খুন করেছিলে?

উগো। ওলগা, আমি সবকিছু বিশ্বাস করতে পারি। এমন কি, আমি অনেক সময় নিজেকে প্রশ্ন করি, আমি কি, আমি কি সত্যিই ওকে খুন করেছিলাম।

ওলগা। প্রশ্ন করো সত্যিই ওকে খুন করেছিলে কিনা?

উগো। মানে সবটাই যদি আসলে একটা প্রহসন হয়?

ওলগা। তুমি তো সত্যিই বন্দুকের ঘোড়াটা টিপেছিলে।

উগো। হ্যাঁ, আঙুল আমি সত্যিই নেড়েছিলাম। মঞ্চের ওপরে অভিনেতারাও তো আঙুল নাড়ে। দেখ, লক্ষ্য করো। এই তো আমি তর্জনী রেখেছি, এই তোমার দিকে তাগ করেছি। (তর্জনী গুটিয়ে ডান হাত দিয়ে ওকে তাগ করে) অবিকল সেই তখনকার ভঙ্গি। হয়তো আমি সত্যি নই, হয়তো সত্যি ছিল বন্দুকের গুলিটা। হাসছো কেন?

ওলগা। তুমি ব্যাপারটা আমার পক্ষে অনেক সহজ করে দিচ্ছ, তাই।

উগো। আমি ভেবেছিলাম আমি বুঝি বড্ড ছেলেমানুষ, তাই পাথরের মতো কোনো একটা পাপকে গলায় ঝোলাতে চেয়েছিলাম। ভয় হয়েছিল ওটা বুঝি বড্ড ভারি হয়ে উঠবে। কি বোকাই না ছিলাম আমি। কি হালকা, কি ভয়ানক হালকা। এর কোনো ভারই নেই। আমার দিকে চেয়ে দেখ, আমার বয়েস বেড়েছে, দু'বছর জেলে কাটালাম, যেসিকার থেকে আলাদা হয়ে গেছি, এখন কমরেডরা আমাকে মুক্তি দেবে বলে মনস্থির না করা পর্যন্ত আমাকে এই বেয়াড়া বিমূঢ় জীবন টেনে চলতে হবে। এসবই আমার পাপের ফল, তাই না? অথচ এর কোনো ভার নেই, এর ভার আমি টের পর্যন্ত পাচ্ছি না। গলায় নয়, কাঁধে নয়, এমনকি বুকের মধ্যে পর্যন্ত নয়। বুঝছ না, এটা এখন আমার নিয়তি হয়ে দাঁড়িয়েছে, বাইরে থেকে এ আমার জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করবে অথচ আমি একে না পারি ছুঁতে, না পাই দেখতে। এ আমার নিজের নয়। এ যেন একটা

মারাত্মক ব্যাধি যা কোনো কষ্ট না দিয়ে ক্রমে মেরে ফেলে। কোথায় সে? সে কি আছে? আমি হাঁপিয়ে উঠেছি। দরজাটা খুললো...ওলগা, ওদ্যরেরকে আমি ভালোবেসেছিলাম। অমন করে জগতে আর কাউকে আমি ভালোবাসিনি। তার কাজকর্ম চেয়ে-চেয়ে দেখতে, তার কথা শুনতে আমার ভালো লাগতো। তার হাত দুটো, তার মুখ সব আমার ভালো লাগতো— যখন তার সঙ্গে থাকতাম আমার ভেতরকার সব ঝড় শান্ত হয়ে আসতো। আমাকে যা মেরে ফেলেছে সে আমার পাপ নয়, সে তার মৃত্যু। (থেমে) ব্যস্, এই সব। কিছু ঘটেনি। কিছু না। আমি দশদিন শহরতলিতে কাটিয়েছি, দু'বছর জেলে। আমি বদলাইনি, এখনো বড্ড বেশী বকি। খুনীদের একটা বিশেষ চিহ্ন থাকার কথা। বাটনহোলে একটা পপিফুল। (থেমে) ভালো। তাহলে কি সিদ্ধান্ত?

ওলগা। তুমি পার্টিতে ফিরে যোগ দিতে পারো।

উগো। ভালো।

ওলগা। রাত বারোটায় লুই আর শার্ল তোমাকে খুন করতে আসবে। আমি তাদের ভেতরে আসতে দেবো না। তাদের বলবো তোমাকে আবার কাজে লাগানো চলবে।

উগো। (হেসে ওঠে) আবার কাজে লাগানো চলবে! কথাটা ভারি মজার তো! বাড়ীর আবর্জনা সম্বন্ধেও তোমরা ঐ কথাটা বলো, তাই না?

ওলগা। তুমি রাজী?

উগো। নয় কেন?

ওলগা। কাল তুমি নতুন দায়িত্ব পাবে।

উগো। ভালো।

ওলগা। ওফ্। (চেয়ারে ধপ্ করে বসে পড়ে।)

উগো। কি হোলো?

ওলগা। বাঁচলাম। (থেমে) তিন ঘন্টা ধরে তুমি বক্‌বক করছো আর সমস্তক্ষণ আমি ভয়ে সিঁটিয়েছিলাম।

উগো। ভয়ে কেন?

ওলগা। শেষ পর্যন্ত ওদের কি বলতে হবে তাই ভেবে। যাক্, সব ভালোয় ভালোয় ঠিক হয়ে গেছে। তুমি আমাদের মধ্যে আবার ফিরে আসবে, মরদের মতো কাজ করবে।

উগো। আগের দিনের মতো তুমি আমাকে সাহায্য করবে?

ওলগা। হ্যাঁ, উগো, আমি তোমাকে সাহায্য করবো।

উগো। তোমাকে আমার ভারি ভালো লাগে, ওলগা। তুমি ঠিক আগের মতোই আছ। তেমনি খাঁটি, তেমনি শাদাসিধে। তুমিই আমাকে শিখিয়েছ খাঁটি হওয়া কাকে বলে।

ওলগা। আমাকে কি আগের চাইতে বুড়ি দেখাচ্ছে?

উগো। না। (তার হাত ধরে)।

ওলগা। আমি রোজ তোমার কথা ভেবেছি।

উগো। ওলগা, বলো।

ওলগা। কি?

উগো। সেই প্যাকেটটা — তুমি পাঠাওনি, তাই না?

ওলগা। কোন প্যাকেট?

উগো। চকোলেটের।

ওলগা। না, আমি পাঠাইনি। কিন্তু ওরা যে পাঠাচ্ছে তা আমি জানতাম।

উগো। তুমি তবু দিলে পাঠাতে?

ওলগা। হ্যাঁ।

উগো। কিন্তু তুমি সত্যি কি ভেবেছিলে?

ওলগা। (নিজের চুল দেখিয়ে) দেখ।

উগো। কি? শাদা চুল?

ওলগা। এক রাতে শাদা হয়ে গেছে। তুমি আর আমাকে ছেড়ে যেও না। যদি কঠিন কাজের ভার পড়ে, দু'জনে তা একসঙ্গে তামিল করবো।

উগো। (মৃদু হেসে) রাসকোলনিকফ্‌কে মনে পড়ে?

ওলগা। (চমকে ওঠে) রাসকোলনিকফ্‌?

উগো। তুমি আমার জন্যে যে ছদ্মনাম বেছেছিলে। না, ওলগা, তুমি ভুলে গেছলে।

ওলগা। না, মনে আছে।

উগো। আমি আবার সেই নাম নেবো।

ওলগা। না।

উগো। কেন? আমার ও নামটা খুব পছন্দ হয়েছিল। তুমি বলেছিলে, ওটা আমাকে একদম নিখুঁত মানায়।

ওলগা। ও নামে তুমি বড্ড বেশি চেনা।

উগো। চেনা? কার কাছে চেনা?

ওলগা। (হঠাৎ ক্লান্তভাবে) কটা বাজে?

উগো। পাঁচ মিনিট বাকি।

ওলগা। উগো শোনো। আমাকে কথার মাঝখানে থামিও না। তোমাকে আমার এখনো কিছু বলা বাকি। তেমন কিছু না— এতে বেশি গুরুত্ব দিও না। তোমার... তোমার প্রথমে একটু অবাক লাগবে। তারপর আস্তে-আস্তে সব বুঝতে পারবে।

উগো। বলো।

ওলগা। তুমি....তুমি আমাকে তোমার....তোমার ব্যাপারটা সব বলে খুব ভালো করেছো। তুমি যদি এতে গর্ব বোধ করতে, কিংবা শুধু আত্মতৃপ্তি পেতে তাহলে আরো কঠিন হয়ে উঠত।

উগো। কঠিন? কি কঠিন হোতো?

ওলগা। ভুলে যাওয়া।

উগো। ভুলে যাওয়া? কিন্তু ওলগা....

ওলগা। উগো, তোমায় ভুলতেই হবে। আমি তো তোমার কাছে বেশিকিছু চাইছি না—তুমি তো নিজেই বললে, তুমি কি করেছো, কেন করেছ তা পর্যন্ত তুমি জানো না। তুমি যে ওদ্যরেরকে খুন করেছো এতেও তোমার সন্দেহ আছে। তুমি ঠিক পথই নিয়েছো, তোমাকে শুধু আর একটু এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তাহলেই হবে। ব্যাপারটা ভুলে যাও। ওটা একটা দুঃস্বপ্ন। ও কথা

আর কখনো উল্লেখ কোরো না, আমার কাছেও না। ওদ্যরেরকে যে লোকটা খুন করেছিল সে মারা গেছে। তার নাম ছিল রাসকোলনিকফ্। তাতে বিষাক্ত লিকার চকোলেট খাইয়ে মেরে ফেলা হয়েছে। (উগোর চুলে বিলি কাটে) আমি তোমার জন্যে অন্য নাম খুঁজে দেবো।

উগো। কি হয়েছে ওলগা? কি করেছো তোমরা?

ওলগা। পার্টি তার কর্মপন্থা বদলেছে। (উগো তার দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে) আমার দিকে অমন করে চেয়ো না। বুঝতে চেষ্টা করো। তোমাকে যখন আমরা ওদ্যরের-এর কাছে পাঠাই তখন রুশের সঙ্গে আমাদের সংবাদ চলাচলে কিছুদিন ছেদ পড়েছিল। নির্দেশের অভাবে আমাদের একা একাই নিজেদের কর্মপন্থা বাছতে হয়েছিল। আমার দিকে অমন করে চেয়ো না, উগো, আমার দিকে অমন করে চেয়ো না।

উগো। তারপর?

ওলগা। তারপর আমাদের মধ্যে আবার যোগসূত্র আবার ফিরে আসে। গত শীতকালে রুশিরা আমাদের জানায় যে, তাদের ইচ্ছে বিশুদ্ধ সামরিক কারণে আমরা রিজেন্টের সঙ্গে রফা করি।

উগো। আর তোমরা.....তোমরা তা মেনে নিলে?

ওলগা। হ্যাঁ। আমরা রিজেন্টের সরকার আর পেন্টাগণের সঙ্গে মিলে ছ'জন সদস্যের একটা গুপ্ত কমিটি তৈরি করেছি।

উগো। ছ'জন সদস্য। আর তাতে তোমাদের তিনটে আসন?

ওলগা। হ্যাঁ। তুমি কি করে জানলে?

উগো। মনে হোলো। বলে যাও।

ওলগা। তারপর থেকে আমাদের ফৌজরা বলতে গেলে কোনো লড়াইতেই আর অংশ নেয়নি। এতে আমরা বোধ হয় লাখখানেক লোককে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছি। অবশ্যি জার্মানরা তক্ষুনি দেশ আক্রমণ করে।

উগো। ঠিক। সোভিয়েট সরকার বোধ হয় এও তোমাদের বুঝিয়ে দিয়েছে যে একা সর্বহারা দলের হাতে তারা সব ক্ষমতা দিতে রাজী নয়, যে তাতে মিত্রশক্তিদের সঙ্গে মন কষাকষি হতে পারে। আর তাছাড়া সেক্ষেত্রে দেশের মধ্যে বিদ্রোহ হলে তোমরা সহজেই তার ধাক্কায় লোপ পেয়ে যাবে?

ওলগা। কিন্তু....

উগো। আমার মনে হচ্ছে যেন এসব কথাই আমি এর আগে শুনেছি। তাহলে ওদ্যরের......

ওলগা। ও যখন চেষ্টা করেছিল তখনো ঠিক উপযোগী সময় হয়ে ওঠেনি। তাছাড়া কর্মপন্থা চালু করার পক্ষে ও উপযুক্ত লোক ছিল না।

উগো। তাই ওকে খুন করা দরকার ছিল—এত খুব স্পষ্ট। কিন্তু তোমরা তাহলে বোধ হয় ওর স্মৃতিকে এখন আবার ভদ্রস্থ করে নিয়েছ?

ওলগা। করতে হয়েছে।

উগো। যুদ্ধের শেষে ওর স্মৃতিতে মূর্তি গড়া হবে, আমাদের নগরে, নগরে ওর নামে পথ হবে, ইতিহাসের পাতায় ওর নাম লেখা থাকবে। ওর কথা ভেবে আনন্দ হচ্ছে। আর ওকে যে খুন করলো সে কে? জার্মানির ভাড়াটে কোনো গুপ্তচর?

ওলগা। উগো.....

উগো। আমার কথার জবাব দাও।

ওলগা। আমাদের কর্মীরা জানে তুমি আমাদের একজন ছিলে। তারা এই প্রণয়ঘটিত হত্যার কাহিনী কোনোদিন বিশ্বাস করেনি। সুতরাং তাদের ব্যাপারটা বোঝাতে হয়েছে.... যতটা বিশ্বাসযোগ্য করে পারা যায়।

উগো। তাদের ভাঁওতা দিয়েছো।

ওলগা। ভাঁওতা, তা নয়। কিন্তু আমরা .... আমরা এখন লড়াই করছি, উগো। সৈন্যদের তো সব সময় পুরোপুরি সব সত্যি কথা বলা চলে না। (উগো হাসিতে ফেটে পড়ে) কি ব্যাপার? উগো! উগো!

(উগো একটা হাতলওয়ালা চেয়ারে বসে পড়ে। হাসতে হাসতে তার চোখ জলে ভরে আসে।)

উগো। ও তো ঠিক এইসব কথাই বলেছিল। ও তো ঠিক এই সব কথাই বলেছিল! কি প্রহসন!

ওলগা। উগো।

উগো। দাঁড়াও, ওলগা, আমাকে হাসতে দাও। দশ বছরের মধ্যে আমি প্রাণ খুলে একবারও হাসতে পাইনি। এ তো বড় বেয়াড়া খুন, কেউ এর দায়িত্ব নিতে চায়

না। আমি এ খুন কেন করলাম, তা জানি না। আর তোমরা এ খুন নিয়ে কী করবে, তা জানো না। (তার দিকে চেয়ে) তোমরা সবাই এক রকমের।

ওলগা। উগো, দোহাই তোমার......

উগো। সব এক রকম। ওদ্যরের, লুই, তুমি—তোমরা সব এক জাতের। তোমরা হলে ঠিক করিয়ের জাত—যারা নির্মম, যারা বিজয়ী, যারা নেতা। শুধু আমিই একা ভুল দরজা খুলে ফেলেছি।

ওলগা। উগো, তুমি তো ওদ্যরেরকে ভালবাসতে।

উগো। আমার বিশ্বাস এই মুহূর্তে তাকে যত ভালোবাসছি এমন আর কখনো তাকে ভালোবাসিনি।

ওলগা। তাহলে তার আরব্ধ কাজ আমরা যাতে সমাধা করতে পারি তাতে তুমি নিশ্চয়ই সাহায্য করবে? (উগো তার দিকে একদৃষ্টিতে তাকায়। ওলগা পিছিয়ে আসে) উগো!

উগো। (শান্ত গলায়) ভয় পেও না, ওলগা, আমি তোমাকে মারবো না। কিন্তু দোহাই কথা বোলো না। আমাকে একটু সময় দাও, আমার ভাবনাগুলোকে গুছিয়ে নিতে অল্প একটু সময় দাও। ভালো। আমাকে তাহলে আবার কাজে লাগানো চলবে। চমৎকার। কিন্তু একেবারে একা, উলঙ্গ, অতীতের যত দায় ঝঞ্ঝাট সব থেকে মুক্ত। শুধু আমি আমার চামড়াখানা বদলে ফেললেই হোলো—আর যদি তার সঙ্গে আমার স্মৃতিটাও মুছে পরিষ্কার করে নিতে পারি তবে তো আরো ভালো। কিন্তু এই খুনটা— ওটাকে আর কোনো কাজে লাগানো

চলবে না—তাই না? ওটা একটা ভুল, ওর কোনো দাম নেই। ওটা যে আস্তাকুড়ে পড়ে আছে সেখানেই পড়ে থাকুক। আর আমি, আমার নাম কালকেই পাল্টে দেবো। আমার নাম এবার হবে যুলিয়াঁ সোরেল, কি রাস্তিয়াঁ, কি মুইস্কিন—আর আমি বেশ পেন্টাগণের লোকেদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করবো।

ওলগা। আমি.....

উগো। চুপ, ওলগা, দোহাই তোমার, একটিও কথা বোলো না (একটু ভেবে নিয়ে) আমার জবাব—না।

ওলগা। কি?

উগো। না, তোমাদের সঙ্গে আমি কাজ করবো না।

ওলগা। উগো, তুমি বুঝতে পারছো না। ওরা সঙ্গে রিভলবার নিয়ে এখানে আসছে।

উগো। আমি জানি। ওদের আসতে বরং একটু দেরি হচ্ছে।

ওলগা। নিজেকে এভাবে কুকুরের মতো গুলি করে মারতে দিতে তুমি কিছুতেই পারো না। মিছিমিছি মরতে তুমি কিছুতেই চাইতে পারো না। উগো, তোমাকে আমরা বিশ্বাস করবো। তুমি দেখবে, তুমি সত্যিই আমাদের সহকর্মী হয়েছো। তুমি প্রমাণ দিয়েছো...

(একটা গাড়ির ইন্‌জিনের আওয়াজ হয় নাকি)

উগো। ওরা এসে গেছে।

ওলগা। উগো, এ যে ঘোর অপরাধ হবে। পার্টি......

উগো। আর বড় বড় কথা নয় ওলগা। এ কাহিনীতে বড্ড বেশি বড়-বড় কথার আমদানি হয়েছিল—অনেক ক্ষতি

করেছে তারা। (গাড়িটা চলে যায়) ওটা ওদের গাড়ি নয়। আমার কথাটা বুঝিয়ে বলার কিছু সময় আছে। শোনো আমি কেন ওদ্যরেরকে খুন করেছিলাম জানি না। কিন্তু কেন তাকে খুন করা আমার উচিত ছিল তা জানি। সে অন্যায় নীতি অনুসরণ করেছিল, সে নিজের সহকর্মীদের ভাঁওতা দিয়েছিল, সে যে ঝুঁকি নিয়েছিল তাতে পার্টিতে পচ ধরার আশংকা ছিল। যদি অফিসে ওর সঙ্গে একা থাকার সময় ওকে গুলি করার মতো আমার সাহস থাকতো, তবে এগুলোই হোতো সে খুনের কারণ, আর তাহলে আমি নিজের কথা ভেবে একটুও লজ্জা পেতাম না। আমার নিজেকে নিয়ে লজ্জা এই জন্যে যে আমি তাকে পরে খুন করেছি। আর এখন তুমি আমাকে বলছো তাকে সম্পূর্ণ অকারণে মেরেছি ভেবে নিয়ে আরও বেশি করে নিজের জন্যে লজ্জা পেতে। ওলগা, ওদ্যরের-এর রাজনীতি সম্বন্ধে তখনো যা ভাবতাম, এখনা তাই ভাবি। আমি যখন জেলে ছিলাম তখন তুমিও বোধ হয় তাই ভাবতে— আর তা জেনে আমি মনে জোর পেতাম। আজ আমি জানি, আমার এ ধারণায় আমি এখন একা—কিন্তু তার জন্যে আমার সে ধারণা বদলাবে না।

(গাড়ির ইন্‌জিনের শব্দ)

ওলগা। এবারে ওরাই এসেছে। শোনো, এ আমি পারবো না... এই রিভলবারটা তুমি নাও, আমার শোয়ার ঘরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাও, তারপর তোমার বরাত।

উগো। (রিভলবারটা না নিয়ে) তোমরা এখন ওদ্যরেরকে মস্ত লোক বানিয়েছ। কিন্তু আমি তাকে যেমন ভালোবাসতাম তোমরা কোনোদিনই তাকে তেমন করে

ভালোবাসবে না। আমি যদি আমার কৃতকর্মকে অস্বীকার করি তাহলে সে শুধু একটা নামহীন শব, পার্টির ফেলে দেওয়া একটা আবর্জনা মাত্র হয়ে থাকবে। (গাড়িটা থামে) আকস্মিক দুর্ঘটনায় মারা গেছে। একটা মেয়েমানুষের জন্যে খুন হয়েছে।

ওলগা। পালাও।

উগো। ওদ্যরের-এর মতো মানুষ আকস্মিক দুর্ঘটনায় মারা যায় না। সে মরে তার আদর্শ, তার নীতির জন্যে। তার মৃত্যুর জন্যে সে নিজে দায়ী। আমি যদি তোমাদের সকলের সামনে আমার অপরাধকে স্বীকার করি, যদি আমার রাসকোলনিকফ্ নাম আবার ঘোষণা করি, যদি আমার কৃতকর্মের উচিত মূল্য দিতে রাজী হই, তবেই সে তার উপযুক্ত মৃত্যুর গৌরব পেতে পারবে।

ওলগা। উগো, আমি....

উগো। (দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে) আমি এখনো ওদ্যরেরকে খুন করিনি, ওলগা, এখনো করিনি। আমি এখন তাকে খুন করতে যাচ্ছি, আর তাকে সঙ্গে নিজেকেও।

(দরজায় আঘাতের শব্দ।)

ওলগা। (আর্ত চিৎকার) পালাও! পালিয়ে যাও!

উগো দরজা খুলে সামান্য নিচু হয়ে অভিবাদন জানায়।)

উগো। (ঘোষণার স্বরে) আর কাজে লাগানো চলবে না।

**যবনিকা**